সংক্ষিপ্ত গীতা

BENGALI EBOOK
2021

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়ঃঅর্জুনবিষাদযোগ....2
দ্বিতীয় অধ্যায়:সাংখ্য যোগ....12
তৃতীয় অধ্যায়ঃ কর্মযোগ....29
চতুর্থ অধ্যায়ঃ জ্ঞানযোগ....39
পঞ্চম অধ্যায়ঃ কর্মসন্যাসযোগ....49
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ধ্যানযোগ বা অভ্যাসযোগ....56
সপ্তম অধ্যায়ঃ জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ....66
অষ্টম অধ্যায়ঃ অক্ষরব্রহ্মযোগ....73
নবম অধ্যায়ঃ রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ....80
দশম অধ্যায়ঃ বিভূতিযোগ....88
একাদশ অধ্যায়ঃ বিশ্বরূপ দর্শনযোগ....97
দ্বাদশ অধ্যায়ঃ ভক্তিযোগ....112
ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ....117
চতুর্দশ অধ্যায়ঃ গুণত্রয় বিভাগযোগ....125
পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ পুরুষোত্তমযোগ....131
ষোড়শ অধ্যায়ঃ দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগ....136
সপ্তদশ অধ্যায়ঃ শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগযোগ....142
অষ্টাদশ অধ্যায়ঃ মোক্ষযোগ....148

www.bengaliebook.com

প্রথম অধ্যায়ঃঅর্জুনবিষাদযোগ

ধৃতরাষ্ট উবাচ :-
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।
মামকাঃ পান্ডবাঃ চ এব কিম অকুর্বত সঞ্জয় ।।১
অর্থ-ধৃতরাষ্ট জিজ্ঞাসা করলেন হে সঞ্জয় ধর্মক্ষেত্রে যুদ্ধ করার মানসে সমবেত হয়ে আমার পুত্র এবং পান্ডুর পুত্ররা তারপর কি করলেন।

সঞ্জয় উবাচ :-
দৃষ্টা তু পান্ডব আনীকম্ ব্যূঢ়ম দুর্য্যধনঃ তদা ।
আচার্য্যম উপসঙ্গম্য রাজা বচনম্ অব্রবীত্ ।।২
অর্থ-সঞ্জয় বললেন হে রাজন পান্ডবদের সৈন্য সজ্জা দর্শন করে রাজা দুর্য্যধন দ্রোনাচার্য্যের কাছে বললেন।

পশ্য এতাম্ পান্ডুপুত্রানাম্ আচার্য্য মহিতীম্ চমুম্ ।
বুঢ়াম্ দ্রুপদ পুত্রেন তব শিষ্যেন ধীমতা ।।৩
অর্থ-হে আচার্য্য পান্ডবদের মহান সৈন্য দল দর্শন করুন যা আপনার অত্যন্ত বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদের পুত্র অত্যনত দক্ষতার সংঙ্গে ব্যূহের আকার রচনা করেন।

অত্র সুরাঃ মহা-ইষু আসাঃ ভীম অর্জুন সমাঃ যুধী ।
যুযুধানঃ বিরাটঃ চ দ্রুপদ মহারথাঃ ।।৪
অর্থ-সে সমস্থ সেনাদের মধ্যে অনেকে ভীম এবং অর্জুনের মত বীর ধনুর্ধারী রয়েছেন এবং যুযুধান বিরাট ও দ্রুপদের মত মহাযোদ্ধা রয়েছেন।

ধৃষ্টকেতু চেকিতান কাশিরাজঃ চ বীর্য্যবান ।

পুরুজিত্ কুন্তিভোজঃ চ শৈব্যঃ চ নরপুঙ্গবঃ ।।৫
অর্থ-সেখানে ধৃষ্টকেতু চেকিতান কাশিরাজ পুরুজিত্ কুন্তিভোজ এবং শৈব্যের মত অত্যন্ত বলবান যোদ্ধারাও রয়েছেন।

যুধামন্যু চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাঃ চ বির্য্যবান ।
সৌভদ্রঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ সর্বে এব মহারথা ।।৬
অর্থ-সেখানে রয়েছেন অত্যন্ত বলবান যুধামন্যু প্রবল পরাক্রামশালী উত্তমৌজ,শুভদ্রার পুত্র এবং দ্রৌপদীর পুত্রগন এই সব যোদ্ধারা সকলেই এক একজন মহারথী।

অস্মাকম্ তু বিশিষ্টা যে তান নিবোধ দ্বিজ-উত্তম্ ।
নায়কাঃ মম্ সৈন্যস্য সংজ্ঞা অর্থম্ তান ব্রবীমী তে ।। ৭
অর্থ-হে দ্বিজত্তম আমাদের পক্ষে যে সমস্ত বিশিষ্ট সেনাপতি সামরিক শক্তি পরি চালনার জন্য রয়েছেন আপনার অবগতীর জন্য আমি তাদের সম্বন্ধে বলছি।

ভবান ভিষ্মঃ চ কর্ণঃ চ কৃপ চ সমিতিঞ্জয়ঃ ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণঃ চ সৌমদত্তিঃ তথা এব চ ।৮।
অর্থ-সেখানে রয়েছেন আপনার মতোই ব্যক্তিসম্পন্ন-ভীষ্ম কর্ন কৃপ অশ্বত্থমা বিকর্ন এবং সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা যারা সর্বক্ষেত্রে সর্বদা সংগ্রামে বিজয়ী থাকেন।

অন্যে চ বহবঃ শুরাঃ মত্ অর্থে ত্যক্ত জীবিতাঃ ।
নানা শস্ত্র প্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধ বিশারদাঃ ।৯।
অর্থ-এছারা আর বহু নায়ক রয়েছেন আমাদের জন্য তাদের জীবন ত্যাগ করতে প্রস্তুত । তারা সকলেই নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত এবং তারা সামরিক বিজ্ঞান বিশারদ।

অপর্যাপ্তম্ তত্ অস্মাকম্ বলম্ ভীষ্ম অভিরক্ষিতম্ ।
পর্য্যাপ্তম্ তু ইদম্ এতেষাম্ বলম্ ভীম অভিরক্ষিতম্ ।১০।
অর্থ-আমাদের সৈন্যদল অপরিমিত এবং আমরা পিতামহ ভীষ্মের দ্বারা পুর্নরুপে সুরক্ষিত কিন্তু ভীমের দ্বারা সতর্ক ভাবে সুরক্ষিত পান্ডবের শক্তি সিমিত।

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগম্ অবসথিতাঃ ।
ভীষ্মম এব অভীরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্বে এব হি ।১১।
অর্থ-এখন আপনারা সকলে নিজ নিজ গুরুত্বপুর্ন স্থানে সমর সেনাসজ্জায় স্থিত হয়ে পিতামহ ভীষ্মকে পুর্ন সাহয্য করুন।

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষম্ কুরু-বৃদ্ধঃ পিতামহঃ ।
সিংহ নাদম্ বিনদ্য উচ্চৈঃ শঙ্খম্ দধ্মৌ প্রতাপবান ।১২।
অর্থ-তখন কুরু বংশের বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যধনের হর্ষ উৎপাদনের জন্য সিংহের গর্জ্জনের মত অতি উচ্চনাদে তার শঙ্খ বাজালেন।

ততঃ শঙ্খাঃ চ ভের্যঃ চ পনবআনক গোমুখাঃ ।
সহসা এব অভ্যহন্যন্ত সঃ শব্দঃ তুমুলঃ অভবত্ ।১৩।
অর্থ-তারপর শঙ্খ ভেরী পনক আনক ঢাক এবং গোমুখ সিংঙ্গা সমুহ হঠাত্ একত্রে ধনিত হয়ে এক তুমুল শব্দের সৃষ্টি হল।

ততঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ ।
মাধবঃ পান্ডবঃ চ এব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ।১৪।
অর্থ-অন্যদিকে শ্বেত অশ্বসমুহ যুক্ত একদিব্য রথে স্থিত শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন উভয়ে তাদের দিব্য শঙ্খ বাজালেন।

পাঞ্চজন্যম্ হৃষীক-ঈশঃ দেবদত্তম্ ধনঞ্জয়ঃ ।।
পৌন্ড্রম্ দধ্মৌ মহাশঙ্খম্ ভীমকর্মা বৃক- উদর ।১৫।
অর্থ-তখন শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য নামক তার শঙ্খ বাজালেন।এবং অর্জুন বাজালেন তার দেবদত্তক নামক শঙ্খ এবং বিপুল ভোজন পৃয় ভীমকর্মা সেন বাজালেন পৌন্ড্র নামক তার ভয়ঙ্কর শঙ্খ।

অনন্ত বিজয়ম্ রাজা কুন্তীপুত্রঃ যুধিষ্ঠিরঃ ।
নকুলঃ সহদেবঃ চ সুঘোষ-মনিপুস্পকৌ ।১৬।
কাশ্যঃ চ পরম-ইষু-আসঃ শিখন্ডী চ মহারথঃ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ বিরাটঃ চ সাত্যকি চ অপরাজিতঃ ।১৭।
দ্রুপদঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ সর্বশঃ পৃথিবী পতে ।
সৌভদ্রঃ চ মহা বাহু শঙ্খান দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথ্ক ।১৮ ।
অর্থ-কুন্তীপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয় নামক শঙ্খ বাজালেন, এবং নকুল এবং সহদেব বাজালেন সুঘোষ এবং মনিপুস্পক নামক শঙ্খ। হে মহারাজ তখন মহান ধনুর্ধর কাশিরাজ, প্রবল যোদ্ধা শিখন্ডি,ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট এবং অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ দ্রৌপদীর পুত্রগন, সুভদ্রার মহা বলবান পুত্র এবং অন্য সকলে তাদের নিজ নিজ পৃথক শঙ্খ বাজালেন।

সঃ ঘোষঃ ধার্তরাষ্ট্রাণাম্ হৃদয়ানি ব্যদারয়াত্ ।
নভঃ চ পৃথিবীম্ চ এব তুমুলঃ অভ্যনুনাদয়ন ।১৯।
অর্থ-শঙ্খ নিনাদের সেই শব্দে আকাশ বিদীর্ন হল। পৃথিবী কম্পিত হল এবং তার ফলে ধৃতরাষ্টের হৃদয় প্রবল ভয়ে বিধ্বস্ত হল।

অথ ব্যবস্তিতান্ দৃষ্টা ধার্তরাষ্ট্রান কপিধ্বজঃ ।
প্রবৃত্তে শস্ত্র সম্পাতে ধনুঃ উদ্যম্য পান্ডবঃ ।
হৃষীকেশম্ তদা বাক্যম্ ইদম আহ মহীপতে ।২০।

অর্থ-সেই সময় পান্ডু পুত্র অরজুন হনুমান চিহ্নিত পতকা শোভিত রথে অধিষ্ঠিত হয়ে তার ধনুক তুলেনিয়ে শ্বরনিক্ষেপ করতে প্রস্তুত হলেন। হে মহারাজ ধৃতরাষ্টের পুত্রদের সমর সজ্জায় বিন্স্ত দেখে হৃষীকেশকে অর্জুন তখন এই কথাগুলি বললেন

অর্জুন উবাচ :-
সেনয়োঃ উভয়োঃ মধ্যে রথম্ স্থাপয় মে অচ্যুত ।
যাবত্ এতান নিরীক্ষে অহম্ যোদ্ধুকামান অবস্থিতান ।২১।
কৈঃ ময়া সহ যোদ্ধব্যম্ অস্মিন রন সমুদ্যমে ।২২।
অর্থ-অর্জুন বললেন হে অচ্যুত্ অভ্রান্ত বন্ধু, তুমি উভয়ে পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে আমার রথ স্থাপন কর, যাতে আমি দেখতে পারি যুদ্ধ করার অভিলাষি হয়ে কারা এখানে এসেছে এবং আমাকে অস্ত্রধারন করে কাদের সঙ্গে এই মহা সংগ্রাম করতে হবে।

যোৎস্যমানান অবেক্ষে অহম্ যে এতে অত্র সমাগতাঃ ।
ধার্তরাষ্টস্য দুর্বুদ্ধেঃ যুদ্ধে প্রিয় চিকীর্ষবঃ ।২৩।
অর্থ-অমি দেখতে চাই ধৃতরাষ্টের দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন পুত্রদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য কারা এখানে যুদ্ধ করতে এসেছে।

সঞ্জয় উবাচ :-
এবম্ উক্তঃ হৃষীকেশঃ গুড়াকেশেন ভারত ।
সেনয়োঃ উভয়োঃ মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথউত্তমম্ ।২৪।
অর্থ-সঞ্জয় বললেন হে ভারত বংশধর অর্জুন কতৃক এইভাবে আদিষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ সেই উত্তম রথটি চালিয়ে নিয়ে উভয়ে পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে রাখলেন।

ভীষ্ম দ্রোন প্রমুখতঃ সর্বেষাম্ চ মহীক্ষিতাম্ ।

উবাচ :- পার্থ পশ্য এতান্ সমবেতান কুরূন্ ইতি ।২৫।
অর্থ-ভীষ্ম দ্রোন প্রমুখ পৃথিবীর অন্য সমস্থ নেতাদের সামনে ভগবান হৃষীকেশ বললেন হে পর্থ এখন সমস্ত কৌরবদের দেখ।

তত্র অপশ্যত্ স্থিতান পার্থ পিতৃন্ অথ পিতামহান্ ।
আচার্যান্ মাতুলান ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীন্ তথা ।
শ্বশুরান্ সুহৃদঃ চ এব সেনয়োঃ উভয়োঃ অপি ।২৬।
অর্থ-তখন অর্জুন উভয়ে দলের মধ্যে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য মাতুল ভ্রাতা শ্বশুর মিত্র শুভকাঙ্খিদের উপস্থিত দেখতে পেলেন।

তান সমীক্ষ্য সঃ কৌন্তেয়ঃ সর্বান বন্ধুন অবস্থিতান।
কৃপয়া পরয়া আবিষ্টঃ বিষীদন্ ইদম্ অব্রবীত্ ।২৭।
অর্থ-যখন অর্জুন সকল রকমের বন্ধু এবং আত্মীয় স্বজনদের যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত দেখলেন তখন তিনি অত্যন্ত কৃপায়াবিষ্ট ও বিষন্ন হয়ে বললেন।

অর্জুন উবাচ :-
দৃষ্টা ইমম্ স্বজনম্ কৃষ্ণ যুযুঃসুম সমুপস্থিতম্ ।
সীদন্তী মম্ গাত্রাণী মুখম্ চ পরিশুষ্যতি ।২৮। ।
অর্থ-অর্জুন বলিলেন হে প্রিয়বর কৃষ্ণ আমার সমস্ত বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনদের এমন ভাবে যুদ্ধাভিলাষি হয়ে আমার সামনে অবস্থান করতে দেখে আমার অঙ্গ প্রতঙ্গ অবশ হয়ে আসছে এবং মুখ শুস্কহয়ে উঠছে।

বেপথুঃ চ শরীরে মে রোমহর্ষ চ জায়তে ।
গান্ডীবম্ স্রংসতে হস্তাত্ ত্বক চ এব পরিদহ্যতে ।২৯।
অর্থ-আমার সর্ব শরির কম্পিত ও কেশাগ্র রোমাচিত হচ্ছে। হাত থেকে গান্ডিব খসে পরছে এবং ত্বক যেন জ্বলে যচ্ছে।

ন চ শক্লোমি অবস্থাতুম্ ভ্রমতী ইব চ মে মনঃ ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশবঃ ।৩০।
অর্থ-হে কেশব আমি এখন স্থির থাকতে পারছি না। আমি বিভ্রান্তী বোধ করছি,আমার চিত্ত উৎভ্রান্ত হচ্ছে। হে কেশীদৈত্যহন্তা শ্রীকৃষ্ণ আমি কেবলই অমঙ্গ সুচক লক্ষন দর্শন করছি।

ন চ শ্রেয় অনুপশ্যামি হত্বা স্বজনম্ আহবে ।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ম্ কৃষ্ণ ন চ রাজ্যম্ সুখানি চ ।৩১।
অর্থ-হে কৃষ্ণ আত্মীয় স্বজনদের নিধন করা শ্রেয়স্কর দেখছি না। আমি যুদ্ধে জয়লাভ করতে চাইনা রাজ্যসুখ ভোগের কামনা করিনা।

কিম্ ন রাজ্যম্ গোবিন্দ কিম্ ভোগৈঃ জীবিতেন বা ।
যেষাম্ অর্থে কাঙ্খিতম্ নঃ রাজ্যম্ ভোগাঃ সুখানি চ ।৩২।।
তে ইমে অবস্থিতাঃ যুদ্ধে প্রানান ত্যাক্তা ধনানি চ ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাঃ তথা এব চ পিতামহাঃ ।৩৩।।
মাতুলা শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনঃ তথা ।
এতান্ ন হন্তুম্ ইচ্ছামি ঘ্নতঃ অপি মধুসুদন ।৩৪।।
অপি ত্রৈলোক্য রাজ্যস্য হেতোঃ কিম্ নু মহীকৃতে ।
অর্থ-হে গবিন্দ আমাদের রাজ্যে কি প্রায়োজন, আর সুখভোগ বা জীবন ধারনেই বা কী প্রোয়োজন, যখন দেখছি যাদের জন্য রাজ্য ও ভোগ সুখের কামনা, তারা সকলেই এই রণক্ষেত্রে উপস্থিত? হেমধুসুদন যখন আচার্য্য পিত্রিব্য পুত্র, মাতুল শ্বশুর পৌত্র শ্যালক আত্মীয়স্বজন ,প্রান ও ধনাদির আশা পরিত্যাগ করে আমার সামনে যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছে, তখন তারা আমাকে বধ করলেও আমি তাদের হত্যা করতে চাইব কেন? হে সর্বজীবসত্তার প্রতিপলক জনার্দন, পৃথিবীর তো কথাই নাই এমন কি ত্রিভুবনের বিনিময়েও আমি যুদ্ধ

করতে প্রস্তুত নই। ধৃতরাষ্টের পুত্রদের নিধন করে কি সন্তোষ আমরা লাভ করতে পারব?

পাপম্ এব আশ্রয়েত্ অস্মান্ হত্বা এতান আততায়িনঃ ।
তস্মাত্ ন অর্হা বয়ম্ হন্তুম্ ধার্তরাষ্ট্রান সবান্ধবান ।
স্বজনম্ হি কথম্ হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধবম্ ।৩৬।
অর্থ-এই ধরনের আততায়িদের বধ করলে মহাপাপ আমাদের আচ্ছন্ন করবে। সুতরাং ধৃতরাষ্টের পুত্রদের সংহার করা আমাদের উচিত্ হবে না। হে শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীপতি মাধব আত্মীয় স্বজনদের হত্যা করে কিলাভ হবে।এবং তা থেকে কেমন করে আমরা সুখী হব।

যদি অপি এতে ন পশ্যতি লোভ উপহত চেতসা ।
কুলক্ষয় কৃতম্ দোষম্ মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ।৩৭।
কথম্ ন জ্ঞেয়ম্ অস্মাভিঃ পাপাত্ অস্মাত্ নিবর্তিতুম্ ।
কুলক্ষয় কৃতম্ দোষম্ প্রপশ্যদ্ভিঃ জনার্দন ।৩৮।
অর্থ-হে জনার্দন যদিও এরা রাজ্যলোভে অভিভুত হয়ে কুলক্ষয় জনিত দোষ ও মিত্রদোহ নিমিত্ত পাপ লক্ষ করছে না, কিন্তু আমরা কুলক্ষয় জনিত দোষ লক্ষ্য করেও এই পাপ কাজে কেন প্রবৃত্ত হব।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যতি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ ।
ধর্মে নষ্টে কুলম্ কৃৎস্নম অধর্মঃ অভিভবতি উত ।৩৯।
অর্থ-কুলক্ষয় হলে সনাতন কুলধর্ম বিনষ্ট হবে এবং তা হলে সমগ্র বংশ অধর্মে অভিভুত হবে।

অধর্ম অভিভবাত্ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রীয় ।
স্ত্রীষু দুষ্টাষু বাষ্ণেয় জায়তে বর্ন সংঙ্করঃ ।৪০।

অর্থ-হে কৃষ্ণ অধর্মের দ্বারা অভিভুত হলে কুলবধুগন ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হয় এবং হে বাষ্ণেয় কুলস্ত্রীগন অসত্ চরিত্রা হলে অবাঞ্চিত প্রজাতি উৎপন্ন হয়।

সঙ্করঃ নরকায় এব কুলঘ্নানাম্ কুলস্য চ ।
পতন্তি পিতরঃ হি এষাম্ লুপ্ত পিন্ড উদকক্রিয়াঃ ।৪১।
অর্থ-অবাঞ্চিত বর্ন সঙ্কর সন্তান উৎপাদন বৃদ্ধি হলে কুল ও কুলঘাতকেরা নরকগামী হয়। সেই কুলে পিন্ডদান ও তর্পনক্রিয়া লোপ পওয়ার ফলে তাদের পিতৃ পুরুষরাও নরকে অধঃপাতিত হয়।

দোষৈঃ এতৈঃ কুলঘ্নানাম বর্নসঙ্কর কারকৈঃ ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাঃ চ শাশ্বতাঃ ।৪২।
অর্থ-যারা বংশের ঐতিয্য নষ্ট করে এবং তার ফলে অবাঞ্চিত সন্তানাদি সৃষ্টি করে,তাদের কুকর্মজনিত দোষের ফলে সর্বপ্রকার জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্প এবং বংশের কল্যানধর্ম উৎসন্নে যায়। ফলে সনাতন জাতিধর্ম ও কুলধর্মও বিনষ্ট হয়।

উৎসন্ন কুলধর্মানাম্ মনুষ্যনাম জনার্দন ।
নরকে নিয়তম্ বাসঃ ভবতী ইতি অনুশুশ্রুম্ ।৪৩।
অর্থ-হে জনার্দন যাদের কুলধর্ম নষ্ট হয়েছে তাদের নিয়ত নরকে বাস করতে হয়, আমি পরস্পরাক্রমে শুনেছি।

অহো বত মহত্ পাপম্ কর্তুম্ ব্যাবসিতা বয়ম্ ।
যত্ রাজ্যম্ সুখলোভেন হন্তুম্ স্বজনম্ উদ্যতাঃ ।৪৪।
অর্থ-হায়! কী দঃখের বিষয় যে রাজ্য সুখের লাভের আশায় স্বজনদের হত্যা করতে উদ্যত হয়ে মহাপাপে প্রবৃত্ত হইতেছি।

যদি মাম্ অপ্রতিকারম্ অশস্ত্রম্ শস্ত্রপানয়ঃ ।

www.bengaliebook.com

ধার্তরাষ্ট্রাঃ রনে হন্যুঃ তত্ মে ক্ষেমতরম ভবেত্ ।৪৫।
অর্থ-প্রতিরোধ রহিত ও নিরস্ত্র অবস্থায় আমাকে যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্টের পুত্রেরা যুদ্ধে বধ করে তাহা হলে আমার অধিকতর মঙ্গল হবে।

সঞ্জয় উবাচ :-
এবম্ উক্তাঃ অর্জুন সংখ্যে রথোপস্থ উপবিশত্ ।
বিশৃজ্য সশরম চাপম্ শোক সংবিগ্ন মানসঃ ।৪৬।
অর্থ-সঞ্জয় বললেন রনক্ষেত্রে এই কথা বলে অর্জুন ধনুর্বান ত্যাগ করে শোকভারাক্রান্ত চিত্তে রথোপরি উপবেশন করিলেন। বলে অর্জুন ধনুর্বান ত্যাগ করে শোকভারাক্রান্ত চিত্তে রথোপরি উপবেশন করিলেন।

ওং তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যাযাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
অর্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যাযঃ ॥১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়: সাংখ্য যোগ

সঞ্জয় উবাচ :-

তম্ তথা কৃপয়া আবিষ্টম অশ্রুপুর্ন আকুল ঈক্ষনম্ ।
বিষীদন্তম ইদম্ বাক্যম্ উবাচ :- মধুসুদনঃ ॥১
অর্থ-সঞ্জয় বললেন অর্জুনকে এইভাবে অনুতপ্ত ব্যাকুল এবং অশ্রুশিক্ত দেখে কৃপায় আবিষ্ট হয়ে মধুসুদন শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুভাবে অতি মিষ্টি স্বরে এই কথাগুলি বললেন।

ভগবান উবাচ :-
কুতঃ ত্বা কশ্মলম ইদম্ বিষমে সমুপস্থিতম্ ।
অনার্য্য জুষ্টম্ অস্বর্গ্যম্ অকীর্তি করম্ অর্জুনঃ ॥২
অর্থ-ভগবান বললেন প্রিয় অর্জুন এই ঘোর সংঙ্কটময় যুদ্ধেস্থলে যারা প্রকৃত জীবনের মুল্য বোঝেনা সে সব অনার্যের মত শোকানল তোমার হৃদয় কিভাবে প্রজ্জলিত হল। এই রকমের মনোভাব তোমাকে স্বর্গলোকে উন্নিত করবে না। পক্ষান্তরে তোমার সমস্ত যশরাশি বিনষ্ট হবে।

ক্লৈব্যম মা স্ম গমঃ পার্থ ন এতত্ ত্বয়ি উপপদ্যতে ।
ক্ষুদ্রম্ হৃদয় দৌর্বল্যম্ ত্যাক্তা উত্তিষ্ঠ পরম তপ ॥৩
অর্থ-হে পার্থ এই অসন্মান জনক ক্লীবত্তের বশোবর্তি হয়োনা এই ধরনের আচরন তোমার পক্ষে অনুচিত্। হেপরন্তপ হৃদয়ের দুর্বলতা পরিত্যাগ করে উঠে দাড়াও।

অর্জুন উবাচ :-
কথম ভীস্মম্ অহম্ সংখ্যে দ্রোনম্ চ মধুসুদন ।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজা অর্হৌ অরিসুদন ॥৪

অর্থ-অর্জুন বললেন হে মধুসুদন এই যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্ম এবং দ্রোনের মত পরম পূজনীয় ব্যাক্তিদের কেমন করে আমি বানের দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব।

গুরুন্ অহত্বা হি মহা-অনুভাবান
শ্রেয়ঃ ভোক্তুম্ ভৈক্ষ্যম্ অপি ইহ লোকে ।
হত্বা অর্থ কামান্ তু গুরূন ইহ এব
ভূঞ্জীয় ভোগান রুধীর প্রদিগ্ধান্ ॥৫
অর্থ-আমার মহানুভব শিক্ষাগুরুদের জীবন হানি করে এই জগত্ ভোগ করার থেকে বরং ভিক্ষাকরে জীবন ধারন করা ভাল।তারা জড়জাগতিক লোভার্থী হলেও আমার গুরুজন। তাদের হত্যা করা হলে যুদ্ধলব্ধ ভোগ যে রক্ত মাখা হবে।

ন চ এতত্ বিদ্মঃ কতরত্ ন গরিয়ঃ
যত্ বা জয়েম যদি বা নঃ জয়েয়ু ।
যান এব হত্বা ন জিজী বিষামঃ
তে অবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥৬
অর্থ-তাদের জয়করা ভাল না তাদের দ্বারা পরাজিত হওয়া ভাল। তাও আমি বুজতে পারছি না।এই রনাঙ্গনে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে ধৃতরাষ্টের যে পুত্রেরা তাদের হত্যা করা হলে আমাদের আর বেচে থাকতে ইচ্ছা করবে না।

কার্পন্য দোশ উপহত স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাম ধর্ম সমূঢ় চেতাঃ ।
যত্ শ্রেয় স্যাত্ নিশ্চিতম্ ব্রুহি তত্ মে
শিষ্যঃ তে অহম্ শাধিমাম তাম প্রপন্নম ॥৭
অর্থ-কার্পন্য জনিত দুর্বলতার প্রভাবে আমি এখন কিংকর্তব্য বিমুঢ় হয়েছি আমার কর্তব্য সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়ে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি,এখন কি

করা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। এখন আমি তোমার শিষ্য, সর্বত ভাবে তোমার শ্বরনাগত, দয়াকরে তুমি আমাকে শিক্ষা দাও।

ন হি প্রপশ্যামি মম অপনুদ্যাত্
যত্ শোকম উচ্ছোষনম্ ইন্দ্রিয়ানাম্ ।
অবাপ্য ভূমৌ অসপত্নম ঋদ্ধম্
রাজ্যম্ সুরানাম্ অপি চ অধিপত্যম্ ॥৮
অর্থ-আমার ইন্দ্রিয় গুলিকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে যে শোক তা যে কিভাবে আমি দুর করব তা আমি জানি না।স্বর্গের দেবতাদের মত আধিপত্য নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিহীন রাজ্য এই পৃথিবীতে লাভ করলেও আমার এই শোকের বিনাশ হবে না।

সঞ্জয় উবাচ :-
এবম্ উক্তা হৃষীকেশম্ গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ ।
ন য্যোৎস্য ইতি গোবিন্দম্ উক্তা তুষ্ণিম বভূবহ ॥৯
অর্থ-সঞ্জয় বললেন এই ভাবে তার মনোভাব ব্যাক্ত করে গুড়াকেশ অর্জুন তখন হৃষীকেশকে বললেন,হে গবিন্দ,আমি যুদ্ধ করব না ,এই বলে তিনি মৌন হলেন।

তম্ উবাচ :- হৃষীকেশঃ প্রহসন্ ইব ভারত ॥
সেনয়োঃ উভয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তম্ ইদম্ বচঃ ॥১০॥
অর্থ-হে ভারত বংশীয় ধৃতরাষ্ট্র সে সময় স্মিত হেসে শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষেও সৈন্যদের মাঝখানে বিষাদ গ্রস্ত অর্জুনকে এই কথা বললেন।

অশোচ্যান অন্বশোচঃ ত্বম প্রজ্ঞাবাদান চ ভাষসে ।
গত অসুন অগত অসুন চ ন অনুশোচন্তি পন্ডিতাঃ ॥১১

অর্থ-ভগবান বললেন তুমি প্রজ্ঞের মত কথা বলছ অথচ যে বিষয়ে শোককরা উচিত্ নয় সে বিষয় শোক করছ। যারা যথার্থই পন্ডিত তারা কখনো জিবীত বা মৃত কারোর জন্য শোক করে না।

ন তু এব অহম্ জাতু ন আসম ন ত্বম্ ইমে জনঅধিপা ।
ন চ এব ভবিষ্যাম্ সর্বে বয়ম্ অতঃ পরম্ ॥১২
অর্থ-এমন কোন সময় ছিল না যখন আমি,তুমি এবং এই সমস্ত রাজারা ছিল না এবং ভবিষ্যতেও দেহী কখনো আমাদের অস্তিত্ব বিনষ্ট হবে না ।

দেহীনঃ অস্মিন যথা দেহে কৌমারম্ যৌবনম্ জরা ।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তিঃ ধীরঃ তত্র ন মুহ্যতি ॥১৩
অর্থ-দেহী যে ভাবে কৌমার যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রুপ পরিবর্তন করে চলে মৃত্যু কালে ঐ দেহী এক দেহ থেকে অন্য কোন দেহে দেহন-রীত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পন্ডিতেরা কখনো এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হয় না ।

মাত্রা স্পর্শাঃ তু কৌন্তেয় শীত উষ্ণ সুখ দুঃখদাঃ ।
আগম অপায়িনঃ অনিত্যাঃ তান তিতিক্ষস্য ভারত ॥১৪
অর্থ-হে কৌন্তয় ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে অনিত্ত সুখ ও দুঃখের অনুভব হয় সেগুলি যেন শীত এবং গৃস্ম ঋতুর গমনা গমনের মত। হে ভরত কুল প্রদীপ সেই ইন্দ্রিযাত অনুভূতির দ্বরা প্রভাবিত না হয়ে সেগুলির সহ্য করার চেষ্টা কর।

যম হি ন ব্যাথয়ন্তি এতে পুরুষম্ পুরুষ ঋৃষভ ।
সম দুঃখ সুখম্ ধীরম্ সঃ অমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫
অর্থ-হে পুরুষ শ্রেষ্ট যে জ্ঞানি ব্যক্তি সুখ ও দুঃখ শীত উষ্ণ আদিদন্ধে বিচলিত হন না তিনি অমৃত তত্তের প্রকৃত অধিকারি হন।

ন অসতঃ বিদ্যতে ভাবঃ ন অভাবঃ বিদ্যতে সতঃ ।
উভয়ো অপি দৃষ্টাঃ অন্তঃ তু অনয়োঃ তত্ত দর্শিভিঃ ॥১৬
অর্থ-যারা তত্তদ্রষ্টা তারা সিদ্ধান্ত করেছেন যে অনিত্ত জড়বস্তুর স্থয়িত্ব নেই এবং নিত্তবস্তুর আত্মার কখন বিনাশ হয় না। তত্ত্ব দ্রষ্টাগন উভয় প্রকৃতির যথার্থ স্বরুপ উপলব্ধি করে এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছে।

অবিনাশি তু তত্ বিদ্ধি যেন সর্বম্ ইদম্ ততম্ ।
বিনাশম অব্যয়স্য তস্য ন কশ্চিত্ কর্তুম্ অর্হতি ॥১৭
অর্থ-সমস্ত শরিরে পরিব্যপ্ত রয়েছে যে অক্ষয় আত্মা যেনেরেখ তাকে কেউ বিনাশ করতে সক্ষম নয়।

অন্তবন্তঃ ইমে দেহাঃ নিত্যস্য উক্তাঃ শরীরিণ ।
অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য তস্মাত্ যুধ্যস্ব ভারত ॥১৮
অর্থ-এই সমস্ত শরির অনিত্ত কিন্তু শরীরী আত্মা অবিনাশী। সেই আত্মার অতি সুক্ষ্মত্ব হেতু অপরিমেয়। অতএব হে ভারত তুমি শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম পরিত্যাগ না করে যুদ্ধ কর।

যঃ এনম্ বেত্তি হন্তারম্ যঃ চ এনম মন্যতে হতম্ ।
উভৌ তৌ ন বিজানীত ন অয়ম্ হন্তি ন হন্যতে ॥১৯
অর্থ-যিনি জীব সত্তাকে হন্তা বলে মনে করেন কিংবা যিনি একে নিহত বলে ভাবেন তারা উভয়েই আত্মার প্রকৃত স্বরুপ জানেনা। কারন আত্মা কাউকে হত্মা করে না বা কারোর দ্বারা নিহত হন না।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিত্
ন অয়ম্ ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।
অজঃ নিত্য শাশ্বতঃ অয়ম্ পুরানঃ
ন হন্যতে হন্যমানে শরিরে ॥২০

www.bengaliebook.com

অর্থ-আত্মার কখনো জন্ম হয়না বা মৃত্যু হয় না। অথবা পুনঃ পুনঃ তার উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না, তিনি জন্ম রহিত শাশ্বত, নিত্ত এবং নবীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্ম কখনো বিনষ্ট হয় না।

বেদ অবিনাশিনম্ নিত্যম যঃ এনম্ অজম্ অব্যয়ম্।
কথম্ সঃ পুরুষঃ পার্থকম্ ঘাতয়তি হন্তিকম্ ॥২১
অর্থ-হেপার্থ যিনি এই আত্মাকে অবিনাশি, নিত্য, শাশ্বত, জন্ম-রহিত ও অক্ষয় বলে জানেন তিনি ভাবে কাউকে বধ বা হত্যা করতে পারে।

বাসাংসি জীর্নানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরঃ অপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণানি
অন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২২
অর্থ-মানুষ যেমন জীর্ন বস্ত্র পরিত্যাগ করে নুতন বস্ত্র পরিধান করে দেহীও তেমনই জীর্ন শরির ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারন করে।

ন এনম ছিন্দন্তি শাস্ত্রানি ন এনম্ দহতী পাবকঃ ।
ন চ এনম ক্লেদয়ন্তি আপঃ ন শোষয়তি মারুতঃ ॥২৩
অর্থ-আত্মাকে অস্ত্রের দ্বারা কাটা যায় না আগুনে পোড়ান যায় না জলে ভেজান যায় না অথবা হাওয়ায় শুকানোও যায় না।

অচ্ছেদ্যঃ অয়ম অদাহ্যঃ অয়ম অক্লেদ্যঃ অশোষ্যঃ এব চ ।
নিত্য সর্বগত সর্ব-গতঃ স্থাণুঃ অচলঃ অয়ম্ সনাতনঃ ॥২৪
অর্থ-এই আত্মা অচ্ছেদ্য অদাহ্য অক্লেদ্য এবং অশোষ্য। তিনি চিরস্থায়ি সর্ব ব্যপ্ত অপরিবর্তনীয় অচল এবং সনাতন।

অব্যক্তঃ অয়ম অচিন্ত্যঃ অয়ম অবিকার্যঃ অয়ম উচ্যতে ।

তস্মাত্ এবম বিদিত্বা এনম ন অনুশোচিতুম্ অর্হসি ॥২৫
অর্থ-এই আত্মা অব্যক্ত অচিন্ত ও অবিকারী বলে শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে। অতএব এই সনাতন স্বরুপ অবগত হয়ে তুমি দেহীদের প্রতি শোক পরিত্যাগ কর।

অথ চ এনম্ নিত্যজাতম্ নিত্যম্ বা মন্যসে মৃতম্ ।
তথাপি ত্বম মহাবাহো ন এনম শোচিতুম অর্হসি ॥২৬
অর্থ-হে মহাবাহো আর তুমি যদি মনে কর যে আত্মার বার বার জন্ম হয় বা মৃত্যু হয় তা হলেও তোমার শোক করার কোন কারন নেই।

জাতস্য হি ধ্রুবঃ মৃত্যু ধ্রুবম্ জন্ম মৃতস্য চ ।
তস্মাত্ অপরিহার্যে অর্থে ন ত্বম্ শোচিতুম অর্হসি ॥২৭
অর্থ-যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবি এবং যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্মও অবশ্যম্ভাবী। অতএব তোমার কর্তব্য সম্পাদন করার সময় শোক করা উচিত্ নয়।

অব্যক্ত-আদীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত ।
অব্যক্ত নিধনানি এব তত্র কা পরিবেদনা ॥২৮
অর্থ-হে ভারত সমস্ত জীব উৎপন্ন হওয়র আগে অপ্রকাশিত ছিল। তাদের স্থিতি কালে প্রকাশিত থাকে এবং বিনাশের পর আবার অপ্রকাশিত হয়ে যায়। সুতরাং সেজন্য শোক করার কি কারন।

আশ্চর্য্য বত্ পশ্যতি কশ্চিত্ এনম্
আশ্চর্য-বত্ বদতি তথা এব চ অন্যঃ ।
আশ্চর্য-বত্ চ এনম্ অন্য শৃনোতি
শ্রুত্বা অপি এনম্ বেদ ন চ এব কশ্চিত্ ॥২৯

অর্থ-কেউ আত্মাকে আশ্চার্যবত্‌ দর্শন করেন,কেউ আশ্চর্য ভাবে বর্ননা করেন আবার কেউ আশ্চর্য জ্ঞানে শ্রবন করেন আর কেউ জেনে শুনেও বুজতে পারে না।

দেহী নিত্যম অবধ্যঃ অয়ম্‌ দেহে সর্বস্য ভারত ॥
তস্মাত্‌ সর্বানি ভূতানি ন ত্বম শোচিতুম অর্হসি ॥৩০॥
অর্থ-হে ভারত প্রানিদের দেহে অবস্তিত আত্মা সর্বদাই অবধ্য।সেজন্য কোন প্রাণীর দেহ ত্যাগে তোমার শোক করা উচিৎ নয়।

স্বধর্মম অপি চ আবেক্ষ্য বিকম্পিতুম অর্হসি ।
ধর্মাত্‌ হি যুদ্ধাত্‌ শ্রেয়ঃ অন্যাত্‌ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥৩১
অর্থ-ক্ষত্রিয় রুপে তোমার স্বধর্ম বিবেচনা করেও তোমার দ্বিধাগ্রস্থ হওয়া উচিত্‌ নয়। কারন ধর্ম রক্ষার্থে যুদ্ধ করা থেকে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মঙ্গলকর আর কিছুই নাই।

যদৃচ্ছয়া চ উপপন্নম স্বর্গদ্বারম্‌ ন করিষ্যসি ।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধম্‌ ঈদৃশম্‌ ॥৩২
অর্থ-হে পার্থ স্বর্গদ্বার উন্মোচনকারী এই প্রকার ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহন করার সুযোগ না চাইতেই যে সব ক্ষত্রিয়ের কাছে আসে, তারা সুখী হন।

অথ চেত্‌ ত্বম ইমম ধর্মম সংগ্রামম ন করিষসি ।
ততঃ স্বধর্মম কীর্তিম্‌ চ হিত্বা পাপম্‌ অবাস্প্যসি ॥৩৩
অর্থ-কিন্তু তুমি যদি এই ধর্মযুদ্ধ না কর তা হলে তোমার স্বীয়কীর্তি থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পাপ ভোগ করবে।

অকীর্তিম্‌ চ অপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তে অব্যয়ম্‌ ।
সম্ভাবিতস্য চ অকীর্তিঃ মরণাত্‌ অতিরিচ্যতে ॥৩৪

অর্থ-সমস্ত লোক তোমার কীর্তিহীনতার কথা বলবে এবং যে কোন মর্যাদাবান লোকের পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষাও অত্যন্ত ক্ষতিকর এই অমর্যাদা।

ভয়াত্ রনাত্ উপতরম্ মৎস্যন্তে ত্বাম্ মহাঃরথাঃ ।
যেষাম চ ত্বম বহুমতঃ ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥৩৫
অর্থ-সমস্ত মহারথীরা মনে করেন যে তুমি ভয়পেয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেছ এবং তুমি যাদের কাছে সম্মানিত ছিলে তারা তোমাকে তুচ্ছ তাছিল্য জ্ঞান করবে।

অবাচ্য বাদান বহুন বদিষ্যন্তি তব অহিত্যাঃ ।
নিন্দন্তঃ তব সামর্থন ততঃ দুঃখতরম্ নু কিম্ ॥৩৬
অর্থ-তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করে বহু অকথ্য কথা বলবে। তার চেয়ে অধিকতর দুঃখকর তোমার পক্ষে কি হতে পারে।

হতঃ বা প্রাপ্সসি স্বর্গম্ জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম ।
তস্মাত্ উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃত নিশ্চয়ঃ ॥৩৭
অর্থ-হে কুন্তীপুত্র এই যুদ্ধে নিহত হলে তুমি স্‌র্গ লাভ করবে আর জয়ী হলে রাজ্য সুখ ভোগ করবে অতএব যুদ্ধের জন্য দৃঢ় সংকল্প হয়ে উত্থিত হও।

সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।
ততঃ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব ন এবম্ পাপম্ অবাপ্সসি ॥৩৮
অর্থ-সুখ-দুঃখ লাভ ক্ষতি জয় পরাজয়কে সমান জ্ঞান করে যুদ্ধ করলে তোমাকে পাপ ভোগী হতে হবে না।

এষা তে অবিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ যোগে তু ইমাম্ শৃনু ।
বুদ্ধাঃ যুক্তঃ যয়া পার্থ কর্মবন্ধম্ প্রহাসসি ॥৩৯

www.bengaliebook.com

অর্থ-হে পার্থ আমি তোমাকে সাংখ্য যোগের কথা বললাম এখন ভক্তি যোগ সম্বন্ধিনী বুদ্ধির কথা শ্রবন কর যার প্রভাবে তুমি কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্ত হবে।

ন ইহ অভিক্রম্ নাশ অস্তি প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে ।
স্বল্পম্ অপি অস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতঃ ভয়াত্ ॥৪০
অর্থ-ভক্তি য়োগের অনুশিলন কখনো ব্যর্থ হয় না এবং তার কোন ক্ষয় নাই। তার সল্প অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠাতাকে সংসাররুপ মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করে।

ব্যবসায়াত্মিকা বূদ্ধিঃ এক ইহ কুরু নন্দন ।
বহু শাখা হি অনন্তাঃ চ বুদ্ধয়ঃ অব্যবসায়িনাম ॥৪১
অর্থ-যারা এই পথ অবলম্বন করছে তাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠ। হে কুরু নন্দন অস্থিরচিত্ত সকাম ব্যক্তিদের বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট ও বহুমুখী।

যামিমাম পুস্পিতাম্ বাচম্ প্রবদন্তি অবিপশ্চিতঃ ।
বেদ বাদরতাঃ পার্থ ন অনাত্ অস্তি ইতি বাদিনঃ ॥৪২

কামাত্মানঃ সর্গপরাঃ জন্মকর্ম ফল প্রদাম ।
ক্রিয়াবিশেষ বহুলাম্ ভোগ ঐশ্বর্য্য গতিম প্রতি ॥৪৩
অর্থ-বিবেক বর্জিত লোকেরাই বেদের পুস্পিত বাক্যে আসক্ত হয়ে সর্গ সুখ ভোগ উচ্চকুলে জন্ম ক্ষমতা লাভ ইত্যাদি সকাম কর্মকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে। ইন্দ্রিয় সুখভোগ এবংঐশ্বর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তারা বলে যে তার উর্ধ্বে আর কেউ নাই।

ভোগ ঐশ্বর্য প্রশক্তানাম তয়া অপহৃত চেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধৌ ন বিধিয়তে ॥৪৪
অর্থ-যারা ভোগ ঐশ্বর্য্য সুখে আসক্ত সেই সমস্ত বিবেক বর্জিত ব্যক্তিদের বুদ্ধি সমাধি অর্থাত্ ভগবানের একনিষ্ঠতা লাভ হয় না।

www.bengaliebook.com

ত্রৈগুন্য বিষয়াঃ বেদাঃ নিস্ত্রৈগুন্যঃ ভব অর্জুন ।
নির্দ্বন্দ্ব নিত্যসত্ত্বস্থঃ নির্যোগক্ষেমঃ আত্মবান ॥৪৫
অর্থ-বেদে প্রধানত জড়াপ্রকৃতির তিনটি গুন সম্বন্ধেই বলা হয়েছে। হে অর্জুন তুমি সেই গুন গুলিকে অতিক্রম করে নির্গুনস্তরে অধিষ্ঠিত হও। সমস্ত দন্দ্ব থেকে মুক্ত হও এবং লাভ ক্ষতি ও আত্মরক্ষার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে আধ্যাত্ম চেতনায় অধিষ্ঠিত হও।

যাবান অর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে ।
তাবান সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মনস্য বিজনতঃ ॥৪৬
অর্থ-ক্ষুদ্র জলাশয় যে সমসস্ত কার্য্য সাধিত হয় সে গুলি যেমন বৃহত্ জলাশয় থেকে আপনা হতেই সাধিত হয়ে যায়। তেমনই ভগবানের উপসনার মাধ্যমে যিনি পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করে সব কিছুর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করেছেন তার কাছে সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য স্বাধিত হয়েছে।

কর্মনি এব অধিকতরঃ তে মা ফলেষু কদাচন ।
মা কর্মফল হেতুঃ ভূঃ মা তে সজ্ঘ অস্ত অকর্মনি ॥৪৭
অর্থ-স্বধর্ম বিহিত কর্মে তোমার অধিকার আছে কিন্তু কোন কর্মফলে তোমার অধিকার নাই। কখনো নিজেকে কর্ম ফলের হেতু মনে করো না এবংকখনো স্বধর্মেও আচরন থেকে বিরত হয়ো না।

যোগস্থঃ কুরু কর্মানি সঙ্গম্ ত্যাক্তা ধনঞ্জয় ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধৌঃ সমঃ ভূত্বা সমত্বম্ যোগঃ উচ্যতে ॥৪৮
অর্থ-হে অর্জুন ফল ভোগের কামনা পরি ত্যাগ করে ভক্তি যোগস্থ্য হয়ে স্বধর্ম বিহিত কর্মাচরন কর। কর্মের সিদ্ধি অসিদ্ধি সম্বন্ধে যে সমবুদ্ধি তাকেই যোগ বলা হয়।

দুরেন হি অবরম্ কর্ম বুদ্ধি-যোগাত্ ধনঞ্জয় ।
বুদ্ধৌ শরনম্ কর্ম অন্বিচ্ছ কৃপনাঃ ফল হেতবঃ ॥৪৯
অর্থ-হে ধনঞ্জয় বুদ্ধি যোগ দ্বারা ভক্তির অনুশিলন করে সকাম কর্ম থেকে দুরে থাক। যারা কর্মের ফল ভোগ করতে চায় তারা কৃপন।

বুদ্ধিযুক্তঃ জহাতি ইহ উভে সুকৃত-দুস্কৃতে ।
তস্মাত্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥৫০
অর্থ-যিনি ভগবত্ ভক্তির অনুশিলন করেন তিনি এই জীবনেই পাপ পুন্য উভয় থেকে মুক্ত হন। সুতরাং হে অর্জুন তুমি নিস্কাম কর্ম যোগের অনুশিলন কর সেটাই হল সর্বাঙ্গিন কর্ম কৌশল।

কর্মজম্ বুদ্ধিযুক্তাঃ হি ফলম্ ত্যক্তা মনিষিনঃ ।
জন্মবন্ধ বিনিমুক্তাঃ পদম্ গচ্ছন্তি অনাময়ম্॥৫১
অর্থ-মনিষিগন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে ভগবানের শ্বরনাগত হন। কর্মজাত ফল ত্যাগ করে জন্ম মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হন।এইভাবে তারা সমস্ত দুঃখ দুর্দ্দশা থেকে মুক্ত হন।
যদ তে মোহ কলিলম্ বুদ্ধিঃ ব্যতিতরিষ্যতি ।

তদা গন্তাসি নির্বেদম্ শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥৫২
অর্থ-এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের অর্পিত নিস্কাম কর্ম অভ্যাস করতে করতে তোমার বুদ্ধি মোহরুপ গভীর অরন্যকে সম্পুর্নরুপে অতিক্রম করবে, তখন তুমি যা কিছু শুনেছ সেই সবের প্রতি সম্পুর্ণরুপে নিরপেক্ষ্য হয়ে বিশুদ্ধ ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হবে।

শ্রুতি বিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা ।
সমাধৌ অচলা বুদ্ধি তদা যোগম্ অব্যপ্সসি ॥৫৩

অর্থ-তোমার বুদ্ধি যখন বেদের বিচিত্র ভাষার দ্বারা আর বিচলিত হবে না তখন তুমি দিব্যজ্ঞান লাভ করে ভক্তি যোগে অধিষ্ঠিত হবে।

অর্জুন উবাচ :-
স্থীত প্রজ্ঞস্য কাভাষা সমাধিস্থস্য কেশব ।
স্থীতধীঃ কিম্ প্রভাষেত কিম্ আসিত ব্রজেত্ কিম্ ॥৫৪
অর্থ-অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন-হে কেশব স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাত্ অচলাবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের লক্ষন কী? তিনি কিভাবে কথা বলেন কিভাবে অবস্থান করেন এবং কিভাবেই বা তিনি আচরন করেন।

ভগবান উবাচঃ
প্রজহাতি যদা কামান সর্বান পার্থ মনোগতান ।
আত্মনি এব আত্মনা তুষ্টঃ স্থীতপ্রজ্ঞঃ তদা উচ্যতে ॥৫৫
অর্থ-ভগবান বললেন-হে পার্থ মানুষ যখন মানসিক জল্পনা কল্পনা থেকে উদ্ভুত সমস্ত মনোগত কাম পরিত্যাগ করে এবং তার মন যখন আত্মাতেই পুর্ন পরিতৃপ্তি লাভ করে তখনই তাকে স্থিতপ্রজ্ঞা বলা হয়।

দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।
বীত রাগ ভয় ক্রোধঃ স্থিতধীঃ মুনিঃ উচ্যতে ॥৫৬
অর্থ-ত্রিতাপ দুঃখ উপস্থিত হলেও যার মন উদ্বিগ্ন হয় না,সুখ উপস্থিত হলেও যার স্পৃহা হয়না এবং যিনি অনুরাগ ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত তিনিই স্থিতধী অর্থাত্ স্থিতপ্রজ্ঞ।

যঃ সর্বত্র অনভিস্নেহঃ তত্ তত্ প্রাপ্য শুভ অশুভম ।
অভিনন্দতি ন দেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৭

অর্থ-জড় জগতে যিনি সমস্থ জড় বিষয়ে আসক্তি রহিত যিনি পৃয় বস্তু লাভে আনন্দিত হয় না এবং অপৃয় বিষয় উপসতহলে দুঃখিত হন না তার চেতন পুর্ন জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

যদা সংহরতে চ অয়ম্ কুর্মঃ অঙ্গানি ইব সর্বশঃ ।
ইন্দ্রিয়ানি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৮
অর্থ-কুর্ম যেমন তার অঙ্গসমুহ তার কঠিন বহিরাবরনের মধ্যে সংঙ্কুচিত কওে, তেমনই যে ব্যাক্তি তার ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন তার চেতনা চিন্ময় জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত।

বিষয়াঃ বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।
রস বর্জম্ রস অপি অস্য পরম দৃষ্টা নিবর্ততে ॥৫৯
অর্থ-দেহবিশিষ্ট জীব ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ থেকে নিবৃত হতে পারে কিন্তু তবুও ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের আসক্তি থেকে যায়। কিন্তু উচ্চতর স্বাধ আস্বাদন করার ফলে সে বিষয়-তৃষ্ণা তিনি চিরতরে নিবৃত্ত হন।

যততঃ হি অপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ ।
ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভম্ মনঃ ॥৬০
হে কৌন্তেয় ইন্দ্রিয় সমুহ এত বলবান এবং ক্ষোভকারি যে তারা অতি যত্নশিল বিবেক সম্পন্ন পুরুষের মনকেও বল পুর্বক ষিয়াভিমুখে আকর্ষন করে।

তানি সর্বনি সংযম্য যুক্তঃ আসীত মৎপরাঃ ।
বশে হি যস্য ইন্দ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬১
অর্থ-যিনি তার ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পুর্ন রুপে বশীভুত করে আমার প্রতি উত্তমা ভক্তিপরায়ন হয়ে তার ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পুর্নরুপে বশীভুত করেছেন তিনিই স্থিতিপ্রজ্ঞ।

ধ্যায়তঃ বিষয়ান পুংসঃ সংঙ্গ তেষু উপজায়তে ।
সংঙ্গাত্ সঞ্জায়তে কামঃ কামাত্ ক্রোধঃ অভিজায়তে ॥৬২

ক্রোধাত্ ভবতী সম্মোহঃ সম্মোহাত্ স্মৃতি বিভ্রমঃ ।
স্মৃতিভ্রংশাত্ বুদ্ধিনাশঃ বুদ্ধিনাশাত্ প্রনশ্যতি ॥৬৩

অর্থ-ইন্দ্রিয় বিষয় চিন্তা করতে করতে মানুষের আশক্তি জন্মায় আশক্তি থেকে কামনার উদয় হয় এবং কামনা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ থেকে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে স্মৃতি বিভ্রম, স্মৃতি বিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ হওয়র ফলে সর্বনাশ হয়। এবং মানুষ পুনরায় জড় জগতের অন্ধকুপে পতিত হয়।

রাগ দ্বেষ বিমুক্তৈঃ তু বিষয়ান ইন্দ্রিয়ৈ চরন ।
আত্মবশ্যৈঃ বিধেয়াত্মা প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি ॥৬৪
অর্থ-সংযত চিত্ত মানুষ প্রিয় বস্তুতে স্বাভবিক আশক্তি ও অপ্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে তার বশিভুত ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবদ্ভক্তির অনুশিলন করে ভগবানের কৃপা লাভ করে।

প্রসাদে সর্ব দুঃখানাম হানিঃ অস্য উপজায়তে ।
প্রসন্নচেতসঃ হি আশু বুদ্ধিঃ পরি অবতিষ্ঠতে ॥৬৫
অর্থ-চিন্ময় চেতনায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তখন তার জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ থাকে না এইভাবে প্রসন্নতা লাভ করার ফলে বুদ্ধি স্থির হয়।

নাস্তি বুদ্ধি অযুক্তস্য ন চ অযুক্তস্য ভাবনা ।
ন্ চ অভাবয়তঃ শান্তি অশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥৬৬
অর্থ-যে ব্যক্তি কৃষ্ণ ভাবনায় যুক্ত নন তার চিত্ত সংযত নয় এবং তার পরমার্থিক বুদ্ধি থাকতে পারে না। আর পরমার্থ চিন্তাশুন্য ব্যক্তির বিষয় তৃষ্ণার বিরতি নেই। এই রকম বিষয়-তৃষ্ণাক্লিষ্ট ব্যক্তির প্রকৃত সুখ কোথায়।

ইন্দ্রিয়ানাম্ হি চরতাম্ যত্ মনঃ অনুবিধিয়তে ।
তত্ অস হরতি প্রজ্ঞাম্ বায়ুঃ নাবম্ ইব অম্ভসি ॥৬৭
অর্থ-প্রতিকুল বায়ু নৌকাকে যেমন অস্থির করে তেমনই সদা বিচরনকারি যে কোন একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ের আকর্ষনেও মন অসংযত ব্যক্তির প্রজ্ঞাকে হরন করতে পারে।

তস্মাত্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ ।
ইন্দ্রিয়ানি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ তস্য প্রজ্ঞা প্রতির্ষ্ঠিতা ॥৬৮
অর্থ-সুতরাং হে মহাবাহো যার ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে সর্ব প্রকার নিবৃত্ত হয়েছে তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

যা নিশা সর্ব ভূতানাম্ তস্যাম্ জাগর্তি সংযমী ।
যস্যাম্ জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতঃ মুন্যেঃ ॥৬৯
অর্থ-সমস্ত জীবের পক্ষে যা রাত্রি স্বরুপ স্থিতপ্রজ্ঞ সেই রাত্রিতে জাগরীত থেকে আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাত্ অনুভব করেন। আর যখন সমস্ত জীবেরা জেগে থাকে স্থিতপ্রজ্ঞা ব্যক্তির কাছে তা রাত্রি স্বরুপ।

আপুর্যমানম্ অচল প্রতিষ্ঠম
সমুদ্রম আপঃ প্রবিশন্তি যদ্বত্ ।
তদ্বত্ কামাঃ যম্ প্রবিশন্তি সর্বে
সঃ শান্তিম্ আপ্নোতি ন কামকামী ॥৭০
অর্থ-বিষয় কামি ব্যক্তি কখনো শান্তি লাভ করে না। জলরাশি যেমন সদা পরিপুর্ন সমুদ্রে প্রবেশ করেও তাকে ক্ষোভিত করতে পারে না, কামসমুহও তেমন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিতে প্রবিষ্ট হয়েও তাকে বিক্ষুব্ধ করতে পারেনা অতএব তিনিই শান্তি লাভকরে,

বিহায় কামান যঃ সর্বান পুমান চরতি নিঃস্পৃহঃ ।
নির্মমঃ নিরহঙ্কারঃ সঃ শান্তিম্ অধিগচ্ছতি ॥৭১
অর্থ-যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে জড় বিষয়ের প্রতি নিঃস্পৃহ হয়ে নিঃরহঙ্কার এবং মমত্ত্ব বোধ রহিত হয়ে বিচরন করেন তিনিই প্রকৃত শান্তি লাভ করে।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ ন এনাম্ প্রাপ্য বিমুহ্যতি ।
স্থিত্বা অস্যাম্ অন্তকালে অপি ব্রহ্মনির্বানম্ ঋচ্ছতি ॥৭২
অর্থ-এই প্রকার স্থিতিকেই ব্রহ্মস্থিতি বলে। হেপার্থ যিনি এই স্থিতি লাভ করেন তিনিমোহ প্রাপ্ত হন না ।জীবনের অন্তিম সময় তিনি এইজড় জগতের বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করেন।

ওং তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যাযাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীযোঽধ্যাযঃ ॥২॥

তৃতীয় অধ্যায়ঃ কর্মযোগ

অর্জুন উবাচ :-
জ্যায়সী চেত্ কম্নঃ তে মতা বুদ্ধিঃ জনার্দন ।
তত্ কিম্ কর্মানি ঘোওে মাম্ নিয়োজয়সি কেশব ।।১
অর্থ-অর্জুন বললেন-হে জনার্দন হে কেশব যদি তোমার মতে ভক্তি বিষয়ীনি বুদ্ধি কর্ম থেকে শ্রেয়তর হয় তাহা হলে কেন আমাকে ভয়ানক যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করছ।

ব্যামিশ্রেন ইব বাক্যেন বুদ্ধিম্ মোহয়সী ইব মে ।
তত্ একম্ বদ নিশ্চিত্য যে শ্রেয়ঃ অহম্ আপ্নুয়াম ।।২
অর্থ-তুমি যেন সন্দেহ জনক রুপে প্রতিয়মান বাক্যের দ্বারা আমার বুদ্ধি বিভ্রান্ত করছ। তাই দয়া করে আমাকে নিশ্চিত ভাবে বল কোনটি আমার পক্ষে সব চেয়ে শ্রেয়স্কর।

ভগবান উবাচ :-
লোকে অস্মিন দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা পোক্তা ময়া অনঘ ।
জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাম কর্মযোগেন যোগিনাম্ ।।৩
অর্থ-ভগবান বললেন-হে অর্জুন আমি ইতিপুর্বে ব্যাখ্যা করেছি যে দুই প্রকার মানুষ অধ্যাত্মচেতনা উপরব্ধি করতে চেষ্টা করে।আর কিছু লোক দার্শনিক জ্ঞানের আলাচনার মাধ্যমে নিজকে জানতে চান এবং অন্যেরা আবার তা ভক্তির মাধ্যমে জানতে চান।

ন কর্মনাম্ অনারম্ভাত্ নৈস্কর্মম্ পুরুষঃ অশ্নুতে ।
ন চ সন্ন্যসনাত্ এব সিদ্ধিম্ সমধিগচ্ছতি ।।৪
অর্থ-কেবল কর্ম অনুষ্ঠান না করার মাধ্যমে কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না আবার কর্ম ত্যাগের মাধ্যমেও কেবল সিদ্ধি লাভ করা যায় না।

ন হি কশ্চিত্ ক্ষনম্ অপি জাতু তিষ্টতি অকর্মকৃত্ ।
কার্যতে হি অবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকির্তিজৈঃ গুনৈ ।।৫
অর্থ-সকলেই অসহায় ভাবে মায়াজাত গুন সমুহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করতে বাধ্যহয় তাই কর্ম না করে ক্ষনকাল থাকতে পারে না।

কর্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য যঃ আস্তেঃ মনসা স্মরন ।
ইন্দ্রিয়ার্থান বিমুঢ় আত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ।।৬
অর্থ-মুঢ় ব্যক্তি পঞ্চ কর্ম ইন্দ্রিয় সংযত করেও মনে মনে শব্দ রসাদি ইন্দ্রিয়গুলি স্বরন করে সে অবশ্যই নিজকে বিভ্রান্ত করে এবং তাকে মিথ্যাচারি ভন্ড বলা হয়।

যঃ তু ইন্দ্রিয়ানি মনসা নিয়ম্য আরভতে অর্জুন ।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম যোগম্ অসক্তঃ সঃ বিশিষ্যতে ।।৭
অর্থ-কিন্তু যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে অনাসক্ত ভাবে কর্ম অনুষ্ঠান করেন তিনি পুর্বক্ত মিথ্যাচারি অপেক্ষা অনেক গুনে শ্রেষ্ঠ।

নিয়তম্ কুরু কর্ম ত্বম কর্ম জ্যয়াঃ হি অকর্মনঃ ।
শরির যাত্রা অপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেত্ অকর্মনঃ ।।৮
অর্থ-তুমি শাস্ত্রক্তো কর্ম অনুষ্ঠান কর কেননা কর্মত্যাগ থেকে কর্ম অনুষ্ঠা শ্রেয়। কর্ম না করে কেউ দেহযাত্রা নির্বাহ করতে পারে না।

যজ্ঞার্থাত্ কর্ম নত্ অন্যত্র লোকঃ অয়ম্ কর্ম বন্ধনঃ ।
তত্ অর্থম কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসংঙ্গঃ সমাচর ।।৯
অর্থ-বিষ্ণুর প্রতি সম্পাদন করার জন্য কর্ম করা উচিত্ তা নাহলে কর্ম জীবকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে। তাই হে কৌন্তেয় ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের

জন্যই কেবল তোমার কর্ত্যব্য অনুষ্ঠান কর এবং তার ফলে তুমি সদা সর্বদা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।

সহ যজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরা উবাচ :- প্রজাপতিঃ ।
অনেন প্রসবিধ্বম এষঃ বঃ অস্তু ইষ্ট কামাধূক ।।১০
অর্থ-সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমেশ্বর ভগবান যজ্ঞ সহ প্রজা সৃষ্টি করে বলেছিলেন এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা সর্বদা সমৃদ্ধ হও এই যজ্ঞ তোমাদের সমস্ত অভীষ্ট পুরন করবে।

দেবান ভাবয়তা অনেন তে দেবাঃ ভাবয়ন্তু বঃ ।
পরস্পরম্ ভবয়ন্তঃ শ্রেঃয় পরম্ অবাপ্সথ ।।১১
অর্থ-তোমাদের যজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রীত হয়ে দেবতারা তোমাদের প্রীতি সাধন করবেন। এইভাবে পরস্পরের প্রীতি সম্পাদন করার মাধ্যমে তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করবে।

ইষ্টান ভোগান হি বঃ দেবাঃ দাস্যন্তে যজ্ঞ ভাবিতাঃ ।
তৈঃ দত্তান অপ্রদায় এভ্যঃ যঃ ভূঙক্তে স্তেনঃ এব সঃ ।। ১২
অর্থ-যজ্ঞের ফলে সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা তোমাদের প্রতি বাঞ্চিত ভোগ্যবস্তু প্রদান করবেন। সুতরাং দেবতাদের দেওয়া বস্তু তাদের নিবেদন না করে যিনি ভোগ করেন তিনি নিশ্চয় চোর।

যজ্ঞশিষ্ট অশিনঃ সন্তঃ মুচ্যতে সর্ব কিল্বষৈঃ ।
ভূঞ্জতে তে তু অঘম্পাপাঃ যে পচন্তি আত্মকারণাত্ ।।১৩
অর্থ-ভগবান ভক্তরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন কারন তারা ভগবানকে নিবেদন করে অন্নাদি গ্রহন করেন। যারা কেবল সার্থপর হয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য অন্নপাক করে তারা কেবল পাপ ভোজন করে।

www.bengaliebook.com

অন্নাত্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাত্ অন্ন সম্ভবঃ ।
যজ্ঞাত্ ভবতী পর্জন্যঃ যজ্ঞঃ কর্ম সমুদ্ভব ।।১৪
অর্থ-অন্ন খেয়ে প্রাণীগন জীবন ধারন করেন, বৃষ্টি হওয়ার ফলে অন্ন উৎপাদন হয়, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে বৃষ্টি হয়, শাস্ত্রক্ত কর্ম থেকে যজ্ঞ উৎপন্ন হয়।

কর্ম ব্রহ্ম উদ্ভবম্ বিদ্ধি ব্রহ্ম অক্ষর সমুদ্ভবম্ ।
তস্মাত্ সর্বগতম্ ব্রহ্ম নিত্যম্ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ।।১৫
অর্থ-যজ্ঞাদি কর্ম বেদ থেকে উদ্ভব হয়েছে এবং বেদ অক্ষর ভগবান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অতএব সর্বব্যপক ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্টিত আছেন।

এবম্ প্রবর্তিতম্ চক্রম্ ন অনুবর্তয়তি ইহ যঃ ।
অঘায়ূঃ ইন্দ্রিয়ারামঃ মোঘম্ পার্থ সঃ জীবতী ।।১৬
অর্থ-হে অর্জুন যে ব্যক্তি এই প্রকারে ভগবান কতৃক প্রবর্তিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পন্থা অনুস্বরন করে না, সেই ইন্দ্রিয় সুখপরায়ন পাপী ব্যক্তি বৃথা জীবন ধারন করে।

যঃ তু আত্মরতিঃ এব স্যাত্ আত্মতৃপ্তঃ চ মানবঃ ।
আত্মনি এব চ সনতুষ্টঃ তস্য কার্য্যম্ ন বিদ্যতে ।।১৭
অর্থ-যে ব্যক্তি আত্মাতে প্রীত আত্মাতেই তৃপ্ত আত্মতেই সন্তুষ্ট তার কোন কর্তব্য নেই।

ন এব তস্য কৃতেন অর্থ ন অকৃতেন ইহ কশ্চন ।
ন চ তস্য সর্ব ভূতেষু কশ্চিত্ অর্থ ব্যপাশ্রয়ঃ ।।১৮
অর্থ-আত্মনন্দ অনুভবকারি ব্যক্তির ইহজগতে ধর্ম অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নেই, এবং কর্ম না করারও কোন কারন নেই।তাকে অন্য কোন প্রাণীর উপর নির্ভর করতেও হয় না।

www.bengaliebook.com

তস্মাত্ অসক্তঃ সততম্ কার্যম্ কর্ম সমাচর ।
অসক্তঃ হি আচরন কর্ম পরম্ আপ্নোতি পুরুষঃ ।।১৯
অর্থ-অতএব কর্মফলের প্রতি আসক্তি রহিত হয়ে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কর, অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার ফলেই পরা ভক্তি লাভ করা যায়।

কর্মনা হি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতাঃ জনকাদয়ঃ ।
লোক সংগ্রহম্ এব অপি সংপশ্যন কর্তুম্ অর্হসি ।।২০
অর্থ-জনক প্রভৃতি মহারাজরাও কর্ম দ্বারা ভক্তিরুপ সংসিদ্ধি প্রাপ্তি হয়েছিল,অতএব জনসাধারনকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমার কর্ম করা উচিত্।

যত্ যত্ আচরতি শ্রেষ্ঠ তত্ তত্ এব ইতর জনঃ ।
সঃ যত্ প্রমানম্ কুরুতে লোকঃ তত্ অনুবর্ততে ।।২১
অর্থ-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যে ভাবে আচরন করেন সাধারন মানুষেরাও তার অনুকরন করেন। তিনি যা প্রমান বলে স্বীকার করেন অন্য লোকে তারই অনুকরন করে।

ন মে পার্থ অস্তি কর্তব্যম্ ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।
ন অনবাপ্তম্ অবাপ্তব্যম্ বর্ত এব চ কর্মণি ।।২২
অর্থ-হে পার্থ এই ত্রিজগতে আমার কিছুই কর্তব্য নেই। আমার অপ্রাপ্ত কিছু নেই এবং প্রাপ্তব্যও কিছু নেই তবুও আমি কর্মে ব্যপৃত আছি।

যদি হি অহম্ ন বর্তেয়ম্ জাতু কর্মনি অতন্দ্রিতঃ ।
মম্ বর্ত্ম অনুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ।।২৩
অর্থ-হে পার্থ আমি যদি অলস হয়ে শুভকর্মে প্রবৃত্ত না হই তবে আমার অনুবর্তি হয়ে সমস্ত মানুষই কর্ম ত্যাগ করবে।

উৎসীদেয়ু ইমে লোকাঃ ন কুর্যাম্ কম চেত্ অহম্ ।

www.bengaliebook.com

সঙ্করস্য চ কর্তা স্যাম উপহন্যাম্ ইমে প্রজাঃ ।।২৪
অর্থ-আমি যদি কর্ম না করি সমস্ত লোক উৎসন্ন হবে। আমি বর্নসঙ্কর আদি সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারন হব এবং তার ফলে সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হবে।

সক্তা কর্মনি অবিদ্বাংসঃ যথা কুর্বন্তি ভারত ।
কুর্যাত্ বিদ্বান তথা অসক্তঃ চিকীর্ষুঃ লোক সংগ্রহম্ ।২৫।
অর্থ-হে ভারত অজ্ঞানিরা যেমন কর্ম ফলের প্রতি আসক্ত হয়ে তাদের কর্তব্য কর্ম করে তেমনী জ্ঞানিরা অনাসক্ত হয়ে প্রকৃত পথে মানুষকে পরিচালিত করার জন্য কর্ম করেন।

ন বুদ্ধি ভেদম্ জনয়েত্ অজ্ঞানাম্ কর্মসংঙ্গিনাম্ ।
জোযয়েত্ সর্ব কর্মানি বিদ্বান যুক্তঃ সমাচরম্ ।।২৬
অর্থ-জ্ঞানবান ব্যক্তিরা কর্মাসক্ত জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত করে ন। তারা ভক্তিযুক্ত চিত্তে সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠান করে জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের কর্মে প্রবৃত্তি করে।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়া মানানি গুনৈঃ কর্মানি সর্বশঃ ।
অহংঙ্কার বিমুঢ় আত্মা কর্তা অহম্ ইতি মন্যতে ।।২৭
অর্থ-মোহাচ্ছন্ন জীব প্রাকৃত অহংঙ্কার বশত জড়া প্রকৃতির ত্রিগুন দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্য্যকে স্বীয় কার্যবলে মনে করে আমি কর্তা এই রকম অভিমান করে।

তত্তবিত্ তু মহাবাহো গুনকর্ম বিভাগয়োঃ ।
গুনাঃ গুনেষু বর্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে ।।২৮
অর্থ-হে মহাবাহো তত্তজ্ঞ ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তিমুখী কর্ম এবং সকাম কর্মের পার্তক্য ভালভবে অবগত হয়ে কখনো ইন্দ্রিয় সুখ ভোগাত্মক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না।

প্রকৃতৈঃ গুন সংমূঢ়া সজ্জন্তে গুনকর্ম্মষু ।
তান অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্ কৃৎস্নবিত্ ন বিচাল্যতে ।। ২৯
অর্থ-জড়া প্রকৃতির ত্রিগুনের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে অজ্ঞান ব্যক্তিরা জাগতিক কার্য্য কলাপে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তাদের সেইকর্ম নিকৃষ্ট হলেও তত্ত্বজ্ঞানি পুরুষেরা তাদের বিচলিত করে না।

ময়ি সর্বানি কর্মানি সংনস্য অধ্যাত্ম চেতসা ।
নিরাশীঃ নির্মমঃ ভূত্বা যুধ্যস্য বিগতজ্বরঃ ।।৩০
অর্থ-হে অর্জুন তোমার সমস্ত কর্ম আমাকে সমর্পন করে আধ্যত্ম চেতনা সম্পন্ন হয়ে মমতা শুন্য নিস্কাম ও শোক শুন্য হয়ে যুদ্ধ কর।

যে মে মতম্ ইদম্ নিত্যম অনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।
শ্রদ্ধাবন্ত অনুসুয়ন্ত মূচ্যন্তে তে অপি কর্মভিঃ ।।৩১
অর্থ-আমার নির্দ্দেশ অনুসারে শ্রদ্ধাবান এবং মাৎসর্য রহিত যিনি তার কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান করেন, তিনি কর্ম বন্ধন থেকে মুক্তহন।

যে তু অভ্যসুয়ন্ত ন অনুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।
সর্বজ্ঞান বিমূঢ়ান তান বিদ্ধি নষ্টান অচেতসাঃ ।।৩২
অর্থ-কিন্ত যারা অসুয়া পুর্বক আমার এই উপদেশ পালন করে না তাদের সমস্ত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত বিমূঢ় এবং পরমার্থ লাভের সকল প্রচেষ্টা থেকে ভ্রষ্ট বলে জানবে।

সদৃশম্ চেষ্টতে সস্ব্যাঃ প্রকৃতেঃ জ্ঞানবান অপি ।
প্রকৃতিম্ যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিম্ করিষ্যতি ।।৩৩
অর্থ-গুনবান ব্যক্তিও তার প্রকৃতি অনুসারে কার্যকরেন কারন সকলেই তাদের স্বীয় স্বভাবকে অনুগমন করেন। সুতরাং দমন করে কি লাভ হবে?

ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্যার্থে রাগ দেষৌ ব্যবস্থিতৌ ।
তয়োঃ ন বশম্ আগচ্ছেত্ তৌ হি অস্য পরিপন্থিনৌ ।।৩৪
অর্থ-সমস্ত জীবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে আসক্তি অথবা বিরক্তি অনুভব করে, কিন্তু এইভাবে ইন্দ্রিয় এবংইন্দ্রিয়ের বিষয়ের বশীভুত হওয়া উচিত্ নয়, কারন তা পারমার্থিক প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক।

শ্রেয়ান স্বধর্মঃ বিগুনঃ পরধর্মাত্ স্বনুষ্ঠিতাত্ ।
স্বধর্মে নিধনম্ শ্রেয়ঃ পরধর্মঃ ভয়বহঃ ।।৩৫
অর্থ-স্বধর্মের অনুষ্ঠান দোষযুক্ত হলেও উত্তমরুপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম থেকে উৎকৃষ্ট। স্বধর্ম সাধনে যদি মৃত্যু হয় তাও মঙ্গল জনক কি অন্যের ধর্মের অনুষ্ঠান করা বিপদ জনক।

অর্জুন উবাচ :-
অথ কেন প্রযুক্ত অয়ম্ পাপম্ চরতি পুরুষ ।
অনিচ্ছন অপি বার্ষ্ণেয় বলাত্ ইব নিয়োজিত ।৩৬।
অর্থ-অর্জুন বললেন হে বার্ষ্ণেয়, মানুষ কারদ্বারা চালিত হয়ে অনিচ্ছা সত্তেও যেন বলপুর্বক নিয়োজিত হয়েই পাপাচারনে প্রবৃত্তহয়?

ভগবান উবাচ :-
কাম এষঃ ক্রোধ এষঃ রজোগুন সমুদ্ভবম্ ।
মহাশনঃ মহাপাপ্না বিদ্ধি এনম্ ইহ বৈরিনম্ ।৩৭।
অর্থ-ভগবান বললেন হেঅর্জুন রজোগুন থেকে কাম মানুষকে এই পাপে প্রবৃত্ত করে এবং এই কামই ক্রোধে পরিনত হয়। কাম হল সর্বগ্রাসী এবং পাপাত্মক; কামকেই জীবনের প্রধান শত্রু বলে জানবে।

ধুমেন আব্রিয়তে বহ্নিঃ যথা আদর্শঃ মলেন চ ।

যথা উল্বেন আবৃতঃ গর্ভঃ তথা তেন ইদম আবৃতম্ ।৩৮।
অর্থ-অগ্নি যেমন ধুমদ্বরা আবৃত থাকে এবং দর্পন যেমন ময়লার দ্বারা আবৃত থাকে অথবা গর্ভ যেমন জরায়ুদ্বারা আবৃত্ত থাকে তেমনই জীব সত্ত্বা বিভিন্ন মাত্রায় এই কামের দ্বারা আবৃত্ত থাকে।

আবৃতম্ জ্ঞানম এতেন জ্ঞানিনঃ নিত্য বৈরিনা ।
কামরুপেন কৌন্তেয় দুস্পুরেন অনলেন চ ।৩৯।
অর্থ-কামরুপি চিরশত্রু দ্বারা মানুষের শুদ্ধ চেতনা আবৃত্ত। এই কাম দুর্বারিত অগ্নির মত চির অতৃপ্ত।

ইন্দ্রিয়ানি মন বুদ্ধিঃ অস্য অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে ।
এতৈঃ বিমোহয়তি এষঃ জ্ঞানম আবৃত্য দেহিনম্ ।৪০।
অর্থ-ইন্দ্রিয় সমুহ মন এবং বুদ্ধি এই কামের আশ্রয়স্থল যার মাধ্যমে কাম জীবের প্রকৃত জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে তাকে বিভ্রান্ত করে।

তস্মাত্ ত্বম্ ইন্দ্রিয়ানি আদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ।
পাপমানম্ প্রজাহি হি এনম্ জ্ঞন বিজ্ঞান নাশনম্ ।।৪১
অর্থ-অতএব হে ভারত শ্রেষ্ট তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ত্রিত করার মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞান নাশক পাপের প্রতিক রুপ কামকে বিনাশ কর।

ইন্দ্রিয়ানি পরানি আহুঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরম্ মনঃ ।
মনসঃ তু পরা বুদ্ধিঃ যঃ বুদ্ধেঃ পরতঃ তু সঃ ।।৪২
অর্থ-স্থুলজড় পদার্থের থেকে ইন্দ্রিয়গুলি শ্রেয়,ইন্দ্রিয়ের থেকে মন শ্রেয় মন থেকে বুদ্ধি শ্রেয় এবং তিনি (আত্মা) সেই বুদ্ধি থেকেও শ্রেয়।

এবম্ বুদ্ধেঃ পরম বুদ্ধা সংস্তভ্য আত্মনম্ আত্মনা।
জহী শত্রুম্ মহাবাহো কামরুপম্দুরাসদম্।। ৪৩।

অর্থ-হে মহাবির অর্জুন নিজেকে জড় ইন্দ্রীয়,মন এবং বুদ্ধির অতীত জেনে চিৎশক্তির দ্বারা নিকৃষ্ট বৃত্তিকে সংযত করে কামরুপ দুর্জয় শত্রুকে জয় কর।

ওং তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যাযাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
কর্মযোগো নাম তৃতীযোঽধ্যাযঃ ॥৩॥

www.bengaliebook.com

চতুর্থ অধ্যায়ঃ জ্ঞানযোগ

ভগবান উবাচ :-
ইমম বিবস্বতে যোগম্ প্রোক্তবান অহম্ অব্যয়ম্ ।
বিবস্বান মনবে প্রাহ মনুঃ ইক্ষাকবে অব্রবীত্ ।।১
অর্থ-ভগবান বললেন-অমি পুর্বে সুর্য্যদেব বিবশ্বানকে এই অব্যয় নিস্কাম কর্মসাধ্য জ্ঞান যোগ বলে ছিলাম। সুর্য তা মানবজাতির জনক মনুকে বলেন এবং মনু তা ইক্ষাকুকে বলেছিলেন।

এবম্ পরম্পরা প্রাপ্তম্ ইমম্ রাজর্ষয বিদুঃ ।
সঃ কালেন ইহ মহতা যোগঃ নষ্টঃ পরন্তপ ।।২
অর্থ-এই ভাবে পরম্পরের মাধ্যমে এই পরম বিজ্ঞান রাজর্ষিরা লাভ করেছিল কিন্তু কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হয়েছিল এবং সেই যোগ নষ্টপ্রায় হয়েছে।

সঃ এব অয়ম্ ময়া তে অদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতন ।
ভক্তঃ অসি মে সখ্য ইতি রহস্যম্ হি এতত্ উত্তমম্ ।।৩
অর্থ-সেই সনাতন যোগ আজ তোমাকে বললাম কারন তুমি আমার ভক্ত ও সখা তাই তুমি এই বিজ্ঞানের অতি গুরুরহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

অর্জুন উবাচ :-
অপরম্ ভবতঃ জন্ম পরম জন্ম বিবস্বতঃ ।
কথম্ এতত্ বিজানিয়াম্ ত্বম আদৌ প্রক্তবান ইতি ।।৪
অর্থ-অর্জুন বললেন সুর্যদেব বিবশ্বানের জন্ম হয়েছিল আপনার জন্মের অনেক পুর্বে। আপনি সৃষ্টির প্ররম্ভে তাকে এই জ্ঞান উপদেশ করেছিলেন তা আমি কিকরে জানব।

ভগবান উবাচ :-

বহুনী মে ব্যতীতানি জন্মানি তব অর্জুন ।
তানি অহম্ বেদ সর্বানি ন ত্বম্ বেত্থ পরন্তপ ।।৫
অর্থ-ভগবান বললেন-হে পরন্তপ অর্জুন আমার এবং তোমার বহুজনম অতিত হয়েছে, আমি সে সমস্ত জন্মের কথা মনে করতে পারি তুমি তা পার না।

অজ অপি সন অব্যয় আত্মা ভূতানাম্ ঈশ্বর অপি সন ।
প্রকৃতিম্ স্বাম অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া ।।৬
অর্থ-যদিও আমি জন্ম রহিত এবং আমার চিন্ময় দেহ অব্যয় এবং যদিও আমি সর্ব ভূতের ঈশ্বর তবুও আমার অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে আমি স্বীয় মায়ার দ্বারা আমার আদি চিন্ময় রুপে যুগে যুগে অবতির্ন হই।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানিঃ ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদা আত্মনম্ সৃজামি অহম্ ।। ৭
অর্থ-হে ভরত যখনই ধর্মের অধঃপতন হয়এবং অধর্মের অভূত্থান হয় তখনই আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতির্ন হই।

পরিত্রানায় সাধুনাম বিনাশায়ঃ চ দুস্কৃতম্ ।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে ।।৮
অর্থ-সধুদের পরিত্রান করার জন্য এবং দুস্কৃত কারিদের বিনাশ করার জন্যএবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতির্ন হই।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্ এবম্ যঃ বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যাক্তা দেহম্ পুনঃ জন্ম ন এতি মাম এতি সঃ অজৃ্ুন ।। ৯
অর্থ-হে অর্জুন যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথ ভাবে জানেন তাকে আর দেহ ত্যাগ করার পর পুনরায় জন্ম গ্রহন করতে হয় না তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করে।

বীত রাগ ভয় ক্রোধাঃ মন্ময়া মাম্ উপাশ্রিতাঃ ।
বহবঃ জ্ঞান তপসা পুতাঃ মদ্ভাবম আগতাঃ ।।১০
অর্থ-আসক্তি ভয় ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়ে সম্পুর্নরুপে আমাতে মগ্ন হয়ে, একান্ত ভাবে আমার আশ্রিত হয়ে, পুর্বে বহু বহু ব্যক্তি আমার জ্ঞান লাভ করে পবিত্র হয়েছে এবং সেই ভাবে সকলেই আমার প্রীতি লাভ করিয়াছে।

যে যথঅ মাম প্রপদ্যন্তে তান তথঅ এব ভজামি অহম্ ।
মম বর্ত অনুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ।।১১
অর্থ-যে যেভাবে আমার প্রতি আত্ম সমর্পন করে,প্রপত্তি স্বীকার করে,আমি তাকে সেইভাবেই পুরুষকৃত করি। হেপার্থ সকলেই সর্বতেভাবে আমার অনুসরন করে।

কাঙ্ক্ষন্ত কর্মনাম সিদ্ধিম্ যজন্তে ইহ দেবতাঃ ।
ক্ষিপ্রম্ হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ।।১২
অর্থ-এই জগতে মনিুষ সকাম কর্মের সিদ্ধি কামনা করে এবং তাই তারা বিভিন্ন দেব দেবীর উপসনা করে।সকাম কর্মের ফল অতি শীগ্রই লাভ কহয়।

চাতুর্বর্ন্ ময়া সৃষ্টম্ গুনকর্ম বিভাগশঃ ।
তস্য কর্তরম্ অপি মাম্ বিদ্ধি অকর্তারম্ অব্যয়ম্ ।। ১৩
অর্থ-প্রকির্তির তিনটি গুন এবং কর্ম অনুসারে আমি মানুষ সমাজে চারিটি বর্নবিভাগ সৃষ্টি করিয়ছি । আমিই এই প্রথার স্রষ্টা হলেও আমাকে অকর্তা এবং অব্যয় বলে জানবে।

ন মাম্ কর্মানি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা ।
ইতি মাম্ যঃ অভিজানাতি কর্মভিঃ ন সঃ বধ্যতে ।।১৪

অর্থ-কোন কর্ম আমাকে প্রভাবিত করতে পারে না এবং আমিও কোন কর্মফলের আকাঙ্খা করি না। আমার এই তত্ত যে জানেন তিনি কখনো সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয় না।

এবম্ জ্ঞাত্বা কৃতম্ কর্ম পুবৈঃ অপি মুমুক্ষুভি ।
কুরু কর্ম এব তস্মাত্ ত্বম পুবৈঃ পুর্বতরম্ কৃতম্ ।।১৫
অর্থ-প্রাচিনকালে সমস্ত পুরুষেরা এই তত্ত অবগত হয়ে সকাম কর্ম পরিত্যাগ করে মুক্তি লাভ করেছেন।অতএব তুমিও সেই প্রাচিন মহাজনের মত চিন্ময় চেতনায় তোমার কর্তব্য সম্পাদন কর।

কিম কর্ম কিম অকর্ম ইতি কবয়ঃ অপি অত্র মহিতাঃ ।
তত্ তে কর্ম প্রবক্ষামি যত্ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে অশুভাত্ ।।১৬
অর্থ-কাকে কর্ম কাকে অকর্ম বলে তা স্থির করতে বিবেকী ব্যক্তিরাও মোহিত হন। আমি সেই বিষয় তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি। তুমি তা অবগত হয়ে সমস্ত অশুভ অবস্থা থেকে মুক্ত হও।

কর্মনঃ হি অপি বোদ্ধব্যম্ বোদ্ধব্যম্ চ বিকর্মনঃ ।
অকর্মন চ বোদ্ধব্যম্ গহনা কর্মনঃ গতিঃ ।।১৭
অর্থ-কর্মের নিগুর তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। তাই কর্ম বিকর্ম এবং অকর্ম সম্বন্ধে যথাযথ ভাবে জানা কর্তব্য।

কর্মনি অকর্ম যঃ পশ্যেত্ অকর্মনি চ কর্ম যঃ ।
সঃ বুদ্ধিমান মনুষ্যেসু সঃ যুক্তঃ কৃৎস্ন কর্মকৃত্ ।। ১৮
অর্থ-যিনি কর্মে অকর্ম দর্শন করেন এবং অকর্মে কর্ম দর্শন করেন,তিনিই মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান। সবরকম কর্মে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি চিনন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত।

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কাম সংকল্প বর্জিতাঃ ।
জ্ঞান অগ্নি দগ্ধ কর্মানাম তম্ আহুঃ পন্ডিতম্ বুধাঃ ।।১৯
অর্থ-যার সমস্ত প্রচেষ্টা কাম এবং সংকল্প রহিত তিনি পুর্নজ্ঞানে অধিষ্ঠিত।জ্ঞানিগন বলেন যে তার সমস্ত কর্মের প্রতিক্রিয়া পরিশুদ্ধ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে।

ত্যাক্তা কর্মফলাসঙ্গম্ নিত্য তৃপ্ত নিরাশ্রয়ঃ ।
কর্মনি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি ন এব কিঞ্চিত্ করতি সঃ ।।২০
অর্থ-কর্মফলের আসক্তি সম্পুর্নরুপে ত্যাগ করে সর্বদা তৃপ্ত এবং কোন রকম আশ্রয়ের অপেক্ষা যিনি করেন না, সব রকম কর্মে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি কর্ম ফলের আশায় কোনও কিছই করেন না।

নিরাশীঃ যত চিত্তাত্মা ত্যক্ত সর্ব পরিগ্রহ ।
শরিরম্ কেবলম্ কর্ম কুর্বন ন আপ্নোতি কিল্লিষম্ ।। ২১
অর্থ-এই প্রকার জ্ঞানিব্যক্তি তার মন এবং বুদ্ধিকে সর্বোতভাবে সংযত করে কার্য করেন।তিনি ফলেরআশা পরিত্যাগ করে এবং প্রভূত্ত করার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে কেবল জীবন ধারনের জন্য কর্ম করেন। এই ভাবে কর্ম করার ফলে কোন রকম পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্টঃ দ্বন্ধ অতিতঃ বিমৎসরঃ ।
সম সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ কৃত্বা অপি ন নিবধ্যতে ।।২২
অর্থ-যিনি অনায়সে যা লাভ করেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন,যিনি সুখ-দুঃখ রাগ দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্ধের বশীভূত হন না এবং মাৎসর্যশুন্য,যিনি কার্যের সাফল্য এবং অসাফল্যে অবিচালিত থাকেন তিনি কর্ম সম্পাদন করলেও কর্মফলের দ্বারা কখনো আবদ্ধ হয় না।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসাঃ ।

www.bengaliebook.com

যজ্ঞায় আচরতঃ কর্ম সমগ্রম্ প্রবলিয়তে ।।২৩
অর্থ-জড়া প্রকৃতির গুনের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় জ্ঞাননিষ্ট ব্যক্তি ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পিত যজ্ঞের উদ্দেশ্যে যে কর্ম সম্পাদন করেন সে সকল কর্ম সম্পুর্নরুপে লয় প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্ম অর্পনম্ ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্ম অগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ ।
ব্রহ্ম এব তেন গন্তব্যম্ ব্রহ্ম কর্ম সমাধিনা ।।২৪
অর্থ-যিনি কৃষ্ণ ভাবনায় সম্পুর্ন মগ্ন তিনি অবশ্যই চিৎজগতে উন্নিত হবেন,কারন তার সমস্ত কার্য কলাপ চিন্ময়।তার কর্মের উদ্দেশ্য চিন্ময় এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি যা নিবেদন করেন তাও চিন্ময়।

দৈবম্ এব অপরে যজ্ঞম্ যোগিনঃ পর্যুপাসতে ।
ব্রহ্ম অগ্নৌ অপরে যজ্ঞম্ যজ্ঞেন এব উপযুহ্বতী ।।২৫
অর্থ-কোন যোগী অধীদেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার মাধ্যমে তাদের উপসনা করেন।আবার ,অন্য অনেক পরম ব্রহ্মরুপ অগ্নিতে সব কিছু নিবেদন করার মাধ্যমে যজ্ঞ করেন।

শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়ানি অন্যে সংযম্ অগ্নিষু জুহ্বতী ।
শব্দদীন্ বিষয়ান অন্যে ইন্দ্রিয় অগ্নিষু জুহ্বতী ।।২৬
অর্থ-কেউ কেউ মন সংযম রুপ অগ্নিতে শ্রবন আদি ইন্দ্রিয়গুলিকে আহুতি দেন আবার অন্য অনেকে (নিয়মনিষ্ঠ গৃহস্তেরা) শব্দাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে ইন্দ্রিয়রুপ অগ্নিতে আহুতি দেন।

সর্বানি ইন্দ্রিয় কর্মানি প্রান কর্মানি চ অপরে ।
আত্ম সংযম্ যোগ অগ্নৌ জুহ্বতী জ্ঞান দীপিতে ।।২৭

অর্থ-মন এবংইন্দ্রিয় সংযমের মাধ্যমে যারা আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়াসী তারা তাদের ইন্দ্রিয় সমস্ত কার্য কলাপ এবং প্রান বায়ুর দ্বারা প্রদীপ্ত আত্মা সংযমরুপ অগ্নিতে আহুতী দেন।

দ্রব্যযজ্ঞঃ তপোযজ্ঞঃ যোগযজ্ঞঃ তথা অপরে ।
সাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞাঃ চ যতঃ সংশিত ব্রতাঃ ।।২৮
অর্থ-কেউ কেউ দ্রব্য দানরুপ যজ্ঞ করেন। কেউ কেউ তপস্যারুপ যজ্ঞ করেন কেউ কেউ অষ্টাঙ্গ যোগরুপ যজ্ঞ করেন এবং অন্য অনেকে পারমার্থিক জ্ঞান লাভের জন্য বেদ অধ্যায়নরুপ যজ্ঞ করেন।

অপানে জুহ্বতীপ্রাণম্ প্রাণে অপানম তথা অপরে ।
প্রাণ অপান গতী রুদ্ধা প্রাণায়াম্ পরায়ণাঃ ।
অপরে নিয়ত আহারাঃ প্রাণান প্রানেষু জুহ্বতী ।।২৯
অর্থ-আর যারা প্রাণায়াম চচ্চায় আগ্রহী তারা অপান বায়ুকে প্রাণবায়ুতে এবং প্রান বায়কে অপান বায়ুতে আহূতী দিয়ে অবশেষে প্রাাণ এবং অপান বয়ুর গতী রোধ করে সমাধিস্থ হন। কেউ আবার আহার সংযম করে প্রাণ বায়ুকে প্রাণবয়ুতেই আহুতী দেন।

সর্বে অপি এতে যজ্ঞবিদঃ যজ্ঞ ক্ষপিত কল্মষাঃ ।
যজ্ঞশিষ্ট অমৃতভূজঃ যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ।।৩০
অর্থ-তারা সকলে যজ্ঞ তত্ত্ববিত্ এবং যজ্ঞের প্রভাবে পাপমুক্ত হয়ে তারা যজ্ঞশিষ্ট অমৃত আস্বাদন করেন। তারপর সনাতন প্রকৃতিতে ফিরে যান।

ন অয়ম্ লোকাঃ অস্তি অযজ্ঞস্য কুতঃ অন্যঃ কুরুসত্তম্ ।।৩১
অর্থ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করে কেউ এই জগতে সুখে থাকতে পারে না, সুতরাং পরলোক প্রাপ্তির পরে তাদের কি হবে?

এবম্ বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ বিততাঃ ব্রাহ্মন মুখে ।
কর্মজান বিদ্ধি তান সর্বান এবম্ জ্ঞাত্বা বিমক্ষ্যসে ।।৩২
অর্থ-এই সমস্ত যজ্ঞই বৈদিগ শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়েছে এবংএই সমস্ত যজ্ঞ বিভিন্ন প্রকার কর্মজাত। তা যথাযথভাবে জানার মাধ্যমে তুমি মুক্তি লাভ করতে পারবে।

শ্রেয়ান দ্রব্যময়াত্ যজ্ঞাত্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ ।
সর্বম্ কর্ম অখিলম্ পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ।।৩৩
অর্থ-হে পান্ডব দ্রব্যময় যজ্ঞ থেকে জ্ঞানময় যজ্ঞ শ্রেয়-হে পার্থ সমস্ত কর্মই চিন্ময় জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে।

তত্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানম্ জ্ঞানিনঃ তত্ত্বঃ দর্শিনঃ ।।৩৪
অর্থ-সদগুরু শরনাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃতিম সেবার দ্বারা তাকে সন্তুষ্ট কর তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবে।

যত্ জ্ঞাত্বা ন পুন মোহম এবম্ যাস্যসি পান্ডবা ।
যেন ভূতানি অশেষানি দ্রক্ষ্যসি আত্মনি অথো ময়ি ।।৩৫
অর্থ-হে পান্ডব এইভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তুমি আর মোহগ্রস্ত হবে না।যখন জানবে সমস্থ জীবই আমার বিভিন্ন অংশ এবং তারা সকলেই আমাতে অবস্থিত এবং তারা সকলেই আমার।

অপি চেত্ অসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপ কৃত্তমঃ ।
সর্বম জ্ঞানপ্লাবেন এব বৃজিনম্ সন্তরিষ্যসি ।।৩৬
অর্থ-তুমি যদি পাপিদের চেয়েও পাপিষ্ট হয়ে বলে গন্য হয়ে থাক,তা হলে এই জ্ঞানরুপ তরনীতে আরেহন করে তুমি দুঃখ সমুদ্র পার হতে পারবে।

www.bengaliebook.com

যথা এধাংসী সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ ভস্মস্যাঃ কুরুতে অর্জুন ।
জ্ঞানাগ্নি সর্ব কর্মানি ভস্মস্যাত্ কুরুতে তথা ।।৩৭
অর্থ-প্রবল রুপে প্রজ্জলিত অগ্নি যেমন কাষ্টকে ভস্মস্যাত্ করে ,হে অর্জুন তেমনী জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্মকে দগ্ধ করে ফেলে।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশম্ পবিত্রম্ ইহ বিদ্যতে ।
তত্ সময় যোগ সংসিদ্ধঃ কালেন আত্মনি বিন্দতি ।।৩৮
অর্থ-চিন্ময় তত্ত্ব জ্ঞানের মত পবিত্র পদার্থ এই জগতে আর নাই। এই জ্ঞান সমস্ত যোগের ফলশ্রুতি এবং ভক্তি চর্চ্চার মাধ্যমে যিনি সেই জ্ঞান আয়ত্ত করেন,তিনি কালক্রমে আত্মার পরাশক্তি লাভ করে।

শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্ তৎপরঃ সংযত ইন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানম্ লব্ধা পরাম্ শান্তিম্ অচিরেন অধিগচ্ছতি ।। ৩৯
অর্থ-সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হয়ে চিন্ময় তত্ত্বজ্ঞানে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি এইজ্ঞান লাভ করেন,সেই দিব্যজ্ঞান লাভ করে তিনি অচিরেই পরাশান্তি লাভ হন।

অজ্ঞঃ চ অশ্রদ্দধ্যানঃ চ সংশয় আত্মা বিনশ্যতি ।
ন অয়ম লোক অস্তি ন পরাঃ ন সুখম্ সংশয় আত্মম ।।৪০
অর্থ-মুর্খ এবং শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কখন ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে না।সন্দিগ্ধ চিত্ত ব্যক্তি ইহ লোকে সুখভোগ করতে পারে না এবং পরলোকেও সুখভোগ করতে পারে না।

যোগ সংন্যাস্ত কর্মনাম জ্ঞান সংছিন্ন সংশয়ম ।
আত্মবন্তম ন কর্মনি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ।।৪১

অর্থ-অতএব হে ধনঞ্জয় যিনি নিস্কাম কর্ম যোগের দ্বারা কর্মত্যাগ করেন,জ্ঞনের দ্বারা সংশয় নাশ করেন এবং আত্মার চিন্ময় সরুপ অবগত হন তাকে কোন কর্মে আবদ্ধ করতে পারে না।

তস্মাত্ অজ্ঞান সম্ভূতম্ হৃৎস্তম জ্ঞান অসিনা আত্মনঃ ।
ছিত্ত্বা এনম্ সংশয়ম যোগম্ অতিষ্ঠ উতিষ্ঠ ভারত ।।৪২
অর্থ-হে ভারত তোমার হৃদয় যে অজ্ঞান প্রসুত সংশয়ের উদয় হয়েছে তা জ্ঞানরুপ
খড়গের দ্বারা ছিন্ন কর। যোগাশ্রয় করে যুদ্ধ করার জন্য উঠে দাড়াও।

ওং তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যাযাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
জ্ঞানকর্মসংন্যাসযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যাযঃ ॥৪॥

পঞ্চম অধ্যায়ঃ কর্মসন্যাসযোগ

অর্জুন উবাচ :-
সন্নাসম্ কর্মনাম্ কৃষ্ণ পুনঃ যোগম্ চ শংসসি ।
যত্ শ্রেয়ঃ এতয়ো একম্ তত্ মে ব্রুহি সুনিশ্চিতম্ ।।১
অর্থ-অর্জুন বললেন হে কৃষ্ণ প্রথম তুমি আমাকে কর্ম ত্যাগ করতে বললে,এবং তারপর কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করতে বললে।এই দুটির মধ্যে কোনটি অধিকতর কল্যানকর তা সুনিশ্চিত ভাবে আমাকে বল।

ভগবান উবাচ :-
সন্ন্যাসঃকর্মযোগঃ চ নিঃশ্রেয়সকরৌ উভৌ ।
তয়ো তু কর্মসন্ন্যাসাত্ কর্মযোগঃ বিশিষ্যতে ।।২
অর্থ-ভগবান বললেন-কর্ম ত্যাগ এবং কর্ম-যোগ উভয়েই মুক্তি দায়ক। এই দুটির মধ্যে কর্মযোগ কর্মসন্নাস থেকে শ্রেয়।

জ্ঞেয় সঃ নিত্য সন্নাসী যঃ ন দেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি ।
নির্দ্ধন্ধঃ মহাবাহো সুখম্ বন্ধাত্ প্রমুচ্যতে ।।৩
অর্থ-হে মহাবাহো যিনি নির্দ্ধন্ধ এবং কর্মফলের প্রতি আকাঙ্খা করে না তিনিই নিত্য সন্নাসী তিনিই পরম সুখে কর্ম বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে।

সাংখ্য যোগৌ পৃথক বালাঃ প্রবদন্তি ন পন্ডিতাঃ ।
একম্ অপি আস্থিতঃ সম্যক উভয়োঃ বিন্দতে ফলম ।।৪
অর্থ- মুর্খেরাই কেবল কর্মযোগ সাংখ্য যোগ পৃথক বলে মনে করে।পন্ডিতেরা তা বলে না।সাংখ্যযোগ বা কর্মযোগ যেটাকেই সুন্দও রুপে আচরন কর তাতেই উভয়ে উভয়ের ফল লাভ করতে পারবে।

যত্ সাঃ খ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তত্ যোগৈঃ অপি গম্যতে।

একম্ সাংখ্যম্ চ যোগম্ চ যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি ।।৫
অর্থ-যিনি জানেন কর্ম ত্যাগের মাধ্যমে যে গতী লাভ হয়,কর্মযোগের দ্বারাও সেই গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়,এবং তাই যিনি কর্ম যোগ ও কর্ম ত্যাকে এক বলে জানেন তিনিই যথার্থ তত্তদ্রষ্টা।

সন্নাসঃ তু মহাবাহো দুঃখম্ আপ্তুম্ অযোগতঃ ।
যোগযুক্তঃ মুনি ব্রহ্ম ন চিরেন অধিগচ্ছতি ।।৬
অর্থ-হে মহাবাহো কর্মযোগ ব্যতীত কেবল কর্ম ত্যাগরুপ সন্নাস দুঃখ জনক,যোগ যুক্ত মানুষ অচিরেই পরম গতী লাভ করে।

যোগযুক্তঃ বিশুদ্ধত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সর্বভূতাত্মা ভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ।।৭
অর্থ-যোগযুক্ত জ্ঞানি ত্রিবিধ বিশুদ্ধ বুদ্ধি বিশুদ্ধ চিত্ত এবং জিতেন্দ্রিয়। তারা সমস্ত জীবের অনুরাগভাজন হয়ে সমস্ত কর্ম করেও লিপ্ত হয় না।

ন এব কিঞ্চিত্ করোমি ইতি যুক্ত মন্যেতে তত্ত্ববিত্ ।
পশ্যন শৃন্বন স্পৃশন জিঘ্রন অশ্নন গচ্ছন স্বপন শ্বসন ।।৮

প্রলপন বিসৃজন গৃহ্নন উন্মিষন নিমিষন অপি ।
ইন্দ্রিয়ানি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্তে ইতি ধারয়ন ।।৯
অর্থ-চিন্ময় চেতনায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি দর্শন শ্রবন স্পর্শ ঘ্রান ভোজন গমন নিদ্রা ও নিশ্বাষ,আদিক্রিয়া করেও সর্বদা জানেন যে প্রকৃত পক্ষে কিছুই করছেন না। কারন প্রলাপ, দ্রব্য ত্যাগ, দ্রব্য গ্রহন, চক্ষুর উন্মেষ এবং নিমেষ করার সময় তিনি সব সময় জানেন যে, জড় ইন্দ্রিয়গুলিই কেবল ইন্দ্রিয়ের বিষয় প্রবৃত্ত হয়েছে, তিনি নিজে কিছুই করছে না।

ব্রহ্মণি আধায় কর্মাণি সঙ্গম্ ত্যক্ত্বা করোতি যঃ ।

লিপ্যতে ন সঃ পাপেন পদ্মপত্রম্ ইব অম্ভসা ।।১০
অর্থ-যিনি আসক্ত হয়ে কর্ম করেন এবং কর্মের সমস্থ ফল পরমেশ্বর ভগবানকে অর্পন করেন, কোন পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে না ঠিক যেমন জল পদ্মপাতাকে স্পর্শ করতে পারে না।

কায়েন মনসা বুদ্ধা কেবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈ অপি ।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গম্ ত্যক্তা আত্ম শুদ্ধয়ে ।। ১১
অর্থ-আত্ম শুদ্ধির জন্য যোগিরা কর্ম ফলের আসক্তি ত্যাগকরে। দেহ মন বুদ্ধি এমনকি ইন্দ্রিয় দ্বারাও কর্ম করে।

যুক্তঃ কর্মফল ত্যাক্তা শান্তিম্ আপ্নোতি নৈষ্টিকীম্ ।
অযুক্তঃ কাম্ কারেন ফলে সক্তঃ নিবধ্যতে ।।১২
অর্থ-যোগি কর্মফল ত্যাগ করে নৈষ্টিক শান্তি লাভ করেন কিন্তু সকাম কর্মি কর্মফলের প্রতি আসক্ত হয়ে কর্ম করার ফলে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

সর্ব কর্মানি মনসা সংনস্য আস্তে সুখম্ বশী ।
নবদ্বারে পুরে দেহী ন এব কুর্বন ন কারয়ন ।।১৩
অর্থ-বাহ্যে সমস্ত কার্য্য করেও মনের দ্বারা সমস্ত কার্য্য ত্যাগ করে জীব নবদ্বার বিশিষ্ট দেহরুপ গৃহে পরম সুখে বাস করতে থাকেন,তিনি নিজেও কিছু করেন না এবং কাউকে দিয়েও কিছু করান না।

ন কর্তৃত্বম ন কর্মানি লোকস্য সৃজতি প্রভূ ।
ন কর্মফল সংযোগম্ স্বভাবঃ তু প্রবর্ততে ।।১৪
অর্থ-দেহরুপ নগরীর প্রভূ জীব, কর্মসৃষ্টি করে না, সে কাউকে দিয়ে কিছু করান না বিভূএবং সে কর্মের ফল সৃষ্টি করে না এই সবই হয় জড়া প্রকৃতির গুনের প্রভাবে।

ন আদত্তে কস্যচিত্ পাপম্ চ এব সুকৃতম্ ।
অজ্ঞানেন আবৃতম্ জ্ঞানম্ তেন মুহ্যতি জন্তবঃ ।।১৫
অর্থ-ভগবান জীবের পাপ এবং পুন্য কিছুই গ্রহন করেন না।অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হওয়ার ফলে জীবসত্তা এই প্রকৃত জ্ঞান সম্পর্কে মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

জ্ঞনেন তু তত্ অজ্ঞানম্ যেষাম্ নাশিতম্ আত্মনঃ ।
তেষাম্ আদিত্যবত্ জ্ঞানম্ প্রকাশয়তি তত্ পরম্ ।১৬।
অর্থ-জ্ঞানের প্রভাবে যখন অজ্ঞান বিনষ্ট হয় তখন তার কাছে সব কিছু যথাযথ ভাবে প্রকাশিত হয়; ঠিক যেমন দিন মানে সুর্যের উদয়ে সব কিছু প্রকাশিত হয়।

তদ্বুদ্ধয় তদাত্মনঃ তন্নিষ্ঠাঃ তৎপরায়নাঃ ।
গচ্ছন্তি অপুনরা বৃত্তিম জ্ঞান নির্ধুত কল্মষাঃ ।।১৭
অর্থ-যার বুদ্ধি ভগবানের প্রতি উন্মুখ হয়েছে মন ভগবানের চিন্তায় একাগ্র হয়েছে, নিষ্টা ভগবানে দৃঢ় হয়েছে,এবং যিনি ভগবানকে তার একমাত্র আশ্রয় বলে গ্রহন করেছেন,জ্ঞানের দ্বারা তার সমস্ত কলুষ সম্পুর্নরুপে বিধৌত হয়েছে এবং তিনি জন্ম মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে।

বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রহ্মনে গবি হস্তিনি ।
শুনি চ এব শ্বপাকে চ পন্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ।।১৮
অর্থ-যথার্থ জ্ঞানবান পন্ডিত বিদ্যাবিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মন গাভী হস্তি,কুকুর ও চন্ডাল সকলের প্রতি সমদর্শি হয়।

ইহ এব তৈঃ জিতঃ সর্গ যেষাম্ সাম্যে স্থিতম্ মনঃ ।
নির্দোশম হি সমম ব্রহ্ম তস্মাত্ ব্রহ্মনি তে স্থিতাঃ ।। ১৯
অর্থ-যাদের মন সাম্যে অবস্থিত হয়েছে তারা ইহ লোকেই সংসার জয় করেছেন।তারা ব্রহ্মের মতো নির্দোশ।তারা ব্রহ্মতেই অবস্থিত হয়ে আছে।

www.bengaliebook.com

প্রহৃষ্যেত্ প্রিয়ম প্রাপ্য ন উদ্বিজেত্ প্রাপ্য চ অপ্রিয়ম ।
স্থির বুদ্ধি অসংমুঢ় ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মনি স্থিত ।।২০
অর্থ-যে ব্যক্তি প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে উৎফুল্য হয় না এবং অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতেও বিচলিত হয় না,যিনি স্থিরবুদ্ধি মোহশুন্য এবং ভগবত্ তত্ত্ববেত্তা তিনি ব্রহ্মতেই অবস্থিত রয়েছে।

বাহ্যস্পর্শেষু অসক্তত্মা বিন্দতি আত্মনি যত্ সুখম্ ।
সঃ ব্রহ্ম যোগযুক্তত্মা সুখম্ অক্ষরম অশ্নুতে ।২১।
অর্থ-সেই ব্রহ্মবিদ পুরুষ কোন রকম জড় ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হন না, তিনি চিৎজগত্ সুখ লাভ করেন।ব্রহ্মে যোগযুক্ত হয়ে তিনি অক্ষয় সুখ ভোগ করেন।

যে হি সংস্পর্শেজাঃ ভোগাঃ দুঃখ যোনয়ঃ এব তে ।
আদি অন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ।।২২
অর্থ-বিবেকবান পুরুষ ইন্দ্রিয়জাত দুঃখজনক বিষয় ভোগে আসক্ত হন না।হে কৌন্তেয় এই ধরনের সুখ-ভোগ উৎপত্তি হয় এবং বিনাশশীল।তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তাতে প্রীতি লাভ করেন না।

শক্নোতি ইহৈব যঃ সোঢুম্ প্রাক শরির বিমোক্ষণাত্ ।
কাম ক্রোধ উদ্ভবম্ বেগম্ সঃ যুক্তঃ সঃ সুখী নরঃ ।।২৩
অর্থ-এই দেহ ত্যাগ করার পুর্বে যিনি কাম ক্রোধ ইত্যাতির বেগ সহ্য করতে সক্ষম হন, তিনিই যোগী এবং এই জগতে তিনিই সুখী হন।

যঃ অন্তঃ-সুখঃ অন্তরারামঃ তথা অন্তর্জোতিঃ এব যঃ ।
সঃযোগী ব্রহ্ম নির্বানম্ ব্রহ্মভূতঃ অধিগচ্ছতি ।।২৪

অর্থ-যিনি আত্মাতেই সুখ অনুভব করেন যিনি আত্মাতেই ক্রীড়াযুক্ত এবং আত্মজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত তিনিই যোগী এবং তিনিই ব্রহ্ম নির্বান লাভ করেন।

লভন্তে ব্রহ্মনির্বানম ঋষয় ক্ষীন কল্মষাঃ ।
ছিন্ন দ্বৈধাঃ যতাত্মনঃ সর্বভূত হিতে রতাঃ ।।২৫
অর্থ-সংযত চিত্তে সমস্ত জীবের কল্যানেরত এবং সংশয় রহিত নিস্পাপ ঋষীগন ব্রহ্ম নির্বান লাভ করে।

কাম ক্রোধ বিমুক্তানাম্ যতীনাম্ যতচেতসাম্ ।
অভিতঃ ব্রহ্ম নির্বানম্ বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ।।২৬
অর্থ-কাম ক্রোধ শুন্য সংযত চিত্ত আত্মতত্ত্ব সন্নাসিরা অচিরেই ব্রহ্ম লাভ করেন।

স্পর্শান কৃত্বা বহিঃ বাহ্যান চক্ষুঃ চ এব অন্তরে ভ্রুবোঃ ।
প্রাণাপাণৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তর চারিনৌ ।।২৭

যত ইন্দ্রিয় মনঃ বুদ্ধি মুনি মোক্ষ পরায়ণঃ ।
বিগত ইচ্ছা ভয় ক্রোধঃ যঃ সদা মুক্তঃ এব সঃ ।।২৮
অর্থ-মন থেকে বাহ্যজ্ঞান প্রত্যাহার করে,ভ্রুযুগলের মধ্যে দৃষ্টি স্থির করে, নাসিকার মধ্যে বিচরনশীল প্রান ও অপান বায়ুর উর্দ্ধ ও অধোগতি রোধ করে, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সংযম করে ভয় ও ক্রোধ শুন্য হয়ে যে মুনি সর্বদা বিরাজ করেন,তিনিই নিশ্চিতভাবে জীবন্মুক্ত।

ভোক্তারম যজ্ঞ তপষাম সর্বলোক মহেশ্বরম্ ।
সুহৃদম্ সর্বভূতানাম্ জ্ঞাত্বা মাম্ শান্তিম্ ঋচ্ছতি ।।২৯

অর্থ-আমাকে সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার পরম উদ্দেশ্যরুপে জেনে সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সকলের উপকারি সুহৃদরুপে আমাকে জেনে যোগীরা জড়জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করে।

ওং তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যাযাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
কর্মসংন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যাযঃ ॥৫॥

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ধ্যানযোগ বা অভ্যাসযোগ

ভগবান উবাচ :--
অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং করোতি যঃ ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ ॥ ১
অর্থ-ভগবান বললেন-যিনি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ত্যাগ করেছেন তিনি সন্নাসী বা যোগীনন, যিনি কোন রকম ফলের আশা না করে তার কর্তব্য কর্ম করেন তিনিই যথার্থ সন্নাসী বা যোগী।

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পান্ডব ।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২
অর্থ-হে পান্ডব যাকে সন্নাস বলা যায় তাকেই যোগ বলা যায় কারন ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের বাসনা ত্যাগ না করলে কখনো যোগী হওয়া যায় না।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারনমুচ্যতে ।
যোগারুঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩
অর্থ-অষ্টাংঙ্গ যোগ অনুষ্ঠানে যারা নবীন তাদের পক্ষে নিস্কাম কর্ম অনুষ্ঠান করাই উৎকৃষ্ট সাধন, আর যারা ইতিমধ্যে যোগরুঢ় হয়েছেন তাদেও পক্ষে সমস্ত কর্ম থেকে নিবৃত্তিই উৎকৃষ্ট সাধন।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্যতে ।
সর্বসঙ্কল্প সন্নাসী যোগারুঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪
অর্থ-যখন যোগীর জড়সুখ ভোগের সমস্ত সংকল্প ত্যাগ করে ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ের প্রতি আসক্ত রহিত হন তখন তারে যোগরুর বলা হয়।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মনমবসাদয়েৎ ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫

অর্থ-মানুষের কর্তব্য তার মনের দ্বারা নিজেকে জড় জগতের বন্ধন থেকে উদ্ধার করা, মনের দ্বারা আত্মাকে অধোপাতিত করা কখনো উচিৎ নয়। মন জীবের অবস্থা ভেদে বন্ধু ও শত্রু হয়।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মাবাত্মনা জিতঃ ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬
অর্থ-যিনি তার মনকে জয় করেছে তার মন তার পরম বন্ধু কিন্তু যিনি তা করতে অক্ষম তার মন তার পরম শত্রু।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়ো ॥ ৭
অর্থ- জিতেন্দ্রিয় ও প্রশান্ত যোগরুঢ় ব্যক্তি পরমার্থকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তিনি শীত ও উষ্ণ সুখ দুঃখ্যে এবং সন্মান অপমানে অবিচালিত থাকেন।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
যুক্ত ইত্যচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮
অর্থ-যে যোগী শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্ব অনুভূতিতে পরিতৃপ্ত, যিনি শীত উষ্ণ আদি দন্ধে নির্বিকার ও জিতেদ্রিয় এবং যিনি মৃতখন্ড প্রস্তর ও সুবর্ণে সর্বদর্শি তিনি যোগরুঢ় বলে কথিত হন।

সুহৃন্মিত্রার্য়্যদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু ।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯
অর্থ-যিনি সহৃৎ মিত্র শত্রু উদাসিন মধ্যস্ত মৎসর বন্ধু ধার্মিক ও পাপাচারি এবং সকলের প্রতি সমবুদ্ধি তিনিই শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ ।

একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রাহঃ ॥ ১০
অর্থ-যোগরুঢ় ব্যক্তি সর্বদা একান্তে অবস্থিত হয়ে মনকে সমাধিযুক্ত করবেন। অসৎ পরিগ্রহ বর্জন করবেন এবং ফলাকাঙ্খা শূন্য হবেন।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।
নাত্যচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২
অর্থ-যোগ আসনের নিয়ম এই যে কুশাষনের উপর মৃগচর্মের আসন তার উপরে বস্ত্রাশন রেখে অত্যন্ত উচু বা অত্যন্ত নিচু না করে সেই আসন বিশুদ্ধ ভূমিতে স্থাপন করে তাতে আসিন হবেন। সেখানে উপবিষ্ট হয়ে চিত্ত ইন্দ্রিয় ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে চিত্ত শুদ্ধির জন্য মনকে একাগ্র করে যোগ অভ্যাষ করবেন।

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন ॥ ১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তোযুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪
অর্থ-শরির মস্তক গ্রীবাকে সরল রেখে অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রশান্তাত্মা, ভয়শুন্য ও ব্রহ্মচর্য ব্রতে স্থিত পুরুষ মনকে সমস্ত জড় বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে আমাকে জীবনের চরম লক্ষ্যরুপে স্থির করে হৃদয়ে আমার ধ্যনপুর্বক যোগ অভ্যাষ করবেন।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামাধিগচ্ছতি ।। ১৫
অর্থ- এইভাবে যোগ সাধন করিয়া যিনি চিত্ত জয় করেন, তিনি আমার মধ্যেই নির্বাণ ও শান্তি লাভ করেন।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ।। ১৬
অর্থ-অতি আহার, অনাহার, অতিনিদ্রা বা অতি জাগরণ কোনটিতেই যোগ সাদন হয় না।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মষু ।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭
অর্থ-যিনি পরিমিত আহার বিহার করেন পরিমিত প্রয়াস করেন যার নিদ্রা জাগরন নিয়মিত তিনিই যোগ অভ্যাসের দ্বারা সমস্ত জড় জাগতিক দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করতে পারেন।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে ।
নিস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮
অর্থ-যোগী যখন অনুশীলনের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ করেন এবং সমস্ত জড় কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মাতে অবস্থান করে তখন তিনি যোগযুক্ত হয়েছে বলা হয়।

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সেপমা স্মৃতা ।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতা যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯
অর্থ-বায়ু শুন্য স্থানে দীপ শিখা যেমন কম্পিত হয় না চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ অভ্যাসকারি যোগীর চিত্তও তেমনই ভাবে অবিচলিত থাকে।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।
যত্রো চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০
অর্থ- যোগযুক্ত ব্যক্তি চিত্তরোধ করিয়া এবং শান্ত মনে আত্মদর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করেন।

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদবুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১
অর্থ-আত্ম দর্শন হইলে যোগীর মনস্থির হয় এবং সেই অপূর্ব অবস্থায় বাক্যাতীত ও অতীন্দ্রিয় সুখ লাভ হইয়া থাকে।

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২
অর্থ- এই সুখ লাভ করিলে অন্য সকল সুখই তুচ্ছ বোধ হয় তখন অতিশয় দুঃখেও মন বিচলিত হয় না।

তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোনির্ব্বিন্নচেতসা ॥ ২৩
অর্থ-হে অর্জুন, যেই যোগে সুখ-দুঃখের লেশ মাত্র নাই, তুমি সেই যোগ অভ্যাস করিবে।

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংত্যক্তা সর্বানশেষতঃ ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪
অর্থ-অবিচালিত অধ্যবসায় এবং বিশ্বাষ সহকারে এই যোগ অনুশিলন করা উচিৎ সংকল্প জাত সমস্ত কামনা সম্পুর্ন রুপে ত্যাগ করে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বদিক থেকে নিবৃত্ত করা কর্তব্য।

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫
অর্থ-ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা মনকে ধীরে ধীরে নিবৃত্ত করে এবং কিছু চিন্তা না করে সমাধিস্থ হতে হয়।

www.bengaliebook.com

যতো যতো নিশ্চরতি মণশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬
অর্থ-যোগী তার চঞ্চল ও অস্থির মন যে বিষয় ধাবিত হয় সেই সেই বিষয়ে থেকে নিবৃত্ত করে আত্মাতে স্থির করবেন।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মসম্ ॥ ২৭
অর্থ-ব্রহ্মভূত অবস্থায় প্রশান্ত চিত্ত, রজ বৃত্তি রহিত এবং নিস্পাপ হয়ে যার মন আমাতে নিবিষ্ট হয়েছে তিনিই পরম সুখ প্রাপ্ত হয়।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮
অর্থ-এইভাবে আত্মসংযমী যোগী জড় জগতে সমস্থ কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্ম সংস্পর্শরুপ পরম সুখ আস্বাদন করেন।

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভুতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯
অর্থ-প্রকৃত যোগী সর্বভূতে আমাকে দর্শন করে এবং আমাতে সব কিছু দর্শন করেন। যোগযুক্ত আত্মা সর্বত্রই আমাকেই দর্শন করেন।

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি ।
তস্যহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০
অর্থ-যিনি সর্বত্র আমাকে দর্শন করেন এবং আমাতেই সমস্ত কিছু বস্তু দর্শন করেন আমি কখনো তার দৃষ্টির অগোচর হই না এবং তিনিও আমার দৃষ্টির অগোচর হন না।

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।

www.bengaliebook.com

সর্বথা বর্ত্তমানোপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১
অর্থ-যে যোগী সর্বভূতে সংস্থাপিত পরমত্মারুপে আমাকে জেনে আমার ভজনা করেন তিনি সর্ব অবস্থাতেই আমাতেই অবস্থান করেন।

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জুন ।
সুখং বা যদি বা দুঃখমং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২
অর্থ-হে অর্জুন যিনি সমস্থ জীবের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ বলে মনে করেন আমার মতে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

অর্জুন উবাচ :--
যোহয়ং যোগস্তয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসুদন ।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩
অর্থ-অর্জুন বললেন- হে মধুসুদন তুমি যে যোগ উপদেশ করলে, আমার মনের চঞ্চল স্বভাব বসত আমি তা সত্ত্বেও নিশ্চল স্থিতি দেখতে পাচ্ছি না।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুস্করম্ ॥ ৩৪
অর্থ-হে কৃষ্ণ মন অত্যন্ত চঞ্চল প্রবল এবং শরির ও ইন্দ্রিয়াদি বিক্ষেপ উৎপাদক তাকে বিষয় বাসনা থেকে নিবৃত্ত করা অত্যন্ত কঠিন তাই এই মনকে নিগ্রহ করা বায়ুকে বশীভুত করার থেকেও কঠিন বলে আমি মনে করি।

ভগবান উবাচ :--
অসংশয়ং মহাবাহো মনঃ দুর্নিগ্রহং চলম্ ।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫
অর্থ- ভগবান বললেন- হে মহাবাহো মন যে দুর্বার ও চঞ্চল ততে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয় ক্রমশ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভুত করা যায়।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোহবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬
অর্থ-অসংযত ব্যাক্তির পক্ষে আত্মোউপলব্ধি দুসপ্রাপ্যঃ কিন্তু যার মন সংযত এবং যিনি যথার্থ উপায় অবলম্বন করে মনকে বশ করতে চেষ্টা করেন তিনি অবশ্যই সিদ্ধি লাভ করে।
অর্জন ঊবাচ :- -
অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমনসঃ ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭
অর্থ-অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন- হে কৃষ্ণ শ্রদ্ধাবান সম্যক যত্নহীন যোগচ্যুত যোগী যোগে সিদ্ধি লাভ না করলে কোন মার্গে গমন করেন।

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমব নশ্যতি ।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়োব্রাহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮
অর্থ-হে মহাবাহো কৃষ্ণ ব্রহ্ম লাভের পথ থেকে বিমূঢ় হয়ে অপ্রতিষ্ঠ হয়ে পড়ে যে ব্যক্তি, সে কি ছিন্ন মেঘের মত একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ ।
ত্বদন্যঃ সংসয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯
অর্থ-হে কৃষ্ণ তুমিই কেবল আমার এই সংসয় দুর করতে সমর্থ। কারন তুমি ছারা আর কেউ এই সংসয় দুর করতে পারবে না।

ভগবান উবাচ :- -
পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে ।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিতদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০

অর্থ-ভগবান বললেন- হে পার্থ শূভানুষ্ঠানকারি পরমার্থ বিদের ইহলোক এবং পরলোকে কোন দুর্গতি হয় না, হে বৎস্য তার কারন কল্যান কারির কখনো অধঃগতী হয় না।

প্রাপ্য পুন্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ ।
শুচিনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥ ৪১
অর্থ-যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুন্যবানদের প্রাপ্য সর্গাদি লোক সকলে বহুকাল বাস করে সদাচারি গৃহে অথবা ধনীলোকদের গৃহে জন্ম গ্রহন করেন।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২
অর্থ-অথবা যোগভ্রষ্ট পুরুষ জ্ঞানবান যোগীগনের বংশে জন্মগ্রহন করেন। এই প্রকার জন্ম এই জগতে অবশ্য অত্যন্তই দুর্লভ।

অত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্ ।
যততে চ ততো ভূয় সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩
অর্থ-হে কুরুনন্দন সেই প্রকার জন্মগ্রহন করার ফলে তিনি পুনরায় তার পুর্বজন্মকৃত পারমার্থিক চেতনায় বুদ্ধি সংযোগ লাভকরে সিদ্ধি লাভের জন্য পুনরায় যত্নবান হন।

পুর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোপি সঃ ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪
অর্থ-তিনি পুর্ব জন্মের অভ্যাস বশে যেন অবশ হয়েও যোগ সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হন। এই প্রকার যোগশাস্ত্র জিজ্ঞাসু পুরুষ যোগ অনুশিলন করার সময়ই বেদোক্ত সকাম কর্ম মার্গকে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ সকাম কর্ম মার্গে যে ফল নিদৃষ্ট আছে, তার থেকে উৎকৃষ্ট লাভ করেন।

www.bengaliebook.com

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫
অর্থ-যোগী ইহ জন্মে পুর্বজন্মকৃত যত্ন অপেক্ষা অধিকতর যত্নকরে পাপ মুক্তহয়, পুর্ব জন্মের সাধন সঞ্চিত সংস্কার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করে পরম গতী লাভ করেন।

তপস্বিভ্যোধিকো যোগীজ্ঞানিভ্যোপি মতোহধিকঃ ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ॥ ৪৬
অর্থ-যোগী তপস্বীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানিদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবং সকাম কর্মিদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ অতএব হে অর্জুন সর্ব অবস্থাতেই তুমি যোগী হও।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গাতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭
অর্থ-যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্গাত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সব চেয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার সঙ্গেযুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের খেকে শ্রেষ্ঠ।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যাযাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
আত্মসংযমযোগো নাম ষষ্ঠোহধ্যাযঃ

www.bengaliebook.com

সপ্তম অধ্যায়ঃ জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ

ভগবান উবাচ : -
ময়ি আসক্তমনাঃ পার্থ যোগম্ যুঞ্জন মদাশ্রয় ।
অসংশয়ম্ সমগ্রম্ মাম্ যথা জ্ঞাস্যসি তত্ শৃনু ।।১
অর্থ-ভগবান বললেন-হে পার্থ আমাতে আসক্ত চিত্ত হয়ে আমাতে মন নিবেশ করে যোগ অভ্যাস করলে,কিভাবে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে জানতে পারবে তা শ্রবন কর।

জ্ঞানম্ তে অহম্ স বিজ্ঞানম্ ইদম্ বক্ষামি অশেষতঃ ।
যত্ জ্ঞাত্বা ন ইহ ভূয় অন্যত্ জ্ঞাতব্যম্ অবশিষ্যতে ।। ২
অর্থ-আমি এখন তোমাকে পুর্নরুপে ঐশর্য্যময় এবং মাধুর্য্যময় জ্ঞানের কথা বলব যা জানা হলে আর কিছুই জানার থাকে না।

মনুষ্যানাম্ সহস্রেষু কশ্চিত্ যততি সিদ্ধয়ে ।
যততাম অপি সিদ্ধিনাম্ কশ্চিত্ মাম্ বেত্তি তত্ত্বতঃ ।। ৩
অর্থ-হজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিত্ কোন একজন সিদ্ধি লাভের জন্য যত্ন করেন আর হাজার হাজার সিদ্ধদের মধ্যে কদাচিত্ একজন আমাকে অর্থাত্ আমার ভগবত্ স্বরুপকে তত্ত্বত অবগত হন।

ভূমিঃ আপঃ অনলঃ বায়ু খমঃ মনঃ বুদ্ধিঃ এব চ ।
অহংঙ্কার ইতি ইয়ম্ মে ভিন্না প্রকৃতি অষ্টধা ৪। ।
অর্থ-ভূমি জল বায়ু অগ্নি আকাশ মন বুদ্ধি এবং অহংঙ্কার এই অষ্টপ্রকরে আমার ভিন্নাজড়া প্রকৃতি বিভক্ত।

অপরা ইয়ম্ ইতঃ তু অন্যম্ প্রকৃতিম্ বিদ্ধি মে পরাম্ । জীবভূতাম্ মহাবাহো যয়া ইদম্ ধার্য্যতে জগত্ ।।৫

অর্থ-হে মহাবাহো এই নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতিত আমার আর একটি উৎকৃষ্ট প্রকৃতি রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্য স্বরূপা ও জীবভূতা, সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জড় জগতকে ধারন করে আছে।

এতত্ যেনীনি ভূতানী সর্বানি ইতি উপধারয় ।
অহম্ কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয় তথা ।।৬
অর্থ-আমার উভয় প্রকৃতি থেকে জড় ও চেতন সব কিছু উৎপন্ন হয়েছে।অতএব আমিই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মুল কারন।

মত্তঃ পরতরম্ ন অন্যত্ কিঞ্চিত্ অস্তি ধনঞ্জয় ।
ময়ি সর্বম্ ইদম্ প্রোতম্ সুত্রে মনিগণা ইব ।।৭
অর্থ-হে অর্জুন আমার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নাই। সুত্রে যেমন মনি সমুহ গাথা থাকে তেমনিই সমস্ত বিশ্ব আমাতে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থান করে।

রসঃ অহম্ অপ্সু কৌন্তেয় প্রভা অস্মি শশিসুর্য্যয় ।
প্রণবঃ সর্ব বেদেষু শব্দঃ খে খে পৌরুষম্ নৃষু ।।৮
অর্থ-হে কৌন্তেয় আমি জলের রস চন্দ্রসুর্য্রের প্রভা সর্ব বেদের প্রণব আকাশের শব্দ এবং মানুষের পৌরুষ।

পূন্য গন্ধঃ পৃথিব্যাম্ চ তেজ চ অস্মি বিভাবসৌ ।
জীবনম্ সর্বভূতেষূ তপঃ চ অস্মি তপস্বিষু ।।৯
অর্থ-আমি পৃথিবীর পবিত্র গন্ধ অগ্নির তেজ সর্বভূতের জীবন এবং তপস্বিদের তপ।

বীজম্ মাম্ সর্বভূতানাম্ বিদ্ধ পার্থ সনাতনম।
বুদ্ধি বুদ্ধিমতাম্ অস্ম তেজঃ তেস্মি নাম অহম্ ।।১০

অর্থ-হে পার্থ আমাকে স্থাবর জঙ্গম সর্বভূতের কারণ বলে জানবে। আমি বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এবংতেজস্বির তেজ।

বলম্ বলবতাম্ চ অহম্ কাম রাগ বিবর্জিতম্ ।
ধর্মা বিরুদ্ধঃ ভূতেষু কামঃ অস্মি ভরতর্ষভ ।১১
অর্থ-হে ভরতর্ষভ আমি বলবানের বিবর্জিত বল। এবং ধর্মের অবিরোধি কামরুপে অমি প্রাণীগনের মধ্যে বিরাজমান।

যে চ এব সাত্তিকা ভাবাঃ রাজসাঃ তমসাঃ চ যে ।
মত্তঃ এব ইতি তান বিদ্ধি ন তু অহম্ তেষু তে ময়ি ।।১২
অর্থ-প্রাণীগনের যে সমস্থ সাত্তিক তামসিক ও রাজসিক ভাব উৎপন্ন হয় তা আমার থেকে উৎপন্ন হয় বলে জনবে। যদিও তারা আমার থেকে উৎপন্ন তথাপি আমি সে সমস্ত ভাবের অধিন নই। কিন্তু সে সমস্ত ভাব আমার অধিন।

ত্রিভিঃ গুনময়ৈঃ ভাবৈঃ এভিঃ সর্বম্ ইদম্ জগত্ ।
মোহিতম্ ন অভিজানাতি মাম্ এভ্যঃ পরম্ অব্যয়ম্ ।।১৩
অর্থ-তিনটি গুনের দ্বারা (সত্ত্ব রজ এবং তম) মোহিত হওয়ার ফলে সমগ্র জগত্ এই সমস্ত ভাবের অতিত এবং অব্যয় আমাকে জানতে পারে না।

দৈবী হি এষা গুনময়ি মাম্ মায়া দুরত্যয়া ।
মাম্ এব প্রপদ্যন্তে মায়াম্ এতাম্ তরন্তি তে ।।১৪
অর্থ-আমার দৈবী মায়া ত্রিগুনাত্ত্বিকা এবং তা দুরতিক্রমনীয়া। কিন্তু যারা আমাতে প্রপত্তি করেন,তারাই এই মায়া উত্তীর্ন হতে পারেন।

ন মাম্ দুস্কৃতি নঃ মুঢ়া প্রপদন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়া অপহৃত জ্ঞানাঃ আসুরম্ ভাবম্ আশ্রিতাঃ ।।১৫

অর্থ-নরাধম মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাব সম্পন্ন সেই সমস্ত দুস্কৃত কারিরা কখন আমার শ্বরনাগত হয় না।

চতুবিধাঃ ভজন্তে মাম্ জনাঃ সুকৃতি নঃ অর্জুন ।
আর্তঃ জিজ্ঞাসুঃ অর্থাথী জ্ঞানি চ ভরতর্ষভ ।।১৬
অর্থ-হে ভরত শ্রেষ্ঠ অর্জুন আর্ত অর্থাথী জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী এই চার প্রকার পুন্য কর্মা ব্যক্তিগন আমার ভজনা করেন।

তেষাম্ জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক ভক্তিঃ বিশিষ্যতে ।
প্রিয় হি জ্ঞানিনঃ অত্যর্থম্ অহম্ সঃ চ মম প্রিয় ।।১৭
অর্থ-এই চার প্রকার ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত আমাতে একনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানিই শ্রেষ্ঠ। কেননা আমি তার অত্যন্ত প্রিয়, এবং তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয়।

উদারাঃ সর্ব এব এতে জ্ঞানী তু আত্মৈব মে মতম ।
আস্থিতঃ সঃ হি যুক্তাত্মা মাম্ এব অনুত্তমাম্ গতিম্ ।। ১৮
অর্থ-এই সকল ভক্তেরা সকলেই মহাত্মা কিন্তু যে জ্ঞানী আমাকে তত্ত্বগতভাবে জানেন তিনি আমাকেই আশ্রয় করেই অবস্থান করেন। আমার অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত হয়ে তিনি আমাকে লাভ করে।

বহুনাম্ জন্মনাম্ অন্তে জ্ঞানবান মাম্ এব অনুত্তমাম গতিম্ ।
বাসুদেবঃ সর্বম্ ইতি সঃ মহাত্মা সুদুর্লভ ।।১৯
অর্থ-বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্ব কারনের পরম কারনরুপে জেনে আমার শরনাগত হন সেইরুপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

কামৈঃ তৈঃ তৈঃ হৃত জ্ঞানাঃ প্রপদন্তে অন্য দেবতাঃ ।
তম তম নিয়মম আস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ।।২০

অর্থ-যাদের মন জড় কামনা বাসনা দ্বারা বিকৃত তারা অন্য দেব দেবীর শরনাগত হয়ে এবং তাদের স্বীয় স্বভাব অনুসারে নিয়ম পালন করে দেবতাদের উপসনা করে।

যঃ যঃ যাম্ যা্ তনুম্ ভক্তাঃ শ্রদ্ধয়া অর্চিতুম্ ইচ্ছতি ।
তস্য অচলম্ শ্রদ্ধাম্ তাম্ এব বিদধামি অহম্ ।।২১
অর্থ-পরমাত্মারুপে আমি সকলের হৃদয় বিরাজ করি। যখন কেউ দেবতাদের পূজা করতে ইচ্ছা করে আমি তাদের শ্রদ্ধানুসারে সেই সেই দেবতাদের প্রতি ভক্তি বিধান করি ।

সঃ তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্ত তস্য আরাধনম্ ঈহতে ।
লভতে চ ততঃ কামান ময়া এব বিহিতান হিতান ।।২২
অর্থ-সেই ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই দেবতার আরাধনা করেন এবং সেই দেবতার কাছ থেকে আমারই দ্বারা বিহিত কাম্য বস্তুলাভ করে।

অন্তবত্ তু ফলম্ তেষাম্ তত্ ভবতী অল্পমেধষাম ।
দেবান দেবযজঃ যান্তি মত্ ভক্তাঃ যান্তি মাম্ অপি ।।২৩
অর্থ-অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের আরাধনার ফল লব্ধ অস্থাই। দেবতাদের উপসকেরা তাদের আরাধ্য দেবতাদের লোক প্রাপ্ত হন, কিন্তু আমার ভক্তরা আমার পরম ধাম প্রাপ্ত হন।

অব্যক্তম্ ব্যক্তিম্ আপন্নম্ মন্যন্তে মাম্ অবুদ্ধয়ঃ ।
ঈরম্ ভাবম্ অজানন্তঃ মম অব্যয়ম্ অনুত্তমম্ ।।২৪
অর্থ-বুদ্ধিহীন মানুষেরা যারা আমাকে জানেনা, মনেকরে যে আমি এই রুপ এবং ব্যক্তিত্ব পরিগ্রহ করেছি। তাদের অজ্ঞতার ফলে তারা আমার নিত্য,অব্যয়,পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয়।

ন অহম্ প্রকাশঃ সর্বস্য যোগময়া সমাবৃতঃ ।
মূঢ় অয়ম্ ন অভিজানাতি লোকঃ মাম অজম অব্যয়ম ।।২৫
অর্থ-আমি বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদের কাছে কখনো প্রকাশিত হইনা।তাদের কাছে আমি আমার অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়া দ্বারা অবৃত্ত থাকি তাই এই মেহাচ্ছন্ন জগত্ জন্ম মৃত্যু রহিত আমার অব্যয় স্বরূপ জানতে পারে না।

বেদ অহম্ সম্ অতীতানি বর্তমানানি চ অর্জুন ।
ভবিষ্যানি চ ভূতানি মাম্ তু বেদ ন কর্শ্চন ।।২৬
অর্থ-হে অর্জুন ভগবানরুপে আমি অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত্ সম্বন্ধে সম্পুর্ন রুপে অবগত। আমি সকলকেই জানি কিন্তু আমাকে কেহই জানে না।

ইচ্ছা দ্বেষ সমুত্থেন দ্বন্ধ মেহেন ভারত ।
সর্ব ভূতানি সন্মেহম্ সর্গে যান্তি পরন্তপ ।।২৭
অর্থ-হে পরন্তপ অনকুল বিষয় ইচ্ছা এবং প্রতিকুল বিষয় দ্বেষ থেকে দন্ধ ভাবের উদয় হয়,তারই প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব জড় জগতে জন্ম গ্রহন করে।

যেষাম তু অন্তগতম্ পাপম্ জনানাম পুন্য কর্মণাম ।
তে দন্ধ মোহ নির্মুক্তাঃ ভজন্তে মাম্ দৃঢ়ব্রতাঃ ।।২৮
অর্থ-যে সমস্ত পুন্যবান ব্যক্তির পাপ সম্পুর্নরুপে দুরিভুত হয়েছে এবং যারা দ্বন্ধ এবং মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তারা দৃঢ় নিষ্ঠার সংঙ্গে আমার ভজনা করেন।

জরা মরন মোক্ষায় মাম আশ্রিত্য যতন্তি যে ।
তে ব্রক্ষ তত্ বিদুঃ কৃৎস্নম্ অধ্যাত্মম্ কর্ম চ অখিলম্ ।।২৯

অর্থ-যে সমস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা জড়া ও মৃত্যু থেকে মুক্তি লাভের জন্য আমাকে আশ্রয় করে সাধন করেন,তারা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মভূত,কেননা অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং কর্মতত্ত্ব সম্পুর্ণরূপে অবগত।

সাধিভূত অধিদৈবম্ মাম্ সাধিযজ্ঞম চ যে বিদুঃ ।
প্রায়ান কালে অপি চ মাম্ তে বিদুঃ যুক্ত চেতসঃ ।৩০।
অর্থ-যারা অধিভূত তত্ত্ব অধিদৈব তত্ত্ব এবং অধিযজ্ঞ তত্ত্ব সহ আমাকে পরমেশ্বর ভগবান বলে অবগত হন, তারা সমাহিত চিত্তে মরনকালে আমাকে জানতে পারেন।

ওং তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যাযাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যাযঃ ॥৭॥

অষ্টম অধ্যায়ঃ অক্ষরব্রহ্মযোগ

অর্জুন উবাচ :-
কিম্ তত্ ব্রহ্ম কি আধ্যাতম্ কি কর্ম পুরুষোত্তম্ ।
অধিভূতম্ চ কিম্ প্রোক্তম্ অধিদৈবম্ কিম্ উচ্যতে ।।১
অর্থ-অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন-হেপুরুত্তম ব্রহ্ম কি কর্ম কি অধিভূত অধিদৈবই বা কাকেবলে? তা আমাকে পষ্টকরে বল।

অধিযজ্ঞঃ কথম্ কঃ অত্র দেহে অস্মি মধুসুদন ।
প্রয়ান কালে চ কথম্ জ্ঞেয়ঃ অসি নিয়তাত্মভিঃ ।।২
অর্থ-হে মধুসুদন এই দেহে অধিযজ্ঞ কে,এবং কিরুপে তিনি অবস্থিত? মৃত্যুকালে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কিভাবে আপনাকে জানতে পারেন।

ভগবান উবাচ :-
অক্ষরম্ পরমম্ ব্রহ্ম সভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে ।
ভূতভাবোদ্ভবকর বিসর্গ্রঃ কর্ম সংজ্ঞিতঃ ।।৩
অর্থ-ভগবান বললেন নিত্য বিনাশ রহিত জীবকে বলা হয় ব্রহ্ম এবং তার স্বভাবকে অর্থাত্ প্রতি দেহে সেই আত্মার অবস্থিতিকে অধ্যাত্ম বলে। ভূত বস্তুর উৎপত্তিকর দেবতাদের উদ্দেশ্যে দ্রব্যাদি ত্যাগরুপ যজ্ঞকে কর্ম বলে।

অধিভূতম্ ক্ষরঃ ভাবঃ পুরুষঃ চ অধিদৈবতম্ ।
অধিযজ্ঞ অহম্ এব অত্র দেহে দেহভূতাম্ বর ।।৪
অর্থ-হে অর্জুন নশ্বর জড়া প্রকৃতি অধিভূত। অধিদৈব শব্দে সমস্ত দেবতাদের সমষ্টি রুপ বিরাট পুরুষকে জানবে;এবং দেহীদের দেহান্তরগত অন্তর্যামী পুরুষরুপে আমিই অধিযজ্ঞ।

অন্ত কালে চ মাম্ এব স্মরন মুক্তা কলেবরম্ ।

www.bengaliebook.com

যঃ প্রয়াতি সঃ মদ্ভাবম্ যাতি নাস্তি অত্র সংশয় ।।৫
অর্থ-মৃত্যুর সময় যিনি আমার স্মরন করে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাত্ আমার ভাবই প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যম যম অপি স্মরন ভাবম্ ত্যাজতি অন্তে কলেবরম্ ।
তম্ তম্ এব এতি কৌন্তেয় সদা তৎভাব ভাবিতঃ ।।৬
অর্থ-মৃত্যুর সময় যিনি যে ভাবে স্মরন করে দেহ ত্যাগ করেন, তিনি সেইভাব ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন।

তস্মাত্ সর্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ ।
ময়ি অর্পিত মনঃ বুদ্ধিঃ মাম্ এব এষ্যসি অসংশয়ঃ ।।৭
অর্থ-অতএব হে অর্জুন-সর্বদা আমাকে স্মরন করে তোমার স্বভাব বিহিত যুদ্ধ কর, তা হলে আমাতে তোমার মন ও বুদ্ধি অর্পিত হবে এবং নিঃসন্দেহে তুমি আমাকে লাভ করবে।

অভ্যাস যোগযুক্তেন চেতসা ন অন্যগামিনা ।
পরমম্ পুরুষম্ দিব্যম্ যাতি পার্থ অনুচিন্তয়ন ।।৮
অর্থ-হে পার্থ অভ্যাস যোগে যুক্ত হয়ে অনন্যগামী চিত্তে যিনি আমার ধ্যান করেন, তিনি অবশ্যই আমাকে প্রাপ্ত হয়।

কবিম্ পুরানাম্ অনুশাসিতারম
অণোঃ অনিয়াংসম অনুস্মরেদ যঃ ।
সর্বস্য ধাতারম্ অচিন্ত রুপম্
আদিত্যবর্নম তমসঃ পরস্তাত্ ।। ৯
অর্থ-সর্বজ্ঞ সনাতন নিয়ন্তা সুক্ষ্য থেকে সুক্ষ্যতর,সকলের বিধাতা,জড় বুদ্ধির অতীত,অচিন্ত পুরুষরুপে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করা উচিত্। তিনি সুর্যের মত জোর্তিময় এবং সেই জড়া প্রকৃতির অতীত।

প্রায়ানকালে মনসা অচলেন
ভক্ত্যা যুক্তঃ যোগবলেন চ এব ।
ভ্রুবোঃ মধ্যে প্রানম্ আবেশ্য সম্যক
সঃ তম্ পরম্ পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্ ।।১০
অর্থ-যিনি মৃত্যুর সময় অচঞ্চল চিত্তে ভক্তি সহকারে পুর্নযোগ অভ্যাস বশত ভ্রুযুগলের মধ্যে প্রানকে স্থীর করে পরমেশ্বর ভগবাকে স্বরন করেন, তিনি অবশ্যই সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয়।

যত্অক্ষরম্ বেদবিদঃ বদন্তি
বিশন্তি যত্ যতয়ঃ বীতরাগঃ ।
যত্ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্য্যম চরন্তি
তত্ তে পদম্ সংগ্রহেন প্রবক্ষ্যে ।।১১
অর্থ-বেদবিদ পন্ডিতেরা যাকে অক্ষর বলে অভিহিত করেন,বিষয় আশক্তি শুন্য সন্নাসীরা যারে লাভ করার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন তাদের কথা আমি তোমাকে বলব।

সর্বদ্বারানি সংযম্য মনঃ হৃদি নিরুধ্য চ ।
মুর্ধি আধায় আত্মনঃ প্রানাম আস্থিতঃ যোগধারনম্ ।।১২
অর্থ-ইন্দ্রিয়ের সবকটি দ্বার সংযত করে মনকে হৃদয়ের নিরুধ্য করে ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে প্রান স্থাপন করে যোগে স্থীত হতে হয়।

ওঁ ইতি একাক্ষরম ব্রহ্ম ব্যাহারন মাম্ অনুস্মরন ।
যঃ প্রযাতি ত্যজন দেহম্ সংযাতি পরামাম্ গতিম্ ।।১৩
অর্থ-যোগ অভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়ে পবিত্র ওঙ্কার উচ্চারন করতে করতে কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবাকে স্মরন করে দেহ ত্যাগ করেন,তিনি অবশ্যই পরমগতি লাভ করে।

অনন্য চেতাঃ সততম্ যঃ মাম্ স্মরতি নিত্যশঃ ।
তস্য অহম্ সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ।।১৪
অর্থ-যিনি একগ্র চিত্তে কেবল আমাকেই নিরন্তর স্মরন করেন, আমি সেই নিত্তযুক্ত ভক্ত যোগিদের কাছে সুলভ হই।

মাম্ উপেত্য পুনঃ জন্ম দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্ ।
ন অপ্পুবন্তি মহাত্মনঃ সংসিদ্ধিম্ পরমাম্ গতাঃ ।।১৫
অর্থ-মহাত্মগন ভক্তিপরায়ন যোগীগন, আমাকে লাভ করে আর এই দুঃখ্যপুর্ন নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহন করেন না, তারা সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেছেন।

আব্রহ্ম ভূবনাত্ লোকাঃ পুনঃ আবর্তিনঃ অর্জুন ।
মাম উপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম বিদ্যতে ।।১৬
অর্থ-হে অর্জুন ভূবন থেকে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে লাভ করলে তার আর জন্ম হয় না।

সহস্রযুগ পর্যন্তম্ অহঃ যত্ ব্রহ্মনঃ বিদুঃ ।
রাত্রিম যুগ সহস্রান্তাম তে অহোরাত্র বিদঃ জনাঃ ।।১৭
অর্থ-মনুষ্য মানের সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন এবং সহস্র চতুর্যুগে তার একরাত্র।

অব্যক্তাত্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্তি অহরাগমে ।
রাত্রি আগমে প্রলীয়ন্তে তত্র এব অব্যক্ত সংজ্ঞকে ।।১৮
অর্থ-ব্রহ্মার দিনের সমাগমে সমস্ত আকৃতি বিশিষ্ঠ বস্তু অব্যক্ত থেকে অভিব্যক্ত হয়, এবং ব্রহ্মার রাত্রীর আগমনে তা পুনরায় লয় প্রপ্ত হয়।

ভূত গ্রামঃ সঃ এব অয়ম্ ভূত্বা প্রলিয়তে ।

রাত্রি আগমে অবশঃ পার্থ প্রভবতি অহঃ আগমে ।।১৯
অর্থ-হেপার্থ সেইভূত সমুহ পুনপুন উৎপন্ন হয় ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে লয়প্রাপ্ত হয়,

পরঃ তস্মাত্ তু ভাবঃ অন্য অব্যক্তঃ অব্যক্তাত্ সনাতন ।
যঃ সঃ সর্বেষ্ ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ।।২০
অর্থ-আর একটি প্রকৃতি রয়েছে, যা নিত্য এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত বস্তুর অতীত। ব্রহ্মা থেকে স্থাবর জঙ্গম আদি সমস্ত ভূত বিনষ্ট হলেও তা বিনষ্ট হয় না।

অব্যক্ত অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ তম আহুঃ পরমাম্ গতিম্ ।
যম্ প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম্ পরমম্ মম্ ।।২১
অর্থ-সেই অব্যক্তকে অক্ষর বলে; তাই সমস্ত জীবের পরমা গতি। কেউ যখন সেখানে যায় তখন আর তাকে এই জগতে ফিরে আসতে হয় না। সেইটিই হচ্ছে আমার পরম ধাম।

পুরুষঃ সঃ পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যঃ তু অনন্যয়া ।
যস্য অন্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বম্ ইদম্ ততম্ ।।২২
অর্থ-হেপার্থ সমস্ত জীব জগত্ ভগবানের মধ্যেই অবস্থিত। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অনন্য ভক্তির মধ্যেই কেবল তাকে লাভ করা যায়। তিনি যদিও তার ধামে নিত্য বিরাজ মান তবুও সর্বব্যপ্ত এবং সব কিছু তারই মধ্যে অবস্থিত।

যত্র কালে তু অনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিম চ এব যোগিনঃ ।
প্রয়াতাঃ যান্তি তম্ কালম্ বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ।।২৩
অর্থ-হে ভরতশ্রেষ্ঠ যে কালে মৃত্যু হলে উপাসকেরা যথাক্রমে মোক্ষ ও পুনর্জন্ম লাভ করেন,সেই কালের কথা আমি তোমাকে বলব।

অগ্নিঃ জ্যোতিঃ অহঃ শুক্ল ষ্ন্মাসাঃ উত্তরায়ণম্ ।

তত্র প্রয়াতাঃ গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ ।।২৪
অর্থ-ব্রহ্মবিদ পুরুষগন অগ্নি, জ্যোতি, শুভদিন ও উত্তরায়ন কালে দেহ ত্যাগ করলে ব্রহ্ম লাভ হয়।

ধুমঃ রাত্রিঃ তথা কৃষ্ণঃ ষন্মাসাঃ দক্ষিণায়নম্ ।
তত্র চান্দ্রমসম্ জ্যোতিঃ যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ।।২৫
অর্থ-ধুমরাত্রি কৃষ্ণপক্ষ অথবা দক্ষিনায়নের ছয়মাস কালে দেহত্যাগ করলে চন্দ্রলোকে গমন করে তাদের কর্মফল স্বরুপ সুখভোগ করার পর মর্তলোকে প্রত্যাবর্তন করেন।

শুক্ল কৃষ্ণে গতী হি এতে জগতঃ শাশ্বতে মতে ।
একয়া যাতি অনাবৃত্তিম্ অন্যয়া আবর্ততে পুনঃ ।।২৬
অর্থ-বৈদিক মতে দুইটি মার্গ রয়েছে। একটি শুক্লএবং অপরটি কৃষ্ণ। শুক্ল মার্গে দেহ ত্যাগ করলে তাকে আর এই জগতে ফিরে আসতে হয় না,কিন্তু কৃষ্ণমার্গে দেহ ত্যাগ করলে,এই জড় জগতে আবার ফিরে আসতে হয়।

ন এতে সৃতী পার্থ জানন যোগী মুহ্যতী কশ্চন ।
তস্মাত্ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ ভব অর্জুন ।।২৭
অর্থ-হে অর্জুন ভক্তরা এই দুইটি মার্গ সম্বন্ধে অবগত হয়ে কখনো মোহগ্রস্ত হয় না অর্থাত্ উভয় মার্গকেই ক্লেশকর জেনে অনন্য ভক্তিযোগ অবলম্বন করেন।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপষু চ এব
দানেষু যত্ পুন্য ফলম্ প্রদিষ্টম্ ।
অত্যেতি তত্ সর্বমিদম্ বিদিত্বা
যোগী পরম্ স্থানম্ উপৈতি চ আদ্যম্ ।।২৮

অর্থ-ভক্তিযোগ অবলম্বন করলে তুমি কোন কালেই বঞ্চিত হবে না। বেদপাঠ, যজ্ঞ, অনুষ্ঠান, তপস্যা,দান ইত্যাদি যত প্রকার জ্ঞান কর্ম আছে সে সমুদয়ের যে ফল তুমি তা ভক্তিযোগ দ্বারা লাভ করে আদি ও পরম ধাম প্রাপ্ত হও।

ওং তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যাযাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
অক্ষরব্রহ্মযোগো নামাষ্টমোঽধ্যাযঃ ॥৮॥

নবম অধ্যায়ঃ রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ

ভগবান উবাচ :-
ইদম্ তু ত্বম্ গুহ্যতমম্ প্রবক্ষামি অনসুয়বে ।
জ্ঞানম বিজ্ঞান সহিতম্ যত্ জ্ঞাত্বা মোক্ষস্যে অশুভাত ।।১
অর্থ-ভগবান বললেন হে অর্জুন নিমৎসর বলে তোমাকে আমি পরম বিজ্ঞান সমন্বিত সব চেয়ে গোপনীয় জ্ঞান উপদেশ করছি সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে তুমি দুঃখ্যময় সংসার থেকে মুক্ত হও।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম পবিত্রম্ ইদম্ উত্তমম্ ।
প্রত্যক্ষ অবগমম্ ধর্মম্ সুসুখম্ কর্তুম্ অব্যয়ম্ ।।২
অর্থ-এই জ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজা সমস্ত গুজ্যতত্ত্ব থেকেও গুহ্যতর অতি গুহ্যতর অতি পবিত্র এবং প্রতক্ষ্যরুপে আত্ত্ব উপলব্ধি প্রদান করে বলে প্রকৃত ধর্ম। এই জ্ঞান অব্যয় এবং সুখসাধ্য।

অশ্রদ্দধ্যানঃ পুরুষাঃ ধর্মস্য অস্য পরন্তপ ।
অপ্রাপ্য মাম্ নিবর্তন্তে মৃত্যু সংসার বর্ত্মনি ।।৩
অর্থ-হে পরন্তপ যে সমস্ত জীবের শ্রদ্ধা উদিত হয়নি, তারা এই পরম ধর্মরুপ ভগবৎভক্তি লাভ করতে অসমর্থ হয়ে এই জড় জগতে জন্ম মৃত্যুর আবর্তে পতিত হয়।

ময়া ততম্ সর্বম্ জগত্ অব্যক্ত মুর্ত্তিন ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চ অহম্ তেষু অবস্থিত ।।৪
অর্থ-অব্যক্ত রুপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম ।

ভূতভৃত্ ন চ ভূতস্থঃ মম আত্মা ভূতভাবনঃ ।।৫
অর্থ-যদিও সব কিছুই আমারই সৃষ্ট তবুও তারা আমাতে অবস্থিত নয়। আমার যোগৈশ্বর্য্য দর্শন কর। যদিও আমি সমস্ত জীবের ধারক এবং যদিও আমি সর্বব্যাপ্ত তবুও অমি সমস্ত সৃষ্টির উৎস।

যথা আকাশস্থিতঃ নিত্যম্ বায়ু সর্বত্রগঃ মহান ।
তথা সর্বানি ভূতানি মৎস্থানি ইতি উপধারয় ।।৬
অর্থ-মহান বায়ু যেমন সর্বত্র বিচর শীল হওয়া সত্তেও সর্বদা আকাশে অবস্থান করে তেমনই জগত্ আমাতে অবস্থান করে।

সর্বভূতানি কৌন্তয় প্রকৃতিম্ যান্তি মামিকাম্ ।
কল্পক্ষয়ে পুনঃ তানি কল্পদৌ বিসৃজামি অহম্ ।। ৭
অর্থ-হে-কৌন্তেয় কল্পান্ত সমস্ত জড় বস্তু আমারই প্রকৃতে প্রবেশ করে,এবং পুনরায় কল্পারম্ভে প্রকৃতির দ্বারা আমি তাদের সৃষ্টি করি।

প্রকৃতিম্ স্বাম্ অবষ্টভ্য বিসৃজইম পুনঃ পুনঃ ।
ভূতগ্রামম্ ইমম্ কৃৎস্নম্ অবশম্ প্রকৃতেঃ বশাত্ ।৮।
অর্থ-হে-কৌন্তেয় কল্পান্ত সমস্ত জড় বস্তু আমারই প্রকৃতে প্রবেশ করে,এবং পুনরায় কল্পারম্ভে প্রকৃতির দ্বারা আমি তাদের সৃষ্টি করি।

ন চ মাম্ তানি কর্মানি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ।
উদাসীনবত্ আসিনম্ অসক্তম্ তেষু কর্মষু ।।৯
অর্থ-হে ধনঞ্জয় সেই সমস্ত কর্ম আমাকে আবদ্ধ করতে পারে না। আমি সেই সমস্ত কর্মে অনাসক্ত ও উদাসিনের ন্যায় অবস্থিত থাকি।

ময়া অধ্যক্ষেন প্রকৃতিঃ সুয়তে সঃ চরাচরম্ ।
হেতুনা অনেন কৌন্তেয় জগত্ বিপরিবর্ততে ।।১০

www.bengaliebook.com

অর্থ-হে কেন্তেয় আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা ত্রিগুনাত্তিকা মায়া এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি কও। প্রকৃতির নিয়মে এই জগত্ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।

অবজানন্তি মাম্ মূঢ়া মানুষীম্ তনুম্ আশ্রিতম্ ।
পরম ভাবম্ অজানন্তঃ মম্ ভূত মহেশ্বরম্ ।।১১
অর্থ-আমি যখন মানুষ রুপে অবতীর্ন হই,মুর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে তারা আমার পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত হন না, এবং তারা আমাকে সর্বভূতের মহেশ্বর বলে জানে না।
মোঘশাঃ মোঘকর্মানঃ মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।
রাক্ষসীম্ আসুরীম্ চ এব প্রকৃতিম্ মোহিনীম্ শ্রিতাঃ ।।১২
অর্থ-এই ভাবে যারা মোহচ্ছন্ন হয়েছে তারা রাক্ষসী বা আসুরী ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেই মোহছন্ন অবস'ায় তাদেরও মুক্তি লাভের আশা, তাদের স্বকাম কর্ম এবং জ্ঞানের প্রয়াস সমস্তই ব্যর্থ হয়।

মহাত্মনঃ তু মাম্ পার্থ দৈবীম্ প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ ।
ভজন্তি অনন্যমনসঃ জ্ঞাত্বা ভূত আদিম্ অব্যয়ম্ ।১৩
অর্থ-হে পার্থ মোহযুক্ত মহাত্মাগন আমার দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করেন। তারা আমাকে সর্বভূতের কারন ও অবিনাশী জেনে অনন্য চিত্তে ভজনা করেন।

সততম্ কীর্তয়ন্ত মাম্ যতন্তঃ চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
নমস্যন্তঃ চ মাম্ ভক্তা নিত্যযুক্ত উপাসতে ।।১৪
অর্থ-ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রতে দৃঢ়নিষ্ট ও যত্নশীল হয়ে সেই ভক্তরা সর্বদা আমার মহিমা কির্তন করে এবং সর্বদা ভক্তি পুর্বক আমার উপসনা করেন।

জ্ঞানযজ্ঞেন চ অপি অন্যে যজন্তঃ মাম্ উপাসতে ।
একত্যেন পৃথক্তেন বহুধা বিশ্বতমুখম্ ।।১৫

অর্থ-অন্য কেউ কেউ জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা, অভেদ চিন্তাপুর্বক, কেউ কেউ বহুরুপে প্রকাশিত ভেদ চিন্তাপুর্বক, এবং অন্য কেউ আমার বিশ্বরুপের, উপসনা করে।

অহম্ ক্রতুঃ অহম্ যজ্ঞঃ স্বধা অহম্ অহম্ ঔষধম্ ।
মন্ত্র অহম্ অহম্ এব আজ্যম্ অহম্ অগ্নিঃ অহম্ হুতম্ ।। ১৬
অর্থ-আমি অগ্নিষ্টোম আদি শ্রৌত যজ্ঞ আমি বৈশ্যদেব আদি স্মার্ত যজ্ঞ,আমি পিত্রিপুরুষদের উদ্বেশ্যে কর্ম,আমি রোগ নিবারক ভেষজ, আমি মন্ত্র, আমি হোমের ঘৃত,আমি হোমাগ্নি এবং আমিই হোমক্রিয়া।

পিতা অহম্ অস্য জগতঃ মাতা ধাতা পিতামহঃ ।
বেদ্যম্ পবিত্রম্ ওঙ্কার ঋক সাম্ যজুঃ এব চ ।।১৭
অর্থ-আমিই জগতের পিতামাতা সর্ব প্রাণীর কর্মফল প্রানদাতা এবং পিতামহ ঋক সাম এবং যজুঃ (বেদসমুহ)।

গতিঃভর্তা প্রভূ সাক্ষী নিবাসঃ শরনম্ সুহৃত্ ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানম্ নিধানম্ বীজম্ অব্যয়ম্ ।। ১৮
অর্থ-আমি সকলের গতীভর্তা প্রভু সাক্ষীনিবাস শরণ,সুহৃদ, উৎপত্তি, নাশ,স্থিতি, হেতু এবং অব্যয় বীজ।

তপামি অহম্ অহম্ বর্ষম্ নিগৃহ্নামি উৎসৃজামি চ ।
অমৃতম্ চ এব মৃত্যুঃ চ সত্ অসত্ চ অহম অর্জুন ।।১৯
অর্থ-হে অর্জুন আমি তাপএবং আমি বিষ্টি, আমি জল বর্ষনকারী ও জল আকর্ষন করি; আমি অমৃত এবং আমি মৃত্যু; আমি সত্ত্বা এবং সত্ত্বাহীন।

ত্রৈবিদ্যা মাম্ সোমপাঃ পুত পাপাঃ
যজ্ঞৈঃ ইষ্টা সর্গতিম্ প্রার্থয়ন্তে ।

তে পুন্যম্ আসাদ্য সুরেন্দ্র লোকম
অশ্নন্তি দিব্যান দিবি দেবভোগান ।।২০

তে তম ভূক্তা সর্গ লোকম্ বিশালম্
ক্ষীনে পুন্যে মর্ত্যলোকম্ বিশন্তি ।
এবম্ ত্রয়ী ধর্মম্ অনুপ্রপন্না
গতাগতম্ কাম কামাঃ লভন্তে ।।২১

অর্থ-ত্রিবেদ যজ্ঞগন যজ্ঞ অনুষ্ঠান দ্বারা আমাকে আরাধনা করে যজ্ঞাবশিষ্ঠ সোমরস পান করে পাপ মুক্ত হন এবংস্বর্গ কামনা করেন। তারা পুন্য কর্মের ফল স্বরুপ ইন্দ্র লোকলাভ কওে দিব্য স্বর্গসুখ উপভোগ করেন। তারা সেই বিপুলস্বর্গলোক উপভোগ করে পুন্য ক্ষয় হলে আবার মর্তলোকে ফিরে আসেন। এই ভাবে ত্রিবেদক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান করে ইন্দ্রিয় ভোগ আকাঙ্খি মানুষেরা সংসারে জন্ম মৃর্ত্যর আবর্তে আবর্তিত হয়।

অনন্যাঃ চিন্তয়ন্তঃ মাম্ যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাম্ নিত্য অভিযুক্তানাম্ যোগক্ষেমম্ বহামি অহম্ ।।২২

অর্থ-অনন্য চিত্তে আমার চিন্তায় মগ্নহয়ে যারা আমার উপসনা করে আমি তাদের সমস্ত অভাব পুরন করি এবং তাদের প্রাপ্ত বস্তু সংরক্ষণ করি।

যে অপি অন্য দেবতা ভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধায়ান্বিতাঃ ।
তে অপি মাম্ এব কৌন্তেয় যজন্তি অবিধিপুর্বকম্ ।।২৩

অর্থ- হে কৌন্তেয় যারা ভক্তি পুর্বক অন্য দেবতাদের পূজা করেন তারাও অবিধি পুর্বক আমারই পূজা করেন।

অহম্ হি সর্ব যজ্ঞানাম্ ভোক্তা চ প্রভূঃ এব চ ।
ন তু মাম্ অভিজানন্তি তত্ত্বেন অতঃ চ্যবন্তি তে ।।২৪

অর্থ-আমিই যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভূ। যারা আমার চিন্ময় স্বরুপ জানেনা তারা আবার সংসার সমুদ্রে অধোপাতিত হয়।

যান্তি দেবব্রতা দেবান পিতৃন যান্তি পিতৃব্রতা ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজাঃ যান্তি মত্ যাজিনঃ অপি মাম্ ।।২৫
অর্থ-দেবতাদের উপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হবেন; যারা ভূত প্রেতাদির উপাসক তারা ভূত লোকই লাভ করে; যারা পিত্রী পুরুষদের উপাসক, তারাঅনিত্য পিত্রি লোক লাভ কওে;এবং যারা আমার উপাসনা কওে, তারা আমাকেই লাভ করে।

পত্রম্ পুস্পম্ ফলম্ তোয়ম্ যঃ মে ভক্তাঃ প্রযচ্ছতি ।
তত্ অহম্ ভক্ত্যুপহৃতম্ অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ।।২৬
অর্থ-যে বিশুদ্ধ চিত্ত নিস্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তি পুর্বক পত্র, পুস্প, ফল ও জল অর্পন করেন,আমি তার সেই ভক্তি প্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহন করি।

যত্ করোষি যত্ অশ্নাসি যত্ জুহোসি দদাসি যত্ ।
যত্ তপস্যসি কৌন্তেয় তত্ কুরুস্ব মত্ অর্পনম্ ।।২৭
অর্থ-হে কৌন্তেয় তুমি যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর, সেই সমস্তই আমাকেই অর্পন কর।

শুভ অশুভ ফলৈঃ এবম্ মোক্ষ কর্ম বন্ধনৈঃ ।
সন্ন্যাস যোগ যুক্তাত্মা বিমুক্ত মাম্ উপৈষসি ।।২৮
অর্থ – এই ভাবে আমাকে সমস’ কর্ম অর্পন দ্বারা শুভ এবং অশুভ ফল বিশিষ্ট কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হবো। এই ভাবে সন্নাস যোগে যুক্ত হয়ে তুমি মুক্ত হবে এবং আমাকেই প্রাপ্ত হবে।

সমঃ অহম্ সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্য অস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাম্ ভক্তা ময়ি তে তেষু চ অপি অহম্ ।।২৯
অর্থ-আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। কেউ আমার প্রিয় নয় ও অপ্রিয়ও নয়। কিন্তু যারা ভক্তি পুর্বক আমাকে ভজনা করেন তারা সভাবতই আমাতে অবস্থান করেন, অমিও তাদের হৃদয় বাস করি।

অপি চেত্ সুদুরাচারঃ ভজতে মাম্ অনন্যভাক্ ।
সাধু এব সঃ মন্তব্যঃ সম্যক ব্যবসিতঃ হি সঃ ।।৩০
অর্থ-অতি দুরাচারি ব্যাক্তিও যদি অনন্য ভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করেন, তাকে সাধুবলে মনে করবে, কারন তিনি যথার্থ মার্গে অবস্থিত।

ক্ষিপ্রম্ ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বত্ শান্তিম্ নিগচ্ছতি ।
কৌন্তেয় প্রতিজানিহী ন মে ভক্তঃ পনশ্যতি ।।৩১
অর্থ-তিনি শিগ্রই ধর্ম আত্মায় পরিনত হয় এবং শান্তি লাভ করেন। হে কৌন্তেয় আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না, সে কথা দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষনা করে দাও।

মাম্ হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যে অপি স্যু পাপযোনয় ।
স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাঃ তথা শুদ্রাঃ তে অপি যানি- পরাম্ গতিম্ ।।৩২
অর্থ-হে পার্থ অন-জ ম্লেচ্ছগনও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীলোকেরা তথা বৈশ্যা শুদ্র প্রভৃতি নিচবর্নস- মানুষেরা আমার অনন্যা ভক্তিকে বিষেশ ভাবে আশ্রয় করলে অবিলম্বে পরাগতী লাভ করে।

কিম পুনঃ ব্রাহ্মণাঃ পুন্যাঃ ভক্তাঃ রজর্ষয় তথা ।
অনিত্যম্ অসুখম্ লোকম্ ইমম্ ভজস্ব মাম্ ।৩৩।
অর্থ-পুন্যজন্ম ব্রক্ষভক্ত এবংক্ষত্রিয়দের আর কি কথ? তারা আমাকে আশ্রয় করলে নিশ্চয় পরা গতী লাভ করবেন। অতএব যখন এই অনিত্য দুঃখময় মর্ত্তলোকে মনুষ্য দেহ ধারন করেছে, তখন অন্যান্য সমস্ত কর্তব্য ত্যাগ করে আমাকেই ভজনা করে।

মন্মনাঃ ভব মত্‌ ভক্ত যাজী মাম্‌ নমস্কুরু ।

মাম্‌ এব এষ্যসি যুক্তৈবম্‌ আত্মনম্‌ মৎপরায়ণঃ ।৩৪।
অর্থ-তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত করে আমাকে প্রনাম কর এবং আমার পূজাকর। সম্পুর্নরুপে আমাকে আশ্রয করে তুমি অবশ্যই আমাকে লভ করবে।

ওং তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যাযাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যাযঃ ॥৯॥

দশম অধ্যায়ঃ বিভূতিযোগ

ভগবান উবাচ :-
ভূয় এব মহাবাহো শৃনু মে পরমম্ বচঃ ।
যত্ তে অহম্ প্রীয়মানয় বক্ষামি হিতকাময়া ।।১
অর্থ-ভগবান বললেন হে মহাবাহো তুমি আমার প্রিয় পাত্র তাই তেমার হিতকামনায় আমি যা পুর্বে বলেছি তার থেকেও উৎকৃষ্ট তত্ত্ব বলছি তুমি তা মনোযোগ সহকারে শ্রবন কর।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবম্ ন মহার্ষয় ।
অহম্ আদিঃ হি দেবানাম্ মহষীনাম্ চ সর্বশঃ ।।২
অর্থ-মহর্ষিরা বা দেবতারাও আমার উৎপত্তি অবগত হতে পারে না কারন আমি দেবতা ও মহর্ষিদের আদি কারন।

যঃ মাম্ অজম্ অনাদিম্ চ বেত্তি লোক মহেশ্বরম্ ।
অসংমূঢ় সঃ মর্ত্তেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।।৩
অর্থ-যিনি আমাকে আদিহীন জন্মরহিত ও সর্বলোকের মহেশ্বর বলে জানেন, মানুষের মধ্যে তিনিই মোহশুন্য হয় এবং সমস্ত পাপথেকে মুক্ত হন।

বুদ্ধিঃ জ্ঞানম্ অসংমোহ ক্ষমা সত্যম্ দমঃ শমঃ ।
সুখম্ দুঃখম্ ভবঃ অভাবঃ ভয়ম্ চ অভয়ম্ এব চ ।।৪

অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ তপঃ দানম্ যশঃ অযশঃ ।
ভবন্তি ভাবাঃ ভূতানাম্ মত্তঃ এব পৃথগবিধাঃ ।।৫
অর্থ-বুদ্ধি, জ্ঞান, মোহমুক্তি, ক্ষমা, সত্য, বাহ্যেইন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম, সুখ,দুঃখ, জন্ম,মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমচিত্ততা, সন্তোষ,

তপস্যা, দান, ধর্ম নিমিত্ত কীর্ত্তি ও অধর্ম নিমিত্ত অকির্ত্তি এই সবই আমার থেকে উৎপন্ন হয়।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পুর্বে চত্বার মনবঃ তথা ।
মদভাবাঃ মানসঃ জাত্ঃ যেসাম্ লোক ইমাঃ প্রজাঃ ।।৬
অর্থ-সপ্ত মহর্ষি তাদের পুর্বজাত সনকাদি চার কুমার এবং চতুর্দশ মনু, সকলেই আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এবং এই জগতের স্থাবর জঙ্গম আদি সমস্ত প্রজা তারাই সৃষ্টি করেছেন।

এতাম্ বিভূতিম্ যোগম্ চ মম্ যঃ বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
সঃ অবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে ন অত্র সংসয় ।।৭
অর্থ-যিনি আমার এই বিভূতি এবং যোগ যথার্থরুপে জানেন তিনি অবিচলিত ভাবে আমার সেবায় যুক্ত হন, সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই।

অহম্ সর্বস্য প্রভবঃ মত্তঃ সর্বম্ প্রবর্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাম্ বুধাঃ ভাবসমন্বিতা ।।৮
অর্থ-আমি জড় এবং চেতন জগতের সবকিছুর উৎস। সবকিছু আমার থেকে প্রবর্তিত হয়। সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে যারা শুদ্ধ ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন তারাই যথার্থ তত্ত জ্ঞানী।

মত্-চিত্তাঃ মত্-গতপ্রানাঃ বোধয়ন্ত পরস্পরম্ ।
কথয়ন্ত চ মাম্ নিত্যম্ তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ।।৯
অর্থ-যারা আমাকে চিত্ত ও প্রান সম্পুর্নরুপে সমর্পন করেছেন,তারা পরস্পরের মধ্যে আমার কথা আলাচনা করে এবংআমার সম্বন্ধে পরস্পকে বুঝিয়ে পরম সন্তোষ ও অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করেন।

তেষাম সততযুক্তানাম্ ভজতাম্ প্রীতিপুর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগম্ তম্ যেন মাম্ উপযান্তি তে ।।১০
অর্থ-যারা নিত্ত ভক্তি যোগ দ্বারা প্রীতিপুর্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাদের শুদ্ধ জ্ঞান জনিত বুদ্ধি দান করি, যার দ্বারা তারা আমার কাছে ফিরে আসতে পারে।

তেষাম্ এব অনুকম্পার্থম্ অহম্ অজ্ঞানজম্ তমঃ ।
নাশয়ামি আত্ম ভাবস্ত জ্ঞান দীপেন ভাস্ববা ।।১১
অর্থ-তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে আমি তাদের হৃদয়ে অবস্থি হয়ে উজ্জল জ্ঞান প্রদীপ দ্বারা অজ্ঞান জনিত মোহান্ধকার নাশ করি।

অর্জন উবাচ :-
পরম্ ব্রহ্ম পরম্ ধাম্ পবিত্রম্ পরমম্ ভবান ।
পুরুষম্ শাশ্বতম্ দিব্যম্ আদি দেবম্ অজম বিভূম ।। ১২

আহু ত্বাম্ ঋষয় সর্বে দেবর্ষিঃ নারদ তথা ।
আসিতঃ দেবলঃ ব্যাসঃ স্বয়ম্ চ এব ব্রবীষি মে ।।১৩
অর্থ-অর্জুন বললেন তুমি পরম ব্রহ্ম পরমধাম পরম পবিত্র পরম পুরুষ নিত্য আদি দেব,অজ ও বিভূ। দেবর্ষি নারদ,অসিত,দেবল, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিরা তোমাকে সেই
ভাবে বর্ননা করেছেন এবং তুমি নিজেও তা এখন আমাকে বলছ।

সর্বম্ এতত্ ঋতম্ মন্যে যত্ মাম্ বদসী কেশব ।
ন হি তে ভগবন ব্যক্তিম্ বিদুঃ দেবাঃ ন দানবাঃ ।।১৪
অর্থ-হে কেশব,তুমি আমাকে যা বলছ তা আমি সত্য বলে মনে করি? হেভগবান দেবতা এবং দানবেরা কেউই তোমার তত্ত ভাল ভাবে জানে না।

সয়ম্ এব আত্মনা আত্মনম্ বেত্থ ত্বম্ পুরুষত্তম্ ।

ভূতভাবন্ ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ।।১৫
অর্থ-হে ভূতভাবন হে ভূতেশ হে দেব হে জগৎপতে হে পুরুষোত্তম তুমি নিজেই তোমার চিৎশক্তির দ্বারা তোমার ব্যক্তিত্ত অবগত আছ।

বক্তুম অর্হসি অশেষেন দিব্যাঃ হি আত্মা বিভূতয়া ।
যাভিঃ বিভূতিভিঃ লোকান ইমান ত্বম্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ।। ১৬
অর্থ-তুমি যে বিভূতির দ্বারা এই লোক সমুহ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছ, সেই সমস্ত দিব্য
আত্ম বিভূতি সম্যক রুপে বর্ননা করতে কেবল তুমিই সমর্থ।

কথম্ বিদ্যামহম্ যোগিন ত্বাম্ সদা পরিচিন- য়ন ।
কেষু কেষূ চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি ভগবন ময়া ।। ১৭
অর্থ-হে যোগেশ্বর কিভাবে সর্বদা তোমার চিনা করলে আমি তোমাকে জানতে পারব? হে ভগবান, কোন কোন বিবিধ আকৃতির মাধ্যমে আমি তোমাকে ধ্যান করব।

বিস্তারেন আত্মনঃ যোগম্ বিভূতি চ জনার্দন ।
ভূয় কথয় তৃপ্তিঃ হি শৃন্নতঃ নাস্তি মে অমৃতম্ ।। ১৮
অর্থ-হে জনার্দন তোমার যোগ তোমার বিভূতি বিস্তৃত ভাবে আমাকে আবার বল কারন তেমার উপদেশামৃত পান করেও আমার পরিতৃপ্তি হচ্ছে না; আমি আর শুনতে ইচছা করি।
ভগবান উবাচ :-
হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যাঃ হি আত্মবিভূতয়া ।
প্রধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্তি অন্ত বিস্তরস্য মে ।।১৯
অর্থ-ভগবান বললেন-হে অর্জুন আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নেই,কয়েকটি প্রধান প্রধান বিভূতির কথাবলি তুমি শ্রবন কর।

অহম্ আত্মা গুড়াকেশ সর্বভূত আশয়স্থিতঃ ।
অহম আদি চ মধ্যম্ চ ভূতানাম্ অন্তঃ এব চ ।।২০
অর্থ-হে-গুড়াকেশ আমিই সমস্ত জীবের হৃদয় অবস্থিত পরমাত্মা, আমি সর্ব ভূতের আদি মধ্য ও অনত।

আদিত্যানাম অহম্ বিষ্ণুঃ জ্যোতিষাম্ রবি অংশুমান ।
মরিচিঃ মরুতাম্ অস্মি নক্ষত্রনাম্ অহম্ শশী ।।২১
অর্থ-আমি আদিত্যদের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিস্কদের মধ্যে কিরনশালী সুর্য, মরুতদেও মধ্যে মরীচি এবং নক্ষত্রদের মধ্যে চন্দ্র।

বেদানাম্ সামবেদঃ অস্মি দেবানাম অস্মি বাসবঃ ।
ইন্দ্রিনাম্ মন চ অস্মি ভূতানাম অস্মি চেতনা ।২২
অর্থ-সমস্ত বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, সমস্ত দেবতাদের মধ্যে আমি ইন্দ্র, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধো আমি মন,সমস্ত জীব সত্তার মধ্যে আমি চেতনা।

রুদ্রানাম শঙ্কর চ অস্মি বিত্তেশঃ যক্ষরক্ষসাম্ ।
বসুনাম পাবকঃ চ অস্মি মেরু শিখরিনাম অহম্ ।। ২৩
অর্থ-রুদ্রের মধ্যে আমি শিব, যক্ষ এবং রাক্ষসদের মধ্যে আমি কুবের,বসুদের মধ্যে আমি অগ্নি এবং সমস্ত পর্বতের মধ্যে আমি সুমের।

পুরোধসাম্ চ মুখ্যম্ মাম্ বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।
সেনানীনাম্ অহম্ স্কন্দঃ সরসাম অস্মি সাগরঃ ।।২৪
অর্থ-হে অর্জুন পুরহিতদের মধ্যে মহাভক্ত বৃহস্পতি সেনাদের মধ্যে আমি কার্তিক জলাশয়ের মধ্যে আমি সাগর।

মহর্ষীনাম্ ভৃগুঃ অহম্ গিরাম্ অস্মি একম্ অক্ষরম ।
যজ্ঞানাম্ জপযজ্ঞঃ অস্মি স্থাবরানাম হিমালয়ঃ ।।২৫

অর্থ-সমস্ত মহর্ষদের মধ্যে আমি ভৃগু সমস্ত বাক্যের মধ্যে আমি প্রণব সমসত যজ্ঞের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং সমস্ত স্থাবর বস্তুর মধ্যে আমি হিমালয়।

অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষানাম দেবর্ষীনাম্ চ নারদ ।
গন্ধানাম্ চিত্ররথঃ সিদ্ধানাম্ কপিল মুনি ।।২৬
অর্থ-সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বথ, দেবর্ষীদের মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্বদের মধ্যে আমি চিত্ররথ সিদ্ধদের মধ্যে আমি কপিল মুনি।

উচ্চৈঃশ্রবসম অশ্বানাম বিদ্ধি মাম্ অমৃতোদ্ভবম্ ।
ঐরাবতম্ গজেন্দ্রানাম নরানাম চ নরাধিপম্ ।।২৭
অর্থ-অশ্বদের মধ্যে আমি উচ্চৈশ্রবারুপে সমুদ্র মন্থনের সময় উদ্ভুদ হই, হস্তীদের মধ্যে আমি ঐরাবত এবং মনুষ্যদের মধ্যে সম্রাট।

আয়ুধা নাম অহম্ বজ্রম্ ধেনুনাম্ অস্মি কামাধুক ।
প্রজনঃ অস্মি কন্দর্পঃ সর্পানাম্ অস্মি বাসুকী ।।২৮
অনন্ত চ অস্মি নাগানাম বরুণঃ যাদসাম্ অহম্ ।
পিত্রিনাম্ অর্যমা চ অস্মি যমঃ সংযমতাম্ অহম্ ।।২৯
অর্থ-সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে আমি বজ্র সমস্ত গাভীদের মধ্যে আমি কামধেনু আমি প্রাণীদের প্রজনন শক্তি কাম্ এবং সর্পদের মধ্যে বাসকী। সমস্ত নাগদের মধ্যে আমি অনন্ত। জলচরদের মধ্যে আমি বরুন পিতৃদের মধ্যে পিতৃলোকের অধিরুপে অর্য্যমা এবং দন্ডদাতাদের মধ্যে আমি যম্।

প্রহ্লাদ চ অস্মি দৈত্যানাম্ কালঃ কলয়তাম্ অহম্ ।
মৃগানাম্ চ মৃগেন্দ্রঃ অহম্ বৈনতেয়ঃ চ পক্ষিনাম্ ।৩০
অর্থ-দৈত্যদের মধ্যে আমি পহ্লাদ বশীকারিদের মধ্যে আমি কাল পশুদের মধ্যে আমি সিংহ এবং পাখিদের মধ্যে আমি বিনতা তনয় গরুড়।

পবনঃ পবতাম্ অস্মি রাম শস্ত্রভৃতাম্ অহম্ ।
ঋষানাম্ মকরঃ চ অস্মি স্রোতসাম্ অস্মি জাহ্নবী ।।৩১
অর্থ-পবিত্রকারি বস্তুর মধ্যে আমি বায়ু, অস্ত্রধারিদের মধ্যে আমি পরশুরাম, মৎস্যদের মধ্যে মকর, এবং নদীদের মধ্যে আমি গঙ্গাঁ।

সর্গানাম আদিঃ অনন্ত চ মধ্যম্ চ এব অহম্ অর্জুন ।
আধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্ বাদঃ প্রবদতাম্ অহম্ ।।৩২
অর্থ-হে অর্জুন সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আমি আদি,অনত এবং মধ্য; সমস্ত বিদ্যার মধ্যে আমি আধ্যাত্মবিদ্যা এবং তার্কিকদের বাদ, জল্প ও বিতন্ডার মধ্যে আমি সিন্ধান্তসসবাদ।

অক্ষরানাম্ অকারঃ অস্মি দন্ধঃ সামসিকস্য চ।
অহম্ এব অক্ষয় কালঃ ধাতা অহম্ বিশ্বতোমূখ ।।৩২
অর্থ-সমস্ত অক্ষরদের মধ্যে আমি অকার, সমাস সমুহের মধ্যে দন্ধ, সংহার কারিদের মধ্যে মহাকাল রুদ্র এবং স্রষ্টার মধ্যে আমি ব্রহ্মা।

মৃত্যু সর্বহরঃ চ অহম্ উদ্ভবঃ চ ভবিষ্যতাম্ ।
কীর্তি শ্রীঃ বাক্ চ নারীনাম্ স্মৃতিঃ মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ।।৩৪
অর্থ-সমস্ত হরন কারিদের মধ্যে আমি সর্বগ্রাসি মৃত্যু,ভাবিকালের বস্তুদের মধ্যে আমি উদ্ভাবনী নীতি,নারীদের মধ্যে কীর্তি, শ্রী,বানী, স্মৃতি,মেধা,ধৃতি এবং ক্ষমা । বৃহত্ সাম তথা সম্মাম গায়ত্রী ছন্দসাম্ অহম্ ।

মাসানাম্ মার্গশীর্ষঃ অহম্ ঋতুনাম কুসুমকার ।।৩৫
অর্থ-আমি সাম বেদের মধ্যে বৃহত্ সাম, সমস্ত ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, মাস সমুহের মধ্যে অগ্রহায়ন এবং ঋতুদের মধ্যে পুস্প সমরোহময় বসন্ত।

দ্যুতম্ ছলয়তাম অস্মি তেজঃ তেজস্বিনা অহম্ ।

জয়ঃ অস্মি ব্যবসায়ঃ অস্মি সত্ত্বম্ সত্ত্ববতাম্ অহম্ ।।৩৬
অর্থ-সমস্ত বঞ্চনা কারিদের মধ্যে দ্যুতক্রীড়া, তেজস্বীদের মধ্যে তেজ। অমি বিজয়, আমি উদ্যম এবং আমি বলবানদের মধ্যে বল।

বৃষ্ণিনাম্ বাসুদেব অস্মি পান্ডবানাম্ ধনঞ্জয় ।
মুনীনাম অপি অহম্ ব্যাসঃ কবিনাম উশনাঃ কবিঃ ।।৩৭
অর্থ-বৃষ্ণিদের মধ্যে অমি বাসুদেব পান্ডবদের মধ্যে ধনঞ্জয়,আমি মুনিদের মধ্যে ব্যাস এবং কবিদের মধ্যে শুক্রাচার্য্য।

দন্ডঃ দময়তাম্ অস্মি নীতিঃ অস্মি জিগীষতাম ।
মৌনম্ চ এব অস্মি গুহ্যানাম্ জ্ঞানম্ জ্ঞানবতাম্ অহম্ ।।৩৮
অর্থ-আমি দমন করিদের মধ্যে দন্ড জয়াভিলাষীদের মধ্যে নীতি গুহ্যধর্মের মধ্যে মৌন এবং জ্ঞানবানদের মধ্যে জ্ঞান।

যত্ চ অপি সর্বভূতানাম্ বীজম্ তত্ অহম্ অর্জুন ।
ন তত্ অস্তি বিনা যত্ স্যাত্ ময়া ভূতম্ চরাচরম্ ।।৩৯
অর্থ-হে অর্জুন যা সবর্ ভূতের্ বীজ স্বরুপ তাও আমি, যেহেতু আমাকে ছাড়া স্থাবর জঙ্গম্ কোন বস্তুরই অস্তিত্ত্ব থাকতে পারেনা।

ন অন্তঃ অস্তি মম্ দিব্যানাম্ ,বিভূতি নাম্ পরন্তপ ।
এষঃ তু উদ্দেশতঃ প্রোক্তঃ বিভূতেঃ বিস্তর ময়া ।।৪০
অর্থ-হে পরন্তপ আমার দিব্য বিভুতির অন্ত নেই আমি কেবল সংক্ষেপে এই সমস্ত বিভূতির কথা বর্ননা করলাম।

যত্ যত্ বিভূতীম্ সত্তম্ শ্রীমত্ উর্জিতম্ এব বা ।
তত্ তত্ এব অবগচ্ছ ত্বম মম তেজ অংশ সম্ভবম্ ।।৪১

অর্থ-ঐষর্য্য যুক্ত শ্রী-সম্পন্ন বল প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে সবই আমার শক্তির অংশ সম্ভুত বলে জানবে।

অথবা বহুনা এতেন কিম্ জ্ঞাতেন তব অর্জুন ।
বিষ্টভ্য অহম্ ইদম্ কৃৎস্নম্ এক অংশেন স্থিতম্ জগত্ ।।৪২
অর্থ-হে অর্জুন অধিক কি আর বলব এইটুকু মাত্র জেনে রাখ আমি আমার এক অংশের দ্বারা সমস্ত জগত্ ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছি।

ওং তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যাযাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যাযঃ ॥১০॥

একাদশ অধ্যায়ঃ বিশ্বরূপ দর্শনযোগ

অর্জুন উবাচ :-
মদনুগ্রহায় পরমম্ গুহ্যম্ আধ্যাত্ম সংজ্ঞিতম্ ।
যত্ তয়া উক্তম্ বচঃ তেন মোহঃ অয়ম্ বিগতঃ মম্ ।। ১
অর্থ-আমার প্রতি অনুগ্রহ করে তুমি যে আধ্যাত্ম তত্ত্ব সম্বন্ধিয় পরম গুহ্য উপদেশ আমাকে দিয়েছ, তার দ্বারা আমার মোহ দুর হয়েছে।

ভব অপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ শ্রুতৌ বিস্তরশঃ ময়া ।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্মম্ অপি চ অব্যয়ম্ ।। ২
অর্থ-হে পদ্মপলাশ লোচন সর্বভূতের উৎপত্তি ও প্রলয় তোমার থেকেই হয়, তোমার কাছ থেকেই আমি তোমার অব্যয় মাহাত্ম অবগত হলাম।

এবম্ এতত্ যথাত্থ ত্বম্ আত্মানাম্ পরমেশ্বর ।
দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি তে রুপম্ ঐশ্বরম্ পুরুষোত্তম্ ।। ৩
অর্থ-হে পুরুষত্তম তুমি যে আত্ত তত্ত্ব বলেছ তা যথার্থ। কিন্তু তা সত্তেও হে পরমেশ্বর তুমি যে ভাবে এই বিশ্বে প্রবেশ করেছ, আমি তেমার সেই ঐশ্বরীরুপ দেখতে ইচ্ছা করি।
মন্যতে যদি তত্ শক্যম্ ময়া দ্রষ্টুম্ ইতি প্রভো ।
যোগেশ্বরম্ ততঃ মে ত্বম্ দর্শয় আত্মানাম্ অব্যয় ।। ৪
অর্থ-হে প্রভু, তুমি যদি মনে কর যে আমি তোমার এই বিশ্বরুপ দর্শন করার যোগ্য, তা হলে হে যোগেশ্বর আমাকে তেমার সেই জগতাত্ম রুপ দেখাও।

ভগবান উবাচ :-
পশ্য মে পার্থ রুপাণী শতশঃ অথ সহস্রশঃ ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানা বর্ন আকৃতীনি চ ।।৫

অর্থ-ভগবান বললেন-হে পার্থ নানা বর্ন ও নানা আকৃতি বিশিষ্ট শতশত এবং সহস্র সহস্র আমার বিভিন্ন দিব্য মূর্তি দর্শন কর।

পশ্য আদিত্যান্ বসুন রদ্রান অশ্বিনৌ মরুতঃ তথা ।
বহুনী অদৃষ্ট পুর্বানি পশ্য আশ্চর্যানি ভারত ।।৬
অর্থ-হে ভারত, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনিকুমারদয়, উনপঞ্চাশ মরুত এবং অনেক অদৃষ্টপুর্ব আশ্চার্যরুপ দেখ।

ইহ একস্থম্ জগত্ কৃৎস্নম্ পশ্য অদ্য স চর অচরম্ ।
মম্ দেহে গুড়াকেশ যত্ চ অন্যত্ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি ।। ৭
অর্থ-হে-অর্জুন, আমার এই বিরাট শরিরে অবয়ব রুপে একত্রে অবস্থিত সমগ্র স্থাবর জঙ্গমাত্ম বিশ্ব এবং অন্য যা কিছু দেখতে ইচ্ছা কর আজ দর্শন কর।

ন তু মাম্ শক্যসে দ্রষ্টুম অনেন এব স্বচক্ষুষা ।
দিব্যম্ দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম ।।৮
অর্থ-তুমি তোমার চক্ষুদ্বারা আমার বিশ্বরুপ দর্শন করতে পারবে না। তাই আমি তোমাকে দিব্য চক্ষুদান করছি যার দ্বারা তুমি তোমার অচিন্ত যোগৈশ্বর্য্য দর্শন করতে পারবে।

সঞ্জয় উবাচ : -
এবম উক্তা ততঃ রাজন মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ ।
দর্শয়মাস পার্থায় পরমম্ রুপম ঐশ্বরম্ ।। ৯
অর্থ-সঞ্জয় বললেন হে রাজন এই ভাবে বলে, মহান যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তার অলৌকিক বিশ্বরুপ দেখালেন।

অনেক বক্ত্র নয়নম্ অনেক অদ্ভুত দর্শনম্ ।
অনেক দিব্য আভরনম্ দিব্য অনেক উদ্যত আয়ুধম্ ।। ১০

দিব্য মাল্য অম্বরধরম্ দিব্য গন্ধ অনুলেপনম্ ।
সর্ব আশ্চর্য্যময়ম্ দেবম্ অনন্তম্ বিশ্বতোমুখম্ ।।১১
অর্থ-অর্জুন দেখলেন সেই বিশ্বরুপ অনেক মুখ অনেক নেত্রযুক্ত, অনেক অদ্ভুত আকৃতি ও অসংখ্য দিব্য অলংঙ্কার বিশিষ্ট এবং অনেক উদ্যত দিব্য অস্ত্রে সজ্জিত। সেই বিশ্বরুপ দিব্য মালা ও দিব্য বস্ত্রে ভূষিত, দিব্য গন্ধদ্বারা অনুলিপ্ত, অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক জোর্তিময় অনন্ত ও সর্বতোমুখ বিশিষ্ট।

দিবি সুর্য্য সহস্রস্য ভবেত্ যুগপত্ উত্থিতা ।
যদি ভাঃ সদৃশী সা সাত্ ভাসঃ তস্য মহাত্মনঃ ।।১২
অর্থ-যদি আকাশে সহস্র সুর্য্যেও প্রভা উদিত হয় তা হলে সেই দীপ্তি বিশ্বরুপের প্রভাব কিঞ্চিত্ তুল্য হতে পারে।

তত্র একস্থম্ জগত্ কৃৎস্নম্ প্রবিভক্তম্ অনেকধা ।
অপশ্যত্ দেবদেবস্য শরীরে পান্ডব তদা ।।১৩
অর্থ-তখন অর্জুন পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরুপে নানাভাবে বিভক্ত সমগ্র জগত্ একত্রে অবস্থিত দেখলেন।
ততঃ সঃ বিস্ময়াবিষ্টাঃ হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয় ।
প্রণম্য শিরসা দেবম্ কৃতাঞ্জলিঃ অভাষত ।।১৪
অর্থ-অর্জুন সেই বিশ্বরুপ দর্শন করে আশ্চর্যান্বিত ও রোমাঞ্চিত হলেন এবং অবনত মস-কে ভগবানকে প্রনাম করে কর জোরে বললেন।

অর্জুন উবাচ :-
পশ্যামিদেবান তব দেহে
সর্বান তথা ভূত বিশেষ-সজ্ঘান ।
ব্রহ্মানম্ ঈশম কমলাসনস্থম
ঋষীন চ সর্বান উরগান ন চ দিব্যম্ ।।১৫

অর্থ-অর্জুন বললেন হে দেব, তোমার এই বিশ্বরুপে সমস্ত দেবতা, চরাচর জগত্ ঋষীদের, সর্পসমুহ এবং সৃষ্টিকর্তা কমলাসনা ব্রহ্মাকে দেখছি।

অনেক বাহু উদর বক্ত্র নেত্রম্
পশ্যামি ত্বাম সর্বতঃ অনন্তরূপম্ ।
ন অন্তম্ ন মধ্যম্ ন পুনঃ তব আদিম্
পশ্যামি বিশ্বেশর বিশ্বরূপ ।।১৬
অর্থ-হে জগত্ ঈশ্বও, সর্বত্র বহু বাহু, বহু উদও, বহু মুখ ও বহু নেত্রবিশিষ্ট তোমার বিশ্বরুপ আমি দেখছি। হে ভগবান তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত দেখছি না।

কিরীটিনম্ গদিনম্ চক্রিনম্ চ
তেজোরাশিম্ সর্বতঃ দীপ্তিমন্তম্ ।
পশ্যামি ত্বাম্ দুর্নিরীক্ষ্যম্ সমন্তাত্
দীপ্ত-অনল অর্ক দ্যুতিম্ অপ্রমেয় ।।১৭
অর্থ-কিরীট গদা ও চক্রধারী, সর্বত্র দিপ্তীমান, তেজঃপুঞ্জ স্বরুপ দুনিরীক্ষ্য প্রদীপ্ত অগ্নি ও সুর্য্যের মত প্রভাবিশিষ্ট এবং অপ্রমেয় স্বরুপ তোমাকে আমি সর্বত্র দেখছি।

ত্বম্ অক্ষরম্ পরমম্ বেদিত্যবম্
ত্বম অস্য বিশ্বস্য পরম্ নিধানম ।
ত্বম্ অব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্ত
সনাতনঃ ত্বম পুরুষঃ মতঃ মে ।।১৮
অর্থ-তুমি পরম ব্রহ্ম এবং এক মাত্র জ্ঞাতব্য। তুমি বিশ্বের পরম আশ্রয় ও সনাতন ধর্মের রক্ষক, তুমিই সনাতন এই আমার অভিমত।

অনাদি মধ্যান্তম্ অনন্ত বীর্যম

অনন্ত বাহু শশিসুর্য নেত্রম্ ।
পশ্যামি ত্বাম্ দীপ্ত হুতাশবক্ত্রম্
স্বতেজসা বিশ্বম্ ইদম্ তপন্তম্ ।।১৯

দ্যৌ আপৃথিব্যোঃ ইদম্ অন-রম্ হি
ব্যাপ্তম্ ত্বয়া একেন দিশঃ চ সর্বাঃ ।
দৃষ্টা অদ্ভুতম্ রূপম্ উগ্রম্ তব ইদম্
লোকত্রয়ম্ প্রব্যথিতম্ মহাত্মন্ ।।২০
অর্থ-আমি দেখছি তোমার আদি নেই, তুমি অনন্ত শক্তিশালী ও অসংখ্য বাহু বিশিষ্ট চন্দ্র-সুর্য্য তোমার চক্ষুদ্বয়; তোমার মুখ মন্ডল প্রদীপ্ত অগ্নির জ্যোতি এবং তুমি স্বীয়তেজে সমস্ত জগত্ সন্তপ্ত করছ। হে ভগবান স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তি অন্তরীক্ষ্য এবং দশদিক পরিব্যাপ্ত করে আছ। তোমার এই অদ্ভুত ভয়ঙ্কর বিশ্বরুপ দর্শন করে ত্রিলোক অত্যন্ত ভীত হচ্ছে।

অমী হি ত্বাম্ সুরসংঙ্ঘাঃ বিশন্তি
কোচিত্ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ গৃনন্তি ।
স্বস্তি ইতি উক্তা মহর্ষি সিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাম্ স্তুতিভিঃ পুস্কলাভিঃ।২১
অর্থ-সমস্ত দেবতারা তোমাতেই প্রবেশ করছেন। কেউ কেউ ভীত হয়ে করজোরে তোমার গুনগান করছেন এবং মহর্ষী ও সিদ্ধি পুরুষগন জগতের কল্যান হউক বলে প্রচুর স্তুতি বাক্যের দ্বারা তোমার স্তব করছে।

রুদ্র আদিত্যাঃ বসবঃ যে চ সাধ্যাঃ
বিশ্বে অশ্বিনৌ মরুতঃ চ উষ্মপাঃ চ ।
গন্ধর্ব যক্ষ অসুরসিদ্ধসংঙ্ঘাঃ
বিক্ষন্তে ত্বাম বিস্মিতাঃ চ এব সর্বে ।।২২

অর্থ-রুদ্রগন, আদিত্যগন, সাধ্য নামক দেবতারা,বসুগন,বিশ্বদেবতাগন, অশ্বিনিকুমারদ্বয়, মরুতগন, পিত্রীগন, যক্ষ্যগন, অসুরগন এবং সিদ্ধগন সকলেই বিস্মৃত হয়ে তোমাকে দর্শন করছে ।

রূপম্ মহত্ তে বহু বক্ত্র নেত্রম্
মহাবাহো বহু বাহু উরু পাদম্ ।
বহুদরম্ বহুদংষ্ট্রা করালম্
দৃষ্ট্রা লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ তথা অহম্ ।।২৩
অর্থ-মহাবাহো, বহু মুখ, বহু চক্ষু, বহুবাহু , বহু উরু, বহু চরন এবং বহু উদর বিশিষ্ট এবং অসংখ্য দন্তের দ্বারা ভীষন তোমার বিগ্রহ দর্শন করে সমস্ত প্রাণী অত্যন্ত ভীত হচ্ছে এবং আমি ও অত্যন্ত ভীত হচ্ছি।

নভঃস্পৃশম্ দীপ্তম্ অনেক বর্নম্
ব্যাত্ত আননম দীপ্ত বিশাল নেত্রম্ ।
দৃষ্টা হি ত্বাম্ প্রব্যথিত অন্তরাত্মা
ধৃতিম্ ন বিন্দামি শমম্ চ বিষ্ণো ।।২৪
অর্থ-বিষ্ণো তোমার আকাশ স্পর্শি তেজময় নানা বর্নযুক্ত বিস্ময় হেতু মুখ মন্ডল এবং উজ্জল বিশাল চক্ষু দেখে আমার হৃদয় ব্যাথিত হচ্ছে এবং আমি ধৈর্য্য ও শম অবলম্বন করতে পারছি না।

দংষ্ট্রা করালানি চ তে মুখানি
দৃষ্টা এব কালানল সন্নিভানি ।
দিশঃ ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগনিবাস ।।২৫
অর্থ-হে দেবেশ, ভয়ঙ্কর ও দীর্ঘ দন্তযুক্ত ও প্রলয়াগ্নি তুল্য তোমার মুখ সকল দেখে আমার দিকভ্রম হচ্ছে এবং আমি শান্তি পাচ্ছি না হে জগন্নিবাস, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

অমী ত্বাম ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বে সহৈব অবনিপাল সঙ্ঘৈঃ ।
ভীষ্মঃ দ্রোনঃ সুত পুত্রঃ তথা অসৌ
সহ অস্মদীয়ৈঃ অপি যোধমুখ্যৈঃ ।।২৬

বক্ত্রানি তে ত্বরমাণাঃ বিশনন্তি
দংষ্ট্রা করালানি ভয়াকানি ।
কোচিত্ বিলগ্নাঃ দশনান্তরেষু
সংদৃশন্তে চুর্নিতে উত্তমাঙ্গৈঃ ।।২৭

যথা নদীনাম্ বহবঃ অম্বুবেগাঃ
সমুদ্রম্ এব অভিমুখা দ্রবন্তি ।
তথা তব অমী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রনি অভিবিজ্বলন্তি ।।২৮

যথা প্রদীপ্তম্ জ্বলনম্ পতঙ্গাঃ
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাঃ
তব অপি বক্ত্রানি সমৃদ্ধবেগাঃ ।।২৯

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাত্
লোকান সমগ্রান বদনৈঃ জ্বলড্ভিঃ ।
তেজোভিঃ আপুর্য জগত্ সমগ্রম্
ভাসঃ তব উগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ।।৩০

অর্থ-ধৃতরাষ্টের পুত্রেরা ভীস্ম, দ্রন, কর্ন এবং সমস্ত রাজন্য বর্গসহ এবং আমাদের পক্ষ্যের সমস্ত সৈন্যেরা তোমার করাল দন্ত বিশষ্ট মুখের মধ্যে

দ্রুতবেগে প্রবেশ করছে এবং সেই দন্ত মধ্যে বিলগ্ন হয়ে তাদের মস্তক চুর্নিত হচ্ছে। নদীসমুহ যেমন সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে দ্রুতবেগে সমুদ্রে বিলীন হয়ে যায় তেমনই নরলোকের বীর গন তোমার জ্বলন্ত মুখ বিবরে প্রবেশ করছে। পতঙ্গ যেমন দ্রুত গতিতে ধাবিত হয়ে মরনের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে তেমনই এই সমস্ত মানুষেরাও মৃত্যু জন্য অতি বেগে তোমার মুখ বিবরে প্রবেশ করছে। হে বিষ্ণু তুমি তোমার জ্বলন্তমুখ সমুহের দ্বারা সকল লোককে গ্রাস করছ এবং সমগ্র জগতকে তেজোরাশির দ্বারা আবৃত করে সন্তপ্ত করছ।

আখ্যাহি মে কঃ ভবান উগ্ররূপ
নমহস্তু তে দেববর প্রসীদ ।
বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি ভবন্তম্ আদ্যম্
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ।।৩১

অর্থ-উগ্রমুর্তি তুমি কে? আমাকে বল। হে দেবশ্রেষ্ঠ, তোমাকে নমস্কার করি, তুমি প্রসন্ন হও। আমি তোমার প্রবৃত্তি অবগত নই, আমি তেমাকে বিশেষ ভাবে জানতে ইচ্ছা করি।

ভগবান উবাচ :-

কালঃ অস্মি লোক ক্ষয়কৃত্ প্রবৃদ্ধঃ
লোকান্ সমাহর্তুম ইহ প্রবৃত্তঃ ।
ঋতেহপি ত্বাম্ ন ভবিশন্তি সর্বে
যে অবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ।।৩২

অর্থ-ভগবান বললেন- আমি লোকক্ষয়কারী কাল। এখন লোক সংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছি তোমারা (পান্ডবেরা) ছাড়া সমস্ত যোধ্যারা ধংস হবে।

তস্মাত্ ত্বম্ উত্তিষ্ট যশঃ লভস্ব
জিত্বা শত্রুন ভূঙক্ষু রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্ ।

ময়া এব এতে নিহতাঃ পুর্বমেব
নিমিত্তমাত্রম্ ভব সাব্যসাচিব ।।৩৩
অর্থ-অতএব তুমি যুদ্ধকরার জন্য উত্থিত হও ও যশ লাভকর শত্রুদের পরাজিত করে সমৃদ্ধশালী রাজ্য ভোগ কর। আমার দ্বারা এরা পুর্বে নিহত হয়েছে। হে সব্যসাচিব তুমি নিমিত্ত মাত্র হও।

দ্রোনম্ চ ভীস্মম্ চ জয়দ্রথম্ চ
কর্নম্ তথা অন্যান্ অপি যোধবিরান্ ।
যথা হতান্ ত্বম্ জহি মা ব্যাথিষ্ঠাঃ
যুধ্যস্ব জেতাসি রনে সপত্না্ ।।৩৪
অর্থ-ভগবান বললেন – দ্রোন ভীস্ম কর্ন জয়দ্রথ এবং অন্যান্য বীর যোদ্ধাদের আমি নিহত করেছি। তুমি মৃতদেরই বধ কর। তুমি যুদ্ধ কর শত্রুদের নিশ্চয়ই জয় করবে, অতএব যুদ্ধ কর।
সঞ্জয় উবাচ :-
এতত্ শ্রূত্বা বচনম্ কেশবস্য
কৃতাঞ্জলীঃ বেপমানঃ কিরীটী ।
নমস্কৃত্বা ভুয়ঃ এব আহ কৃষ্ণম্
সগদগদম্ ভীতভীতঃ প্রনম্য ।।৩৫
অর্থ- সঞ্জয় ধৃতরাষ্টকে বললেন -হে রাজন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী শ্রবন করে অত্যন্ত ভীত হয়ে কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলী পুটে প্রনাম করে গদগদভাবে অর্জুন বললেন-

অর্জুন উবাচ :-
স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা
জগত্ প্রহৃষ্যতি অনুরজ্যতে চ ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশঃ দ্রবন্তি

সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ।।৩৬
অর্থ-অর্জুন বললেন - হে হৃষীকেশ, তোমার মহিমা কির্তনে জগত্ প্রহৃষ্ট ও তোমার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছে। রাক্ষসেরা ভীত হয়ে নানান দিকে পলায়ন করছে এবং সিদ্ধেরা তোমাকে নমস্কার করছে।এই সমস্তই যুক্তিযুক্ত।

কস্মাত্ চ তে ন নমেরন মহাত্মন
গরিয়সে ব্রহ্মণঃ অপি আদিকর্ত্রে
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বম অক্ষরম্ সদসত্ তত্ পরম্ যত্ ।।৩৭
অর্থ-হে মহাত্মন, তুমি ব্রহ্মার গুরু ও আদি কারণ। হে অনন্ত সকলে কেন তোমাকে নমস্কার কওেবেন না ? হে জসন্নিবাস, তুমি সত্ ও অসত্ উভয়ের অতীত তত্ত্ব,এবং সর্ব কারণের পরম কারণ।

ত্বম আদিদেবঃ পুরুষ পুরান্
তম্ অস্য বিশ্বস্য পরম নিধানম্ ।
বেত্তা অসি বেদ্যম চ পরম্ চ ধাম্
ত্বয়া ততম্ বিশ্বম্ অনন্তরুপ ।।৩৮
অর্থ-হে অনন্ত রুপ, তুমি আদিদেব ও অনাদি পুরুষ এবং বিশ্বের পরম আশ্রয়। তুমি সবকিছুর জ্ঞাতা, এবং তুমিই জ্ঞাতব্য। তুমিই গুণাতীত, এবং এই জগত্ তোমার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

বায়ুঃ যমঃ অগ্নিঃ বরুনঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিঃ ত্বম্ প্রপিতামহঃ চ ।
নমঃ নমস্তে অস্তু সহস্র কৃতঃ
পুনঃ চ ভূয় অপি নমঃ নমস্তে ।।৩৯
অর্থ-তুমি বায়ু, যম, অগি, চন্দ্র,্ন প্রজাপতি ব্রহ্মা, অতএব তোমাকে আমি সহস্রবার প্রনাম করি এবং পুনরায় নমস্কার করি।

নমঃ পুরস্তাত্‌ অত পৃষ্ঠতঃ তে
নমঃ অস্তু তে সর্বতঃ এব সর্ব ।
অনন্ত বীর্য অমিত বিক্রমঃ তমঃ
সর্বম্‌ সমাপ্নোষি ততঃ অসি সর্বঃ ।।৪০
অর্থ-হে সর্বাত্মা,তোমাকে সম্মুখে নমস্কার করছি, তোমাকে পশ্চাতে নমস্কার করছি
তোমাকে সবদিক থেকে নমস্কার করছি।হে অনন্ত বীর্য তুমি অসিম বিক্রমশালী। তুমি সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত অতএব তুমিই সর্ব স্বরুপ।

সখা ইতি মত্বা প্রসভম্‌ যত্‌ উক্তম্‌
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।
অজানতা মহিমানম্‌ তব ইদম্‌
এয়া প্রমাদাত্‌ প্রনয়েন বা অপি ।।৪১

যত্‌ চ অবহাসার্থম্‌ অসৎকৃতঃ অসি
বিহার শয্যা আসন ভোজনেষু ।
একঃ অথবা অপি অচ্যুত তৎসমক্ষম্‌
তত্‌ ক্ষাময়ে ত্বাম অহম্‌ অপ্রমেয়ম ।।৪২
অর্থ-পুবে আমি তোমার মহিমা না জেনে তোমাকে “হে কৃষ্ণ”, “হে যাদব” “হে সখা” বলে সম্বধন করেছি। প্রমাদবসত এবং প্রনয়বসত যা কিছু করেছি তা তুমি দয়া করে ক্ষমা কর। বিহার, শয়ন ভোজনের সময়, কখনো একাকি কখনো অন্যদের সমক্ষে, আমি যে অসম্লান করেছি, সে সমস্ত অপরাধ দয়াকরে ক্ষমা কর।

পিতা অসি লোকস্য চরাচরস্‌য
ত্বম্‌ অস্য পূজ্যঃ চ গুরুঃ গরীয়ান ।

ন তৎসমঃ অস্তি অব্যধিকঃ কুতঃ অন্যঃ
লোকত্রয়ে অপি অপ্রতিম্ প্রভাব ।।৪৩
অর্থ-হে অমিতপ্রভাব, তুমি এই চরাচর জগতের পিতা, পুজ্যগুরু এবং গুরুর গুরু। অতএব, ত্রিভূবনে তোমার মত আর কেউ নাই। তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য কে হতে পারে?

তস্মাত্ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ম্
প্রসাদয়ে ত্বাম অহম্ ঈশম্ ঈড্যম্ ।
পিতা-ইব পুত্রস্য সখাঃ ইব সখ্যুঃ
প্রিয় প্রিয়ায়াঃ অহর্সি দেব সোঢম ।।৪৪

অদৃষ্টপুর্বম্ হৃষিতঃ অস্মি দৃষ্টা
ভয়েন চ প্রব্যথিতম্ মনঃ মে ।
তত্ এব মে দর্শয় দেব রূপম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ।।৪৫।
অর্থ-হে পরম পূজ্য ভগবান, তাই আমি তোমাকে তন্ডবত্ প্রনাম করে তোমার কৃপা ভিক্ষা করছি। পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখায়, প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধক্ষমা করেন, তুমিও সেই ভাবে আমার অপরাধ ক্ষমা কর। তোমার এই বিশ্বরুপ যা পুর্বে আর ককনো দেখিনি তা দর্শন করে আমার কৌতুহল চরিতার্থ হয়েছে। তা সত্তেও আমার মন ভয়ে ব্যথিত হয়েছে। তাই হে দেবেশ, হে জসন্নিবাস, আমার প্রতি প্রসন্ন হও এবং পুনরায় তোমার সেই পুর্ব রুপই দেখাও।

কিরিটিনম্ গদিনম্ চক্রহস্তম্
ইচ্ছামি ত্বাম দ্রষ্টুম্ অহম্ তথা এব ।
তেন এব রূপেন চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমুর্তে ।।৪৬

www.bengaliebook.com

অর্থ-হে সহস্রবাহো, আমি তোমাকে সেই কিরিটি, গদা ও চক্রধারি রুপে দেখতে ইচ্ছা করি। হে বিশ্বমুর্তি এখন তুমি তোমার সেই চতুর্ভূজ মুর্তি ধারন কর।

ভগবান উবাচ :-
ময়া প্রসয়েন তব অর্জুন ইদম্
রুপম্ পরম্ দর্শিতম্ আত্মযোগাত্ ।
তেজময়ম্ বিশ্বম্ অনন্তম্ আদ্যম্
যত্ মে ত্বত্ অন্যেন ন দৃষ্ট পুর্বম্ ।।৪৭
অর্থ-ভগবান বললেন-তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমি তোমাকে জড় জগতের অন্তর্গত আত্মযোগ স্বরুপ শ্রেষ্ঠরুপ দেখালাম। তুমিছাড়া পুর্বে আর কেউই সেই অননত আদি তেজময় রুপ দেখেনি।

ন বেদ যজ্ঞ অধ্যয়নৈঃ ন দানৈঃ
ন চ ক্রিয়াভিঃ ন তপোভিঃ উগ্রৈঃ ।
এবম্ রূপঃ শক্যঃ অহম্ নৃলোকে
দ্রষ্টুম্ ত্বত্ অন্যেন কুরুপ্রবীর ।।৪৮
অর্থ-হে কুরুশ্রেষ্ঠ, বেদ অধ্যায়ন, যজ্ঞ, দান, পুন্যকর্ম ও কঠোর তপস্যার দ্বারা আমার এই রুপ দর্শন করতে পারে না। একমাত্র তুমিই তাই দর্শন করলে।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাব
দৃষ্টা রূপম্ ঘোরম্ ঈদৃক মম্ ইদম্ ।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনঃ ত্বম্
তত্ এব মে রূপম্ ইদম্ প্রপশ্য ।।৪৯

অর্থ-আমার ভয়ঙ্কর বিশ্বরুপ দেখে তুমি ব্যাথিত হইও না। ভয় ত্যাগকরে প্রসন্ন চিত্তে আমার চতুর্ভূজ রুপ দর্শন কর।

সঞ্জয় উবাচ :-
ইতি অর্জুনম্ বাসুদেবঃ তথা উক্তা
স্বকম্ রুপম্ দর্শয়ামাস ভূয় ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতম্ এনম্
ভূত্বা পুনঃ সৌম্য বপু মহাত্মা ।।৫০
অর্থ-সঞ্জয় ধৃতরাষ্টকে বললেন-মহাত্মা বাসুদেব অর্জুনকে এই ভাবে বলে তার চতুর্ভুজ রুপ দেখালেন এবং পুনরায় সৌম্য মুর্তি ধারন করে ভীত অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন।

দৃষ্টা ইদম্ মানুষম্ রূপম্ তব সৌম্যম্ জনার্দন ।
ইদানীম্ অস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিম্ গতাঃ ।।৫১
অর্থ-শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্যময় দ্বিভূজ মুর্তি দর্শন করে অর্জুন বললেন হে জনার্দন তোমার এই সৌম্য মানুষ মুর্তি দর্শন করে আমার চিত্ত স্থির হল এবং আমি প্রকৃতিস্ত হলাম।

ভগবান উবাচ :-
সুদুর্দশম্ ইদম্ রূপম্ দৃষ্টবানসী যত্ মম্ ।
দেবাঃ অপি অস্য রূপস্য নিত্যম্ দর্শনকাঙ্ক্ষিন ।।৫২
অর্থ-ভগবান বললেন-আমার যে রুপ দেখেছ তা অত্যন্ত দুর্লভ দর্শন। দেবতারাও এই নিত্য রুপের দর্শনাকাঙ্ক্ষি।

ন অহম্ বেদৈঃ ন তপসা ন দানেন ন চ ইজ্যয়া ।
শক্যঃ এবম্-বিধঃ দ্রষ্টুম দৃষ্টবান অসি মাম্ যথা ।। ৫৩

অর্থ-তুমি তেমার দিব্য চক্ষু দ্বারা আমার যে রুপ দর্শন করেছ তা বেদ পাঠ,তপস্যা
দান, পুজা প্রভৃতি উপায় দ্বারা কেউই দর্শন করতে সমর্থ হয় না।

ভক্তা তু অনন্যয়া শক্যঃ অহম্ এবম-বিধঃ অর্জুন ।
জ্ঞাতুম্ দ্রষ্টুম্ চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুম্ চ পরন্তপ ।।৫৪
অর্থ-হে অর্জুন- অনন্যা ভক্তিদ্বারাই কেবল আমাকে জানতে ও স্বরুপত প্রত্যক্ষ করতে এবং আমার চিন্ময় ধামে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়।

মৎকর্মকৃত্ মৎপরম্ মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।
নির্বৈরঃ সর্ব ভূতেষু যঃ সঃ মাম্ এতি পান্ডবা ।।৫৫
অর্থ-হে অর্জুন- যিনি আমার অকৈতব সেবা করেন, আমার প্রতি নিষ্ঠাপরায়ন, আমার ভক্ত,জড় বিষয়ে সম্পুর্ণ আসক্তি রহিত এবং সম প্রাণীর প্রতি শক্রুভাব রহিত তিনি অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসবে।

ওং তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যাযাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
বিশ্বরূপদর্শনযোগো নামৈকাদশোঽধ্যাযঃ ॥১১॥

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ ভক্তিযোগ

অর্জুন উবাচ :-
এবম্ সতত যুক্তাঃ যে ভক্তাঃ ত্বাম্ পর্যুপাসতে ।
যে চ অপি অক্ষরম্ অব্যক্তম্ তেষাম্ কে যোগ-বিত্তমাঃ ।।১
অর্থ-অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন-হে ভগবান এই ভাবে নিরন-র ভক্তিযুক্ত হয়ে যারা সমাহিত চিত্তে তোমার আরাধনা করে এবং যারা ইন্দ্রিয়াতিত অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা কওে, তাদের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠযোগী।

ভগবান উবাচ :-
ময়ি আবেশ্য মনঃ যে মাম্ নিত্য যুক্তা উপাসতে ।
শ্রদ্ধায়া পরয়া উপেতাঃ তে মে যুক্ততমাঃ মতাঃ ।।২
অর্থ-ভগবান বললেন-যিনি আমার সবিশেষ রূপে তার মনকে নিবিষ্ট করেন, অপ্রাকৃত ভক্তি সহকারে নিরন-র উপাসনা করেন আমার মতে তারাই শ্রেষ্ঠ যোগী।

যে তু অক্ষরম্ অনির্দেশ্যম্ অব্যক্তম্ পর্যুপাসতে ।
সর্বত্রগম্ অচিন্তম্ চ কুটস্তম্ অচলম্ ধ্রূবম্ ।৩

সংনিয়ম্য ইন্দ্রিয়-গ্রামম্ সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।
তে পাপ্লুবন্তি মাম্ এব সর্বভূতহিতে রতাঃ ।।৪
অর্থ-যারা সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত কওে, সকলের প্রতি সমভাবপন্না হয়ে সর্বভূতের কল্যাণে রত হয়ে আমার অক্ষর,অনির্দেশ্য,অব্যক্ত সর্বত্রগ,অচিন্ত্য,কুটস্থ, অচল,ধ্রুব ও নির্বিশেষ স্বরুপকে উপসনা করেন,তারা অবশেষে আমাকেই লাভ করে।

ক্লেশ অধিকতরঃ তেষাম্ অব্যক্ত আসক্ত চেতসাম্ ।

অব্যক্তা হি গতিঃ দুঃখম্ দেহবদ্ভীঃ অবাপ্যতে ।।৫
অর্থ-যাদের ভগবানের অব্যক্ত নির্বেশেষ রুপের প্রতি আসক্ত তাদের পক্ষে পারমার্থিক লাভ করা অত্যন্ত কষ্টকর। কারন অবক্তের উপাসনার ফলে দুঃখই লাভ হয়।

যে তু সর্বানি কর্মানি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ ।
অনন্যেন এব যোগেন মাম্ ধায়ন্ত উপাসতে ।।৬

তেষাম্ অহম্ সমুদ্ধর্তা মৃত্যু সংসার সাগরাত্ ।
ভমামি ন চিরাত্ পার্থ ময়ি আবেশিত চেতসাম্ ।। ৭
অর্থ-হে পার্থ, যারা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পন করে মৎপরায়ন হয়ে অনন্য ভক্তিযোগের দ্বারা আমার উপসনা ও ধ্যান করেন, সেই সমস্ত ভক্তদের আমি অচিরেই সংসার থেকে উদ্ধার করি।

ময়ি এব মনঃ অধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিম্ নিবেশয় ।
নিবসিষসি ময়ি এব অতঃ উর্ধ্যম্ ন সংশয়ঃ ।।৮
অর্থ-অতএব আমাতেই তুমি মন সমাহিত কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর। তার কারন তুমি নিশ্চই আমাকে প্রাপ্ত হবে। সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

অথ চিন্তম্ সমাধাতুম্ ন শক্লোসি ময়ি স্থিরম্ ।
অভ্যাস যোগেন ততঃ মাম্ ইচ্ছা আপ্তুম্ ধনঞ্জয় ।।৯
অর্থ-হে ধনঞ্জয়, যদি তুমি আমাতে চিত্ত সমাহিত করতে না পার, তাহলে অভ্যাস যোগ দ্বারা আমাকে লাভ করতে চেষ্টাকর।

অভ্যাসে অপি অসমর্থঃ অসি মত্ কর্ম পরমভব ।
মদর্থম অপি কর্মানি কুর্বান সিদ্ধিম্ অবাস্পসি ।।১০

অর্থ-যদি তুমি এই ভাবে অভ্যাস করতে অসমর্থ হও, তাহা হলে আমার জন্য কর্ম করতে চেষ্টা কর কারন আমার জন্য কর্ম করতে করতেই তুমি ক্রমে সিদ্ধিলাভ করবে।

অথ এতত্ অপি অশক্তঃ অসি কর্তুম্ যোগম্ আশ্রিতঃ ।
সর্ব কর্ম ফল ত্যাগম্ ততঃ কুরু যতাত্মবান ।।১১
অর্থ-আর যদি তাও করতে অক্ষ্যম হও, তবে আমাতে সমস্ত কর্ম অর্পন করে কর্মের ফল ত্যাগ কর।

শ্রেয় হি জ্ঞানম্ অভ্যাস্যাত্ জ্ঞানাত্ ধ্যানম্ বিশিষ্যতে ।
ধ্যানাত্ কর্মফল ত্যাগঃ ত্যাগাত্ শান্তি অন্তরম্ ।।১২
অর্থ-তুমি যদি সেই প্রকার অভ্যাসে সক্ষম না হও,তা হলে জ্ঞানের দ্বারা অনুশিলন কর। জ্ঞান থেকে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, এবং ধ্যান থেকে কর্ম ফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, কারন এই প্রকার কর্মফল ত্যাগে পরম শান্তি লাভ হয়।

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাম্ মৈত্র করণঃ এব চ ।
নির্মম্ নিরহঙ্কারঃ সম্ দুঃখ সুখ ক্ষমী ।।১৩

সন্তুষ্টঃ সততম্ যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয় ।
ময়ি অর্পিত মনঃ বুদ্ধিঃ যঃ মৎভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ।।১৪
অর্থ-যিনি সমস্ত জীবের প্রতি দ্বেষ শুন্য, বন্ধুভাবাপন্য, দয়ালু, মমতাবুদ্ধিশুন্য, নিরহঙ্কার, সুখ দঃুখ্য সমভাবাপন্য সর্বদা সন্তুষ্ট সবসময় ভক্তিযোগে যুক্ত, সংযত স্বভাব, তত্তবিষয় দৃঢ় নিশ্চয় এবং যার মন ও বুদ্ধি সর্বদা আমাতে অর্পিত তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

যস্মাত্ ন উদ্বিজতে লোকঃ লোকাত্ ন উদ্বিজতে চ যঃ ।
হর্ষ অমর্ষ ভয় উদ্বেগৈঃ মুক্তঃ যঃ সঃ চ মে প্রিয়ঃ ।।১৫

অর্থ-যার থেকে কেউ উদ্বেগপ্রাপ্ত হন না এবং যিনি কারোর দ্বারা উদ্বেগ প্রাপ্ত হননা; যিনি হর্ষ, বিষাদ, ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত তিনি আমার প্রিয়।

অনপেক্ষঃ শুচিদক্ষঃ উদাসীনঃ গতব্যথঃ ।
সর্বারম্ভা পরিত্যাগী যঃ মদ্ভক্তঃ সঃ মে প্রিয় ।।১৬
অর্থ-যিনি নিস্পৃহ, শুচি, দক্ষ, পক্ষপাতশুন্য, ভয়হীন এবং স্বকাম কর্মের অনুষ্ঠান ত্যাগী, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

যঃ ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
শুভ অশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান যঃ সঃ মে প্রিয় ।।১৭
অর্থ-যিনি আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হননা, এবং অনিষ্ট প্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না, প্রিয় বিয়োগে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত ইষ্ট বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং শুভাশুভ সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করেছেন তিনি আমার প্রিয়।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মান অপমানয়ঃ ।
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিত ।।১৮

তুল্য নিন্দা স্তুতিঃ মৌনী সন্তুষ্টঃ যেন কেন চিত্ ।
অনিকেতঃ স্থির মতিঃ ভক্তিমান মে প্রিয় নরঃ ।।১৯
অর্থ-যিনি শত্রু মিত্রের মধ্যে সমবুদ্ধি, যিনি সম্মান অপমানে অবিচালিত, যিনি শীতোষ্ণজনিত সুখে দুঃখে, নির্বিকার স্থির বুদ্ধি নিন্দা ও স্তুতিতে সমবুদ্ধি; সংযত বাক্, যৎকিঞ্চিত্ লাভে সন্তুষ্ট, গৃহাসক্তিশুন্য এবং আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত; সে ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়।

যে তু ধর্ম অমৃতম্ ইদম্ যথা উক্তম্ পর্যুপাসতে ।
শ্রদ্দাধ্যানাঃ মৎপরমাঃ ভক্তাঃ তে অতীব মে প্রিয়াঃ ।। ২০

অর্থ-আমার প্রতি শ্রদ্ধা সহকারে যারা আমার প্রদর্শিত ধর্মামৃতে উপসনা করেন, তারাই আমার ভক্ত, তাই তারা আমার অত্যন্ত প্রিয়।

ওং তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যাযাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যাযঃ ॥১২॥

www.bengaliebook.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ

প্রকৃতি পুরুষ বিবেক যোগ
অর্জুন উবাচ :-

প্রকৃতিম্ পুরুষম্ চ এ ক্ষেত্রম্ ক্ষেত্রজ্ঞ্ এব চ ।
এতত্ বেদিতু ইচ্ছামি জ্ঞান জ্ঞেয়্ম্ চ কেশব ।।১
অর্থ-অর্জুন বলিলেন-হে কেশব, আমি প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র,ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সমস্ত তত্ত জানতে ইচ্ছা করি।

ভগবান উবাচ :-
ইদম শরিরম কৌন্তেয় ক্ষেত্রম ইতি অভিধিয়তে ।
এতত্ যঃ বেত্তি তম প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ।। ২
অর্থ-ভগবান বলিলেন-হে অর্জুন এই শরিরে নামই ক্ষেত্র যিনি এই ক্ষেত্রকে অবগত হন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ।

ক্ষেত্রজ্ঞম চ অপি মাম বিদ্ধি সর্ব ক্ষেত্রেষু ভারত ।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ জ্ঞানম যত্ তত্ জ্ঞানম মতম মম ।।৩
অর্থ- হে ভারত আমাকে সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে, এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে যথাযত ভাবে অবগত হওয়াই আমার মতে প্রকৃত জ্ঞান।

তত্ ক্ষেত্রম যত্ চ যাদৃক চ যত্ বিকারি যতঃ চ যত্ ।
সঃ চ যত্ প্রভাবঃ চ তত্ সমাসেন মে শৃণু ।।৪
অর্থ-সে ক্ষেত্র কি,তার প্রকার কি,তার বিকার কি ,তা কার থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং তার প্রভাব কি, আমি সংক্ষেপে বলছি শ্রবন কর।

ঋষিভিঃ বহুধা গীতম্ ছন্দোভিঃ বিবিধৈঃ পৃথক ।

www.bengaliebook.com

ব্রহ্মসুত্র পদৈঃ চ এব হৈতুমদ্ভিঃ বিনিশ্চিতৈঃ ।।৫
অথ- এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞর জ্ঞান ঋষিগণ বৈদিক শাস্ত্রে বর্ননা করেছেন। বেদান্ত সুত্রে তা বিশেষ ভাবে যুক্তি যুক্ত সিদ্ধানত সহকারে বর্নিত আছে।

মহাভুতানি অহঙ্কার বুদ্ধি অব্যক্তম্ এব চ ।
ইন্দিয়ানি দশৈকম্ চ পঞ্চ চ ইন্দ্রিয়-গোচরাঃ ।।৬

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখম্ দুঃখম্ সংঘাতঃ চেতনা ধৃতি ।
এতত্ ক্ষেত্রম সমাসেন সবিকারম্ উদাহৃতম্। । ৭
অর্থ-পঞ্চমহাভুত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, দশ ইন্দিয় ও মন, ইন্দিয়ের পাঁচটি বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত্ অর্থাত্ পঞ্চমহাভুতের পরিনামরুপ দেহ, চেতনা এবং ধৃতি- এই সমস্ত বিকার যুক্ত ক্ষেত্র সংক্ষেপে বর্নিত হল।

অমানিত্বম্ অদম্ভিতম্ অহিংসা ক্ষান্তি আর্জবম ।
আচার্যোপাষনম শৌচম্ স্থৈর্যম আত্মবিনিগ্রহঃ ।।৮

ইন্দিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্ অনহংঙ্কারঃ এব চ ।
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষ অনুদর্শনম্ । । ৯

অসক্তিঃ অনভিস্বঙ্গঃ পুত্র দার গৃহাদিষু ।
নিত্তম্ চ সমচিত্তত্বম্ ইষ্ট অনিষ্ট উপপত্তিষু ।।১০

ময়ি চ অনন্য যোগেন ভক্তিঃ অব্যভিচারিণী ।
বিবিক্ত দেশ সেবিত্তম্ অরতিঃ জনসংসদি ।।১১

অধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্যত্বম্ তত্ত্ব জ্ঞান অর্থ দর্শনম ।
এতত্ জ্ঞানম ইতি প্রোক্তম্ অজ্ঞানম্ যত্ অতঅন্যথা ।। ১২

অর্থ- অমানিত্য, দম্ভশুন্যতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলাতা, গুরুসেবা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্মসংযম্, ইন্দ্রিয়বিষয় বৈরাগ্য, অহংঙ্কারশুন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যধি-দুঃখ্য প্রভৃতির দোশ দর্শন, পুত্রাদিতে আসক্তিশুন্যতা, পুত্রাদির শোক দুঃখে ঔদাসিন্য, সর্বদা সমচিত্ত্বত্ব, আমার প্রতি অনন্যা ও অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জন স্থানে প্রিয়তা, জনাকির্ণ স্থানে অরুচি, আধ্যত্মজ্ঞানে নিত্তত্ব বুদ্ধি এবং পরম তত্ত অনুসন্ধানে ঐকান্তিক আগ্রহ,এইগুলি আত্মজ্ঞানে সাধন বলে কথিত হয় এবং বিপরিত যা কিছু সবই অজ্ঞান।

জ্ঞেয়ম্ যত্ তত্ প্রবক্ষামি অমৃতম্ অশ্নুতে ।
অনাদি মৎপরম্ ব্রক্ষ ন সত্ তত্ ন অসত্ উচ্যতে ।।১৩
আমি এখন তোমাকে জ্ঞানের কথা বলব, যা জেনে তুমি অমৃত তত্ত লাভ করবে। সেই জ্ঞেয় বস্তু অনাদি এবং আমার আশ্রিত। তাকে বলা হয়ে ব্রক্ষ এবং তা এই জড় জগতের কার্য্য ও কারণের অতীত।

সর্বতঃ পানি পাদম তত্ সর্বতঃ অক্ষি শির মুখম্ ।
সর্বতঃ শ্রুতিমত্ লোকে সর্বম আবৃতম্ তিষ্ঠতি ।।১৪
অর্থ-তার হস্ত পদ চক্ষু ও কর্ন মস্তক ও মুখ সর্বত ব্যপ্ত এই ভাবে তিনি সকলকেই আবৃত করে বিরাজমান।
।
সর্ব ইন্দ্রিয় গুন আভাসম সর্ব ইন্দ্রিয় বিবর্জিতম্ ।
অসক্তম সর্বভুত চ এব নির্গুনম গুনভোক্তৃ চ ।।১৫
অর্থ-সেই পরম আত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক তথাপি তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবর্জি। যদিও তিনি সকলের পালক তথাপি তিনি সম্পুর্ন অনাসক্ত। তিনি জড়া প্রকৃতির গুনের অতিত তথাপি তিনি সমস্ত গুনের ঈশ্বর।

বহিঃ অন্তঃ চ ভুতানাম্ অচরম্ চরম্ এব চ ।
সুক্ষ্মত্বাত্ তত্ অবিজ্ঞেয়ম দুরস্তম্ চ অন্তিকে চ তত্ ।।১৬

অর্থ-সেই পরম্ তত্ত্ব সমস্ত ভুতের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান। তার থেকেই সমস্ত চরাচর ,তিনি জড় ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং অবিজ্ঞেয়। যদিও তিনি বহুদুরে অবস্থিত তবুও তিনি সকলের অত্যন্ত নিকটে।

অবিভক্তম্ ভুতেষু বিভক্তম্ ইব চ স্থিতম্ ।
ঋুতভর্তৃ চ তত্ জ্ঞেয়ম্ গ্রাসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ।।১৭
অর্থ-পরমাত্মাকে যদিও সমস্ত ভুতে বিভক্তরুপে বোদ হয়, কিন্তু তিনি অবিভক্ত। তিনি সর্বভুতের পালক,
সংহার কর্তা ও সৃষ্টিকর্তা।

জ্যোতিসাম্ অপি তত্ জ্যোতিঃ তমসঃ পরম উচ্যতে ।
জ্ঞানম্ জ্ঞেয়ম্ জ্ঞানগম্যম্ হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম ।।১৮
অর্থ-তিনি সমস্ত জ্যোতিস্কের পরম জ্যোতি; তিনি সমস্ত অন্ধকারের অতিত এবং অব্যক্তসরুপ । তিনিই জ্ঞান তিনিই জ্ঞেয় এবং তিনিই জ্ঞানগম্য তিনিই সকলের হৃদয় অবস্থিত।

ইতি ক্ষেত্রম্ তথা জ্ঞানম জ্ঞেয়ম চ উক্তম্ সমাসতঃ ।
মত্ ভক্তঃ এতত্ বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় উপপদ্যতে ।।১৯
অর্থ-সংক্ষেপে আমি তোমাকে ক্ষেত্র জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনটি তত্ত বলিলাম। আমার ভক্তরাই কেবল এই জ্ঞান লাভ করে আবার প্রেমভক্তি লাভ করে।

প্রকৃতিম্ পুরুষম্ চ এব বিদ্ধি অনাদী উভৌ অপি ।
বিকারান চ গুণান চ এব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান ।।২০
অর্থ-প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েই আদি বলে জানবে। তাদের বিকার এবং গুনসমুহ প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বলে জানবে।

কার্য কারন কর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতি উচ্যতে ।

পুরুষ সুখ দুঃখানাম্ ভোক্তৃত্বে হেতুঃ উচ্যতে ।।২১
অর্ত-প্রকৃতি সমস্ত কার্য এবং কারনের হেতু এবং জীব এই জড় জগতের সমস্ত সুখ ও দুঃখ সমুহের উপলব্ধির কারন।

পুরুষ প্রকৃতিস্থঃ হি ভুঙক্তে প্রকৃতিজান গুনান ।
কারনম্ গুনসঙ্গঁ অস্য সদসদ যোনি জন্মসু ।।২২
অর্থ-জড়া প্রকৃরতিতে অবস্তিত জীব প্রকৃতির গুন সমুহ ভোগ করে। প্রকৃতির গুনের সংঙ্গ বসতই তার সত্ ও অসত্ যোনিসমহে জন্ম হয়ে।

উপদ্রস্টা অনুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর ।
পরমাত্মা ইতি চ অপি উক্ত দেহে অস্মিন পুরুষপর ।।২৩
অর্থ-তথাপি এই শরিরে আর একজন পরম ভোক্তা রয়েছে। তিনি পরম ঈশ্বর পরম প্রভু তিনি সকলের সমস্ত কর্মের স্বাক্ষী এবং অনুমোদন কর্তা। তাকে বলা হয়ে পরমাত্মা।

এবম বেত্তি পুরুষম প্রকৃতিম্ চ গুণৈঃ সহ ।
সর্বথা বর্তমান অপি ন সঃ ভুঃয় অভিজায়তে ।২৪
অর্থ-যিনি এই ভাবে জড়া প্রকৃতি এবং গুনের প্রভাবে অবগত হন, তিনি জড়জগতে বর্ত্তমান হয়েও পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহনকরে না। অর্থাত্ আমার প্রাসাধে আমার পরম ধাম প্রাপ্ত হন।

ধ্যানেন আত্মনি পশ্যন্তি কেশ্চিত্ আত্মনম্ আত্মন ।
অন্যে সাংখেন যোগেন কর্মযোগেন চ অপরে ।।২৫
অর্থ-কেউ কেউ পরম আত্মাকে ধ্যানের মাধ্যমে দর্শন করেন, কেউ যোগের মাধ্যমে দর্শন, করেন এবং অন্য কেউ কর্ম যোগের মাধ্যমে দর্শন করেন।

অন্যে তু এবম্ অজানন্তঃ শ্রুত্বা অন্যেভ্যঃ উপাসতে।

তে অপি চ অতিতরন্তি এব মৃত্যুম্ শ্রুতি পরায়না ।।২৬
অর্থ-অন্য কেউ কেউ আত্মাকে জানতে না পেরে আচার্য্যের উপদেশ গ্রহন করে, উপসনা করেন; তারাও সদগুরু প্রদত্ত উপদেশ নিষ্টা সহকারে সাধন করে এই মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করে।

যাবত্ সংজায়তে কিঞ্চিত্ সত্ত্বম্ স্থাবর জঙ্গঁমম্।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাত্ তত্ বিদ্ধি ভরতর্ষভ ।।২৭
অর্থ-হে ভরত শ্রেষ্ঠ স্থাবর জঙ্গঁম যা কিছু আছে তা সবই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগের ফলে উপন্ন হয়েছে বলে জানবে।

সমম সর্বেষু ভুতেষু তিষ্ঠন্তম পরমেশ্বরম্ ।
বিনশ্যৎসু অবিনশ্যন্তম্ যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি ।।২৮
অর্থ-যিনি সর্বভুতে সমভাবে অবস্তিত পরম্ আত্মাকে দর্শন করেন তিনি জানেন যে জীব আত্মা এবং পরম্ আত্মা উভয়েই অবিনাশী, তিনিই প্রকৃতভাবে দর্শন করেন।

সমম্ পশ্যন হি সর্বত্র সমবস্থিতম্ ঈশ্বরম।
ন হিনস্তি আত্মনম্ ততঃ যাতি পরাম্ গতিম ।।২৯
অর্থ-যিনি সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত পরম্ আত্মাকে দশৃন করেন, তিনি কখন মনের দ্বারা অধপতন সাধন করেন না। এই ভাবে তিনি পরম গতি লাভ করেন।

প্রকৃত্যা এব চ কর্মানি ক্রিয় মানানি সর্বস্যঃ ।
যঃ পশ্যতি তথা আত্মনম্ অকর্তারম্ সঃ পশ্যতি ।।৩০
অর্থ-দেহের দ্বারা কৃত সমস্ত কর্ম প্রকৃতিই সম্পাদন করেছে, শুদ্ধ আত্মাস্বরুপ আমি কিছুই করি না এই ভাবে যিনি দর্শন করেন,তিনিই যথাযথ ভাবে দর্শনকরেন।

যদা ভুত পৃথক-ভাবম্ একস্থম অনুপশ্যতি।
ততঃ এব চ বিস্থারম্ ব্রক্ষ সম্পাদতে তদা ।।৩১
অর্থ-বিবেকমান পুরুষ যখন জড়দেহের পার্থক্য অনুসারে বিভিন্ন জীবের পার্থক্য দশ্ন করেন না; তিনিই ব্রহ্মভুত অবস্থা প্রাপ্ত হন। এই ভাবে তিনি সর্বত্র চিন্ময় প্রকৃতির বিস্তার দর্শন করেন।

অনাদিত্বাত্ নির্গুনত্বাত্ পরম্ আত্মা অয়ম অব্যয়ম।
শরিরস্থ অপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ।।৩২
অর্থ-ব্রহ্মভুত অবস্থায় জীব দর্শন করে যে ,আত্মচিন্ময়,অনাদি,নির্গুন এবং জড়া প্রকৃতির অতিত। হে অর্জুন জড়দেহে অবস্থান করলেও আত্মা কোন কিছু করেন না এবং কোন কিছুতে লিপ্ত হন না।

যথা সর্ব গতম সৌক্ষ্যাত্ আকাশম্ ন উপলিপ্যতে ।
সর্বত্র অবস্থিতঃ দেহে তথা আত্মা ন উপলিপ্যতে ।।৩৩
অর্থ-আকাশ যেমন সর্ব গত হয়েও সুক্ষ্মতা হেতু অন্য বস্তুতে লিপ্ত হয়ে না, তেমনি ব্রহ্ম দর্শনসম্পন্ন ব্যক্তি দেহে অবস্থিত হয়েও দেহ ধর্মে লিপ্ত হন না।

যথা প্রকাশয়তি একঃ কৃৎস্নম্ লোকম্ ইমম্ রবি ।
ক্ষেত্রম্ ক্ষেত্রী তথা কৃতৎস্নম্ প্রকাশয়তি ভারত ।।৩৪
অর্থ-হে ভারত একসুর্য যেমন সমস্ত জগত্ কে প্রকাশ করে, ক্ষেত্রী আত্মাও সেই ভাবে সমগ্র ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করে।

ক্ষত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়ো এবম্ অন্তরম্ জ্ঞান চক্ষুষা ।
ভূত প্রকৃতি মোক্ষ্যম্ চ যে বিদুঃ যান্তিতে পরম ।।৩৫
অর্থ-যারা এই ভাবে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য জানেন এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা জানেন তারা পরম্ গতি লাভ করেন।

ওং তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যাযাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রযোদশোঽধ্যাযঃ ॥১৩॥

www.bengaliebook.com

চতুর্দশ অধ্যায়ঃ গুণত্রয় বিভাগযোগ

ভগবান উবাচ :-
পরম ভূয় প্রবক্ষামি জ্ঞানানাম জ্ঞানম্ উত্তমম।
যত্ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাম সিদ্ধিম ইতঃ গতাঃ।।১
অর্থ-ভগবান বললেন-আমি পুনরায় তোমাকে সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে সর্বতম জ্ঞান সম্বন্ধেই বলব, যা লাভ করে, মুনিগন পরা সিদ্ধিরূপা ভক্তি লাভ করে ছিলেন।

ইদম জ্ঞানম উপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যম আগতাঃ ।
সর্গে অপি ন উপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ।।২
অর্থ-সেই জ্ঞান আশ্রয় করলে আমার পরা প্রকৃতি, চিন্ময় জগত্ লাভকরে। তখন আর সৃষ্ঠির সময় জড় জগতে জন্মগ্রহন করে না এবং প্রলয়ে আত্মবিনাশ রুপ ব্রাথা পায় না।

মম যোনিঃ মহত্ ব্রহ্ম তস্মিন গর্ভম দধামি অহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাম্ ততঃ ভবতি ভারত ।।৩
অর্থ-হে ভরত প্রকৃতি সংজ্ঞক ব্রহ্ম এই জড় জগতের উৎপত্তির কারন, এবং সেই ব্রহ্মে আমি গর্ভদান করি ফলে সর্বভূতের সৃষ্ঠি হয়ে।

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মুর্তয় সম্ভবন্তি যাঃ ।
তাসাম্ ব্রহ্ম মহত্ যোনিঃ অহম জীবপ্রদ পিতা ।।৪
অর্থ-হে কৌন্তেয় সমস্ত যোনিতে যত মুর্তি প্রকাশিত হয় ব্রহ্মরুপ যোনিই তাদের জননী স্বরুপা এবং আমি তাদের বীজ প্রদানকারি পিতা।

সত্তম রজ তমঃ ইতি গুনা প্রকৃতি সম্ভবাঃ ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনম অব্যয়ম ।।৫

অর্থ-হে মহাবাহো জড় প্রকৃতি থেকে সতঃ, রজঃ ,তমঃ এই তিনটি গুনের প্রকাশ হয়। জীব যখন জড়া প্রকৃতির সংর্স্পেশে আসে তখন সে তিনটি গুনের দ্বারা আবদ্ধ হয়।

তত্র সত্তম নির্ম্মলত্বাত্ প্রকাশকম অনাময়ম ।
সুখে সঙ্গেঁন বধ্নতি জ্ঞান সঙ্গেন চ অনঘ ।।৬
অর্থ-হে নিস্পাপ;এই তিনটি গুনের মধ্যে সত্ত্বগুন অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল, প্রকাশক এবং পাপশুন্য। এই সত্ত্বগুন আমি সুখি এই প্রকার সুখাশক্তি এবং আমি জ্ঞানি এই প্রকার জ্ঞানা শক্তি দ্বারা আমাকে আবদ্ধ করে।

রজঃ রাগাত্মকম্ বিদ্ধি তৃষ্ণা সঙ্গ সমুদ্ভবম্ ।
তত্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম ।।৭
অর্থ-হে কৌন্তেয়, অন্তহীন কামনা বাসনা থেকে রজগুণের উৎপত্তি হয় এবং রজগুনেই জীবকে সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করে।

তমঃ তু অজ্ঞানজম্ বিদ্ধি মোহনম্ সর্বদেহীনম ।
প্রমাদ আলস্য নিদ্্রাভিঃ তত্ নিবধ্নাতি ভারত ।।৮
অর্থ-হে ভারত তমগুন জীবের ভ্রান্তি উৎপাদন করে। প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা তমঃগুন জীবকে আবদ্ধ করে।

সত্তম সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মানি ভারত ।
জ্ঞানম আবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়তি ।।৯
অর্থ-সত্ত্বগুন জীবকে সুখের বন্ধনে আবদ্ধ কওে, রজগুন জীবকে সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ কওে, এবং তমগুন প্রমাদের বন্ধনে আবদ্ব করে।

রজঃ তমঃ চ অভিভুয় সত্তম ভবতী ভারত ।
রজঃ সত্ত্বম তমঃ চ এব তমঃ সত্ত্বম রজঃ তথা ।।১০

অর্থ-সত্ত্বগুন যখন প্রবল হয় তখন রজঃ ও তমঃগুন পরাজিত হয়। রজঃগুন যখন প্রবল হয় সত্ত্ব ও তমঃগুন পরাজিত হয়,এবং তমঃগুন যখন প্রবল হয় তখন সত্ত্ব ও রজঃগুন পরাজিত হয় এই ভাবে প্রকৃতির তিনটিগুনের মধ্যে সর্বদা আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা হয়।

।

সর্বদ্বারেষু দেহে অস্মিন প্রকাশঃ উপজায়তে ।
জ্ঞানম যদা তদা বিদ্যাত্ বিবৃদ্ধম্ সত্ত্ব ইতি উত ।। ১১
অর্থ-জ্ঞানের আলোকে জড়দেহের ইদ্রিয় রুপ দ্বারগুলিতে সত্ত্বঃ গুনের প্রকাশ অনুভুতি হয়।

লাভঃ প্রবৃত্তিঃ আরম্ভঃ কর্মনাম অশমঃ স্পৃহা ।
রজসী এতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ।।১২
অর্থ-হে ভরত শ্রেষ্ঠ রজঃগুনের প্রবল বর্ধিত হলে লোভ, কর্মে প্রবৃত্তি, উদ্যম, ও বিষয় ভোগের স্পৃহা বৃদ্ধি পায় ।

অপ্রকাশঃ অপ্রবৃত্তিঃ চ প্রমাদঃ মোহঃ এব চ ।
তমসি এতানি যায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ।।১৩
অর্থ-তমঃ গুনের প্রভাব বর্ধিত হলে, অজ্ঞানান্ধকার, প্রমাদ, মোহ উৎপন্ন হয়।

যদা সত্তে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ম্ যাতি দেহভূত্ ।
তদা উত্তমবিদাম্ লোকান অমলান প্রতিপদ্যতে ।।১৪
অর্থ-সত্ত্বগুন সম্পন্ন ব্যাক্তির দেহ ত্যাগ হইলে নির্ম্মল উচ্চতর লোক প্রাপ্ত হয়।

রজসি প্রলয়ম গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে ।
তথা প্রলীনঃ তমসি মূঢ় যোনিষু জায়তে ।।১৫
অর্থ-রজোগুণসম্পন্ন ব্যাক্তির মৃত্যু হলে কর্মাসক্ত মনুষ্যকুলে জন্ম হয়; এবং তমোগুণে আবিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হলে পশুযোনিতে জন্ম হয়।

কর্মণঃ সুকৃতস্য আহুঃ সাত্তিকম্ নির্মলম্ ফলম্ ।
রজসঃ তু ফলম্ দুঃখ্যম্ অজ্ঞানম্ তমসঃ ফল্ ।।১৬
অর্থ-সার্থিক কর্মের ফলে জীব পবিত্র হয়। রাজসিক কর্মের ফলে দুঃখভোগ হয় এবং তামসিক কর্মের ফলে অজ্ঞান অচেতনত্ব লাভ হয়।

সত্ত্বাত্ সংজায়তে জ্ঞানম্ রজসঃ লোভঃ এব চ ।
প্রমাদ মোহৌ তমসঃ ভবতঃ অপ্সানম এব চ ।।১৭
অর্থ-সত্ত্বগুন থেকে প্রকৃত জ্ঞান, রজগুন থেকে লোভ এবং তমগুন থেকে অজ্ঞান প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয়।

উর্ধ্বম গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।
জঘন্য গুণ বৃত্তিস্থা অধঃ গচ্ছন্তি তামসাঃ ।।১৮
অর্থ-সত্ত্বগুনস্থ ব্যক্তিগন উর্ধ্বর্ গতী লাভ করেন অর্থাত্ উচ্চতর লোকে গমন করেন;রাজসিক ব্যক্তিগন নর লোকে অবস্থান করেন; এবং তামসিক ব্যক্তিগন অধঃ পাতিত হয়ে নর লোকে গমন করেন।

ন অন্যম গুনেভ্যঃ কর্তারম যদা দ্রষ্টা অনুপশ্যতি ।
গুনেভ্যঃ চ পরম বেত্তি মদ্ভাবম্ সঃ অধিগচ্ছতি ।।১৯
অর্থ- জীব যখন অনুভব করেন যে প্রকৃতির গুন ব্যথিত কর্মে অন্য কোন কর্তা নেই এবং পনমেশ্বর ভগবান এই সমস্ত গুনের অতিত তখন তিনি আমার পরা প্রকৃতি জানতে পারেন।

গুনান এতান অতীত্য ত্রীন দেহী দেহ সমুদ্ভভবম ।
জন্ম মৃত্যু জরাঃ দুখৈঃ বিমুক্তঃ অমৃতম্ অশ্নুতে ।।২০
অর্থ-দেহ ধারী জীব যখন প্রকৃতির তিন গুন অতিক্রম করে জন্ম, জরারুপ দুঃখ বিমুক্ত হন, তখন তিনি ইহ জীবনেই অমৃত তত্ত আস্বাদন করেন।

অর্জুন উবাচ :-
কৈঃ লিঙ্গৈঃ ত্রীগুনান এতান অতীতঃ ভবতী প্রভো ।
কিম্ আচার কথম চ এতান ত্রীন গুনান অতিবর্ততে ।।২১
অর্থ-অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন হে প্রভু যিনি প্রকৃতির তিনটি গুনের অতীত হন তার লক্ষন কি? আর আচারন কিরকম এবং তিনি কিভাবে প্রকৃতির গুনত্রয় অতিক্রম করে।

ভগবান উবাচ :-
প্রকাশম চ প্রবৃত্তিম চ মোহম্ এব চ পান্ডব ।
ন দেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্খতি ।।২২

উদাসীন বদ আসীনঃ গুনৈ যঃ ন বিচাল্যতে।
গুনা বর্তন্তে ইতি এবম যঃ অবতিষ্ঠতি ন ইঙ্গতে ।।২৩

সম দুঃখ সুখঃ স্বস্থঃ সম লোষ্ট্র অশ্ম কাঞ্চনঃ ।
তুল্য প্রিয়ঃ অপ্রিয় ধীর তুল্য নিন্দা আত্ম সংস্তুতিঃ ।।২৪

মান অপোমানয়ো তুল্যঃ তুল্যঃ মিত্র অরি পক্ষয়োঃ।
সর্ব আরম্ভ পরিত্যাগী গুনাতিতঃ সঃ উচ্যতে ।।২৫
অর্থ- ভগবান বলিলেন -প্রকাশ প্রবৃত্তি ও মোহ আবির্ভুত হলে যিনি দ্বেষ করেন ন,ো এবং তাদের নিবৃত্তি ও আকাঙ্খা করে না, তিনিই গুনাতিত, উদাসিনের মত অবসি’ত থেকে যিনি গুনের দ্বারা বিচলিত হন না, যিনি সুখ, দুঃখ, মাটির ঢেলা, পাথও, সোনা, প্রিয়, অপ্রিয়, নিন্দাস্তুতি ইত্যাদির প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন এবং আত্মস্বরুপে অবস্থিত হয়ে তাদের তুল্য জ্ঞান করেন,যিনি সন্মান এবং অপমানে নির্বিকার, শত্রু ও মিত্রের প্রতি পক্ষ্যপাত শুন্য,যিনি ফলভোগের

উদ্দেশ্যে কর্ম না করেও , কেবল ভগবানের প্রীতি সম্পাদনের জন্য কর্ম করেন তিনি গুনাতিত।

মাম্ চ যঃ অভ্যভিচারেণ ভক্তি যোগেন সেবতে।
সঃ গুণান সমতিত্য এতান ব্রহ্মভুয়ায় কল্পতে ।।২৬
অর্থ-যিনি ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোন অবস্থাতে অধঃপাতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুন অতিক্রম করে ব্রহ্মভুত অবস্থায় উন্নিত হয়েছেন।

ব্রহ্মণঃ হি প্রতিষ্ঠ অহম্ অমৃতস্য অব্যয়স্য চ ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্য ঐকান্তিকস্য চ ।।২৭
অর্থ-অমিই নির্বিশেষ ব্যহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ত, অব্যয়ত্ব, নিতত্ত্ব, নিত্য ধর্ম এবং ঐকান্তিক সুখের আশ্রয় আমিই।

ওং তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যাযাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
গুণত্রযবিভাগযোগো নাম চতুর্দশোঽধ্যাযঃ ॥১৪॥

পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ পুরুষোত্তমযোগ

ভগবান উবাচ :-
উর্ধ্বমুলম্ অধঃ শাখম্ অশ্বত্থম্ প্রাহুঃ অব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্নানি যঃ তম বেদ সঃ বেদবিত্ ।।১
অর্থ-ভগবান বললেন-উর্ধমুল এবং অধঃ শাখা বিশিষ্ঠ একটি অশ্বত্থবৃক্ষ রয়েছে,বৈদিক মন্ত্র সমুহ সেইবৃক্ষের পত্র স্বরুপ। যিনি এই বৃক্ষ্যটিকে ভাল ভাবে জানেন তিনিই বেদবিদ।

অধঃ চ উর্ধ্বম্ প্রসৃতাঃ তস্য শাখাঃ
গুন প্রবৃদ্বাঃ বিষয় প্রবালাঃ ।
অধঃ চ মুলানি অনুসন্ততানি
করম অনুবন্ধীনি মনুষ্য লোকে ।।২
অর্থ-এই বৃক্ষের শাখা সমুহ জরাপ্রকৃতির তিনটি গুনের দ্বারা পুষ্টহয়ে অধঃদেশে ও উর্ধদেশে বিস্তৃত। জড়ীয় বিষয় সমুহই এই শাখাগনের পল্লব। এই বৃক্ষের মুলগুলি অধোঃদেশে প্রশারিত এবং সেগুলি মনুষ্যলোকে সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ।

ন রূপম অস্য ইহ তথা উপলভ্যতে
ন অন্ত ন চ আদিঃ ন চ সংপ্রতিষ্ঠা ।
অশ্বত্থম্ এনম সুবিরূঢ় মুলম
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ।।৩
ততঃ পদম্ তং পরিমার্গিতম্
যস্মি গতাঃ ন নিবতন্তি ভুয়ঃ ।
ত্বম এব চ আদ্যম্ পুরুষম্ প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসুতা পুরাণী ।।৪

অর্থ-এই বৃক্ষের স্বরুপ এই জগতে অব গত হওয়া যায়না। এর আদি এবং আশ্রয় যে কোথায় কেউ বুজতে পারেনা। বৈরাগ্যের রুপ অস্ত্রের দ্বারা এই বৃক্ষকে ছেদন করে, সত্য বস্তুর অন্বেষন করা কর্তব্য। সেই সত্য তত্ত্বে অবস্থিত হলে তা থেকে আর নিবৃত্তি হয় না। সেই পমশ্বর ভগবান থেকে সব কিছু শৃষ্টি হয়েছে এবং অনাদি কালথেকে তারই অনুস্বরন করছে, সেই পরম পুরুষের স্বরনাগত হও।

নিঃ মান মোহাঃ জিত সংঙ্গঁ দোষাঃ
আধ্যাত্ম নিত্যাঃ বিনিবৃত্ত কামাঃ ।
দ্বন্দ্বৈঃ বিমুক্তাঃ সুখ-দুঃখ সজ্ঞৈঃ
গচ্ছন্তি অমুঢ়া পদম অব্যয়ম তত্ ।।৫
অর্থ-যিনি অভিমান এবং মোহশুন্য, সঙ্গঁদোষ রহিত, নিত্য অনিত্য বিচার পরায়ন নিবৃত্ত, কাম সুখ-দুখ প্রভৃতি দ্বন্ধ সমুহ থেকে মুক্ত এবং পরমেশ্বর ভগবানের শ্বরনাগত পন্থা অবগত তিনি সেই অব্যয় পদ লাভ করতে পারে ।

ন তত্ ভাসয়তে সুর্য্য ন শশাঙ্কঃ ন পাবক ।
যত্ গত্বান নিবর্তন্তে তত্ ধাম্ পরম মম ।।৬
অর্থ-আমার সেই পরম ধাম চন্দ্রসুর্য্য অথবা বিদ্যুত্ আলোকিত করতে পারে না। সে খানে গেলে এই জড়জগতে আর ফিরে আসতে হয় না।

মম এব অংশঃ জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃ ষষ্টানি ইন্দ্রিয়াণি প্রকৃতি স্থানি কর্ষতি ।৭
অর্থ-এই জড় জগতে বদ্ব জীব সমুহ আমার সনাতন বিভিন্ন অংশ। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ব হওয়ার ফলে তারা মন সহ ছটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতির রুপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।

শরিরম্ যত্ অবাপ্নোতি যত্ চ অপি উৎক্রামতি ঈশ্বর ।

গৃহীত্বা এতানি সংযাতি বায়ু গন্ধান ইব আশয়াত্ ।।৮
অর্থ-বায়ু যেমন ফুলের গন্ধ নিয়া অন্যত্র গমন করে, তেমনিই এই জগতে জীব এক স্থুল শরির থেকে অন্য স্থুল শরিরে তার জীবনের ধারনা গুলি নিয়ে যায়।

শ্রোত্রম্ চক্ষুঃ স্পর্শনম্ চ রসনম্ ঘ্রানম্ এব চ ।
অধিষ্ঠায় মনঃ চ অয়ম্ বিষয়ান উপসেবতে ।।৯
অর্থ-অন্য স্থুলশরির লাভ করে চক্ষু, কর্ন, ত্বক, জিহ্বা এবং নাসিকা আশ্রয় করে মনের সাহায্যে রুপ রসাদি বিষয় সমুহ উপভোগ করে।

উৎক্রমন্তম স্থিতম বাপি ভুঞ্জনাম্ বা গুনান্বিতাম।
বিমুঢ়ান অনুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ ।।১০
অর্থ-মুঢ় লোকেরা বুজতে পারে না জীব কিভাবে দেহ ত্যাগ করে অথবা প্রকৃতির গুনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিভাবে তার পরবর্তি শরির উপভোগ করে। কিন্তু জ্ঞান চক্ষুবিশিষ্ঠ তিনি সমস্ত বিষয় যথাযথ ভাবে দর্শন করতে পারে।

যতন্তঃ যোগিনঃ চ এনম পশ্যন্তি আত্মনি অবস্থিতম।
যতন্তঃ অপি অকৃতাত্মান ন এনম পশ্যন্তি অচেতসা ।।১১
অর্থ-আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, যত্নশীল যোগীগন, এই তত্ত স্পষ্টরুপে দর্শন করতে পারেন কিন্তু আত্ত তত্ত জ্ঞান হীন অবিবেকিগন যত্ন করেও এই তত্ত অবগত হন না।

যত্ আদিত্যগতম তেজঃ জগত্ ভাষয়েতে অখিলম ।
যত্ চন্দ্রমসি যত্ চ অগ্নৌ তত্ তেজঃ বিদ্ধি মামকম্ ।।১২
অর্থ-সুর্য্যের যে জ্যোতি সমস্ত জগতকে উৎভাশিত করে, তা আমারই তেজ এবং চন্দ্র ও অগ্নির যে জ্যোতি তাও আমারই।

গাম আবিশ্য চ ভূতানি ধারয়ামি অহম ওজসা ।
পুষ্ণামি চ ঔষধীঃ সর্বাঃ সোমঃ ভূত্মা রসাত্মকঃ ।।১৩
অর্থ-প্রতিটি গৃহে প্রবৃষ্ট হয়ে আমি আমার শক্তির দ্বারা চরাচর সমস্ত প্রাণীদের ধারন করি এবং রসাত্তক চন্দ্ররুপে ধান, যবাদি ঔষধী পুষ্টি করি।

অহম বৈশ্বানর ভুত্বা প্রাণীনাম দেহম্ আশ্রিতঃ ।
প্রাণ অপান সমাযুক্তঃ পচামি অন্নম্ চতুর্বিধ্ ।।১৪
অর্থ-আমি জঠরাগ্নি রুপে প্রাণীগনের দেহ আশ্রয় করে প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগে চার প্রকার খাদ্য পরিপাক করি।

সর্বস্য চ অহম্ হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ;
মত্তঃস্মৃতি জ্ঞানম্ অপোহনম ।
বেদৈঃ চ সর্বৈঃ অহম এব বেদ্যঃ;
বেদান্ত কৃত্ বেদবিদ এব চ অহম ।।১৫
অর্থ-আমি সকলের হৃদয় অবস্থিত আছি এবং আমার থেকেই জীবের স্মৃতি এবং জ্ঞান উৎপন্ন ও বিলোপ হয়। আমি সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য সমস্ত বেদান্ত কর্তা এবং বেদবেত্তা।

দ্বৌ ইমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষর চ অক্ষরঃ এব চ ।
ক্ষরঃ সর্বানি ভূতানি কুটস্থঃ অক্ষরঃ উচ্যতে ।।১৬
অর্থ-ক্ষর এবং অক্ষর এই দুই প্রকার জীব রয়েছে। এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই ক্ষর, এবং চিত্ জগতে প্রতিটি জীবই অক্ষর।

উত্তম্ পুরুষঃ তু অন্যঃ পরম্ আত্মা ইতি উদাহৃত ।
যঃ লোক ত্রয়ম্ আবিশ্য বিভর্তি অব্যয়ঃ ঈশ্বর ।।১৭

অর্থ-এই উভয় পুরুষ থেকে ভিন্ন পুরুষোত্তম্ পরমাত্মা রুপে সমগ্র বিশ্বে প্রবেশ করে তাদের পালন করে।

যস্মাত্ ক্ষরম্ অতীতঃ অহম্ অক্ষরাত্ অপি চ উত্তম্ ।
ততঃ অস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তম্ ।।১৮
অর্থ-যে হেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর থেকেও উত্তম্ সেই হেতু ইহ লোকেও বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে বিখ্যাত।

যঃ মাম্ এবম্ অসংমূঢ় জানাতি পুরুষোত্তম্ ।
সঃ সর্ববিদ ভজতি মাম্ সর্বভাবেন ভারত ।।১৯
অর্থ-হে ভারত যিনি নিঃসন্দেহে আমাকে পুরুষোত্তম্ বলে জানেন, তিনি সর্বদা এবং তিনিই সর্বত ভাবে আমাকে ভজনা করেন।

ইতি গুহ্যতমম্ শাস্ত্রম্ ইদম্ উক্ত্যম্ ময়া অনঘ ।
এতত্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান স্যাত্ কৃত কত্যঃ চ ভারত ।।২০
অর্থ-হে নিস্পাপ অর্জুন এনটিই বৈদিক শাস্ত্রের সবচেয়ে গোপনিয় অংশ, এবং আমি তোমার কাছে প্রকাশ করলাম। যিনি এই তত্ত অব গত হয়েছেন, তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান এবং তিনিই কৃতার্থ হয়েছেন।

ওং তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যাযাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যাযঃ ॥১৫॥

ষোড়শ অধ্যায়ঃ দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগ

শ্রীভগবানুবাচ ।
অভয়ম্ সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ জ্ঞান যোগ ব্যবস্তিতিঃ ॥
দানম্ দমঃ চ যজ্ঞঃ চ সাধ্যায় তপ আর্জবম্ ॥১॥

অহিংসা সত্যম্ অক্রোধঃ ত্যাগঃ শান্তি অপৈশুনম্ ॥
দয়া ভূতেষু অলোলুপ্তম্ মার্দবম্ হ্রীঃ অচাপলম্ ॥২॥

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ সৌচম্ অদ্রোহঃ ন অতিমানিতা ॥
ভবন্তি সম্পদম দৈবীম্ অভিজাতস্য ভারত ॥৩॥
অর্থ-ভগবান বললেন হে ভারত, ভয়শুন্যতা, সত্তার, পবিত্রতা পারমার্থিক জ্ঞানের অনুশিলন, দান, আত্মসংযম, যজ্ঞ অনুষ্ঠান,বৈদিক শাস্ত্র অধ্যায়ন,তপশ্চর্যা, সরলতা,অহিংসা,সত্যবাদিতা,ক্রোধশুন্যতা,বৈরাগ্য, শান্তি ,অন্যের দোশদর্শন না করা,দয়া,লোভহীনতা,মৃদুতা,অসত্ চিন্তা ও অসত্ কর্ম লজ্জা, অচপলতা,তেজ,ক্ষমা, ধৈর্য,শৌচ,মৎসর্য শুন্যতা, অনভিমান এই সমসত গুনগুলি দিব্যভাব সমন্বিত ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায়।

দম্ভঃ দর্পঃ অভিমান চ ক্রোধঃ পারুষ্যম্ এব চ ॥
অজ্ঞানাম্ চ অভিজাতস্য পার্থ সম্পাদম্ আসুরীম্ ॥৪॥
অর্থ-হে পার্থ যারা আসুরি ভাব নিয়া জন্মগ্রহন করেছেন, দম্ভ, দর্প,অহংঙ্কার, ক্রোধ, বাক্য এবং ব্যবহরে কর্কশভাব্ এবং অবিবেক এই সমস্ত অসত্ ভাব তাদের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

দৈবী সম্পত্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায় আসুরী মতা ॥
মা শুচঃ সম্পাদম্ দৈবীম্ অভিজাত অসি পান্ডব ॥৫॥

অর্থ-দৈবী গুনাবলী মুক্তির অনুকুল আর আসুরীক গুনাবলী সংসার বন্ধনের কারন। হে পান্ডুপুত্র তুমি শোক করোনা কারন তুমি দৈবী গুনাবলীতে বিভূষিত হয়ে জন্ম গ্রহন করেছ।

দৌঃ ভূতসর্গৌ লোকে অস্মিন দৈব আসুর এব চ ॥
দৈব বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ আসুরম্ পার্থ মে শৃনু ॥৬॥
অর্থ-হে পার্থ এজগতে দেব স্বভাব প্রাণীদের কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ননা করেছি। এখন আসুরীক স্বভাব বিশিষ্ট প্রাণীদের কথা শ্রবন কর।

প্রবৃত্তিম্ চ নিবৃত্তিম্ চ জনাঃ ন বিদুঃ অসুরাঃ ॥
নশৌচম্ ন অপি চ আচারঃ ন সত্যম্ তেষু বিদ্যতে ॥৭॥
অর্থ-অসুর স্বভাব ব্যক্তিরা ধর্ম বিষয় প্রবৃত্ত হতে জানে না এবং অধর্ম বিষয়ে থেকেও নিবৃত্ত হতে জানে না। তাদের শৌচ নেই সদাচার নেই এবং সত্যও নেই।

অসত্যম অপ্রতিষ্ঠম তে জগত্ আহুঃ অনীশ্বরম্ ॥
অপস্পর সম্ভুতম্ কিমন্যত্ কাম হৈতুকম্ ॥৮॥
অর্থ-অসুর স্বভাক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বলে এই জগত্ মিথ্যা অবলম্বন হীন এবং অবিনশ্বর কাম বশত স্ত্রীপুরুষের সংযোগেই এই জগত্ উৎপন্ন হয়েছে এবং কাম ছারা অন্য কেন কারন নাই।

এতাম্ দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য নষ্ট আত্মনঃ অল্পবুদ্ধয় ॥
প্রভবন্তি উগ্রকর্মাণ ক্ষয়ায় জগতঃ অহিত্বাঃ ॥৯॥
অর্থ-এই প্রকার সিন্ধান্ত অবলম্বন করে আত্মতত্তহীন অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন উগ্রকর্মা অসুরস্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জগত্ ধংসকারি কার্যে নিয়োজিত থাকে।

কামম্ আশ্রিত্য দুঃস্পুরম্ দম্ভ মান মদান্বিতাঃ ॥

মোহাত্ গৃহীত্বা অসত্ গ্রাহান প্রবর্তন্ত অশুচি ব্রতাঃ ॥১০॥
অর্থ-তাদের হৃদয় দুঃস্পুরনীয় বাসনায় পুর্ন। দম্ভ মান ও মদযুক্ত হয়ে তারা অশুচি কার্যে ব্রতী হয় এবং মোহ বশতঃ অসৎ বিষয় প্রবৃত্ত হয়।

চিন্তাম্ অপরিমেয়াম্ চ প্রলয়ান্তাম্ উপাশ্রিতাঃ
কামোপভোগ পরমাঃ এতাবত্ ইতি নিশ্চিতাঃ ॥১১॥

আশাপাশ শতৈঃ বদ্ধাঃ কাম ক্রোধ পরায়ণাঃ ॥
ঈহনতে কাম ভোগ অর্থম্ অন্যায়েন অর্থ সঞ্চয়ন ॥১২॥
অর্থ-মৃত্যুকাল পর্যনত ইন্দ্রিয় সুখ ভোগকেই তারা তাদের জীবনের উদ্বেশ্য বলে মনে করে। অপরিমেয় দুঃখ দুশ্চিন্তার আশ্রয় গ্রহন অসংখ্য আশাপাপে আবদ্ধ হয় এবং কাম ক্রোধের অদীন হয়ে তারা বিষয় ভোগের জন্য নানা রকম অসৎ উপাত্ অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে।

ইদম্ অদ্য ময়া লব্ধম্ ইমম্ প্রাপস্যে মনোরথম্ ॥
ইদম্ অস্তি ইদম্ অপি মে ভবিষ্যতি পুনঃ ধনম্ ॥১৩॥

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুঃ হনিষ্যে চ অপরান অপি ॥
ঈশ্বর অহম্ অহম্ ভোগী সিদ্ধঃ অহম্ বলবান সুখী ॥১৪॥

আঢ্যঃ অভিজনবান অস্মি কঃ অন্য অস্তি সদৃশ্যঃ ময়া ॥
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিস্যে ইতি অজ্ঞান বিমেহিতাঃ ॥১৫॥

অনেক চিত্তবিভ্রান্তঃ মোহ জাল সমাবৃতাঃ ॥
প্রসক্তাঃ কাম ভোগেষু পতন্ত নরকে অশুচৌ ॥১৬॥
অর্থ-অসুর স্বভাব ব্যক্তিরা মনেকরে আজ আমার এত লাভ হল এবং ভবিষ্যতে আমার পরি কল্পনা অনুসারে আরো লাভ হবে।এখন আমার এত

ধন আছে এবং ভবিষ্যতে আর ধন হবে এবং সে আমার শত্রু এবং আমি তাকে নাশ করেছি এবং অন্যান্য শত্রুদের আমি নাশ করব। আমিই ঈশ্বর আমি ভোক্তা আমি সিদ্ধ, বলবান এবং সুখী। আমি সব চেয়ে ধনবান, এবং অভিজাত আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত। আমার মত বলবান এবং সুখী আর কেউ নাই। আমি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করব। আমি দান করব, এবং আনন্দ করব। এই ভাবে অসুর স্বভাব ব্যক্তিরা অজ্ঞানের দ্বারা বিমোহিত হয়। নানা প্রকার দুঃশ্চিন্তায় বিভ্রান্ত হয়ে এবং মোহজালে বিজরিত হয়ে কামভোগে আসক্ত চিত্ত অসুরস্বভাব ব্যক্তিরা অশুচি নরকে পতিত হয়।

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ ধনমান মদান্বিতা ॥
যজন্তে নাম যজ্ঞৈঃ তে দম্ভেন অবিধিপুর্বকম্ ॥১৭
অর্থ-সেই আত্মাভিমানী অনম্র ও ধনবান ও মদান্বিতা ব্যক্তিরা অবিধিপুর্বক দম্ভ সহকারে নাম মাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে।

অহংঙ্কারম বলম্ দর্পম্ কামম্ ক্রোধম্ চ সংশ্রিতা ॥
মাম আত্মা পরদেহেষু প্রদ্বিষ্যন্তে অভ্যসুয়কা ॥১৮॥
অর্থ-অহংঙ্কার, বল, দপর্, কাম ও ক্রোধের দ্বারা বিমোহিত হয়ে অসুর স্বভাব ব্যক্তিরা স্বীয় দেহে এবং পরদেহে অবস্তিত পরমেশ্বর স্বরুপ আমাকে দ্বেষ করে এবং প্রকৃত ধর্মের নিন্দা করে।

তান অহম দ্বিষতঃ ক্রুরান সংসারেষু নরাধমান্ ॥
ক্ষিপামি অজস্রম্ অশুভান আসুরীষু এব যোনিষু ॥১৯। ।
অর্থ-সেই বিদ্বেষী ক্রুর নরাধমদের আমি এই সংসারেই অশুভ আসুরী যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি।

আসুরীম্ যোনিম্ আপন্নাঃ মুঢ়া জন্মানি জন্মানি ॥
মাম্ অপ্রাপ্য এব কৌন্তেয় ততঃ যান্তি অধমাম্ গতিম্ ॥২০॥

অর্থ-হে অর্জুন অসুর যোনি প্রাপ্ত হয়ে সেই মুঢ় ব্যক্তিরা জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করতে অক্ষম হয়ে তার থেকেও অধম গতি প্রাপ্ত হয়।

ত্রিবিধম্ নরকস্য ইদম্ দ্বারম্ নাশনম্ আত্মনঃ ॥
কামক্রোধঃ ততঅ লোভঃ তস্মাত্ এতত্ ত্রয়ম্ ত্যাজেত্ ২১॥
অর্থ-কাম ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরুপ। অতএব উত্তম ব্যক্তিরা এই তিনটি পরিত্যাগ করেন কারন এগুলি আত্মাকে অধঃগামী করে।

এতৈঃ বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈঃ ত্রিভিঃ নরঃ ॥
আচরিত আত্মনঃ শ্রেয় ততঃ যাতি পরাম্ গতিম্ ॥২২॥
অর্থ-হে কৌন্তেয় এই তিন প্রকার তমদ্বার থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ আত্মার শ্রেয় আচরন করবে,তা হলেই পরাগতি লাভ করতে পারবে।

যঃ শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য বর্ততে কামকারত ॥
ন সঃ সিদ্ধিম্ অবাপেনাতি ন সুখেন ন পরাম্ গতিম্ ॥২৩॥
অর্থ-কিন্তু শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে যে কামাচারে বর্তমান থাকে সে সিদ্ধি বা সুখ বা পরা গতীলাভ করতে পারে না।

তস্মাত্ শাস্ত্রম্ প্রমানম্ তে কার্য অকার্য ব্যবস্থিতৌ ॥
জ্ঞাতা শাস্ত্র বিধান উত্তম্ কর্ম কর্তুম্ ইহ অর্হসি ॥২৪॥
অর্থ-অতএব কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। অতএব শাস্ত্রিয় বিধি নিষেধের স্বরুপ জেনে কর্ম করা উচিত যাতে পারমার্থিক উন্নতি লাভ করা যায়।

ওং তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যাযাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
দৈবাসুরসংপদ্বিভাগযোগো নাম ষোডশোঽধ্যাযঃ ॥১৬॥

সপ্তদশ অধ্যায়ঃ শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগযোগ

অর্জুন উবাচ :-
যে শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়া অন্বিতা ।
তেষাম্ নিষ্ট তু কা কৃষ্ণ সপ্তম্ অহো রজঃ তমঃ ।।১
অর্থ-অর্জুন বললেন-হে ভগবান যারা শাস্ত্রিয় বিধান পরিত্যাগ করে শ্রদ্ধা সহকারে দেব দেবীর পূজা করে তাদের সেই নিষ্ঠা কি সাত্তিক,রাজসিক না তামসিক।

ভগবান উবাচ :-
ত্রিবিধা ভবতী শ্রদ্ধা দেহীনাম সা স্বভাবজা ।
স্বাত্ত্বিকী রাজসী চ এব তামসী চ ইতি তাম শৃণু ।।২
অর্থ-দেহীদের স্বভাবজনিত শ্রদ্ধা তিন প্রকার,সাত্ত্বিক,রাজসীক ও তামসীক।

সত্ত্বানুরুপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতী ভারত ।
শ্রদ্ধাময়ঃ অময় পুরুষঃ যঃ যত্ শ্রদ্ধা সঃ এব সঃ ।।৩
অর্থ-হে ভারত সকলেই প্রকৃতির মাত্রা অনুযায়ী বিশেষ রকম শ্রদ্ধা যুক্ত হয় যে যেরকম গুনের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত সে সেইরকম শ্রদ্ধাবান।

যজন্তে সাত্ত্বিকাঃ দেবান যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ ।
প্রেতান ভূতাগনান চ অন্যে যজন্তে তামসাঃ জনাঃ ।।৪
অর্থ-সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা দেবতাদের পূজা করে রাজসীক ব্যক্তিরা যক্ষ্য ও রাক্ষসদের পূজা করে এবং তমসিক ব্যক্তিরা ভূত প্রেতদের পূজা করে।

অশাস্ত্র বিহিতম্ ঘোরম্ তপন্তে যে তপঃ জনাঃ ।
দম্ভ অহংঙ্কার সংযুক্তঃ কামরাগ বল অন্বিতাঃ ।।৫
কর্ষয়ন্ত শরিরস্থম্ ভূতগ্রামম্ অচেতসঃ ।

মাম্ চ এব অন্ত শরিরস্থম্ তান বিদ্ধি আসুর নিশ্চয়ান ।। ৬
অর্থ-দম্ভ ও অহংঙ্কার যুক্ত এবং কামনা ও আশক্তির প্রভাবে বলান্বিত হয়ে যে সমস্ত অবিবেকী ব্যক্তিরা তাদের দেহস' ইন্দ্রিয় সমুহকে এবং অন্তরস্থ পরমাত্মাকে কষ্টদিয়ে শাস্ত্র বিরুদ্ধ ঘোর তপস্যার অনুষ্ঠান করে তাদের আসুরিক বুদ্ধিবিশিষ্ট বলে জানবে।

আহারঃ তু অপি সর্বস্য ত্রিবিধ ভবতী প্রিয়ঃ ।
যজ্ঞ তপঃ তথা দানম্ তেষাম্ ভেদম্ ইমম্ শৃনু ।।৭
অর্থ-প্রকৃতির তিনটি গুন অনুসারে সেই তিন প্রকার মানুষের আহর ও ত্রিবিধ।তেমনই তাদের যজ্ঞ তপস্যা এবং দান ও ত্রিবিধ বলে জানবে।

অয়ু সত্ত্ব বল আরগ্য সুখ প্রীতি বিবর্ধনা ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ ।।৮
কটু অম্ল লবন অত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ রুক্ষ্য বিদাহীনঃ ।
আহারাঃ রাজসস্য ইষ্টাঃ দুঃখ শোক আময়প্রদাঃ ।।৯
যাতষামম গতরসম পুতি পর্যুষিতম্ চ যত্ ।
উচ্ছিষ্টম্ অপি চ অমেধ্যম্ ভোজনম্ তামস প্রিয়ম্ ।।১০
অর্থ-যে সমস্ত আহার আয়ু উদ্যম বল আরগ্য সুখ ও প্রিতি বৃদ্ধি করে এবং সরল স্নিগ্ধ পুষ্টিকর ও মনোরম সেগুলি সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয়। যে সমস্ত আহার দুঃখ্য শোক ও রোগ সৃষ্টি করে এবং অতি তিক্ত অতি অম্ল অতি লবন যুক্ত অতি উষ্ণ অতি তিক্ষ্ণ অতি শুস্ক অতি প্রদাহকর সে গুলি রাজসিকদের প্রিয় হয়। এক প্রহরের অধিক পুর্বে রান্না হওয়ার ফলে যে সমস্ত খাদ্য বাসী হয়ে গেছে যা নিরস অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পুর্বদিনে রান্না হয়ে পর্যুষিত এবং অপরের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ও অমেধা দ্রব্যসকল তামসিক লোকের প্রিয়।

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ যজ্ঞঃ বিধি দিষ্টঃ যত্ ইজ্যতে ।
যষ্টব্যম্ এবম্ ইতি মনঃ সমাধায় সঃ সাত্ত্বিকঃ ।।১১

অর্থ-কোন রকম ফলের আশা না করে , শাস্ত্রের বিধি অনুসারে কর্তব্য বোধে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত তা সাত্ত্বিক যজ্ঞ।

অভিসন্ধায় তু ফলম্ দম্ভ অর্থম্ অপি চ এব যত্ ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তম্ যজ্ঞম্ বিদ্ধি রাজসম্ ।। ১২
অর্থ-হে ভরতশ্রেষ্ঠ জাগতিক লাভের আশায় ফল কামনা করে দম্ভ প্রকাশের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাকে রাজসিক বলে জানবে।

বিধিহীনম্ অসৃষ্টন্নম্ মন্ত্রহীনম্ অদক্ষিনম্ ।
শ্রদ্ধাবিরহিতম্ যজ্ঞম্ তামসম্ পরিচক্ষতে ।।১৩
অর্থ-শাস্ত্রবিধি বর্জিত প্রসাদান্ন বিতরণহীন শন্ত্রহীন শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলা হয়।

দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ পূজনম্ শৌচম্ আর্জবম ।
ম্ব্রহ্মচর্যম্ অহিংসা চ শরিরম তপঃ উচ্চতে ।।১৪
অর্থ-পরমেশ্বর ভগবান ব্রাহ্মন গুরুজন ও প্রাজ্ঞগনের পূজা এবং শৌচ সরলতা ব্রহ্ম চর্য্যা ও অহিংসা এইগুলিকে কায়িক তপস্যা বলে।

অনুদ্বেগ করম্ বাক্যম্ সত্যম্ প্রিয় হিতম্ চ যত্ ।
স্বাধ্যায় অভ্যসনম্ চ এব বাঙ্ময়ম্ তপঃ উচ্যতে ।।১৫
অর্থ-অনুদ্বেগকর সত্য প্রিয় অথচ হিতকর বাক্য এবং বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করাকে বাচিক তপস্যা বলে।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বম্ মৌনম্ আত্মবিনিগ্রহঃ ।
ভাবসংশুদ্ধিঃ ইতিএতত্ তপঃ মানসম্ উচ্যতে ।।১৬
অর্থ-চিত্তের প্রসন্নতা সরলতা মৌন আত্মনিগ্রহ ব্যবহারে ছলনা রাহিত্য এইগুলিকে মানুষিক তপস্যা বলে।

শ্রদ্ধায় পরয়া তপ্তম্ তপঃ তত্ ত্রিবিধম্ নরৈঃ ।
অফলা কাঙ্খিভিঃ যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকম্ পরিচক্ষতে ।১৭
অর্থ-নিস্কাম ব্যক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যখন এই ত্রিবিধ তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলা হয়।

সৎকার মান পূজার্থম তপঃ দম্ভেন চ এব যত্ ।
ক্রিয়তে তত্ ইহ প্রোক্তম্ রাজসম্ চলম্ অধ্রুবম্ ।।১৮
অর্থ-প্রসাংসা সন্মান পুজা পাওয়ার আশায় দম্ভ সহকারে যে তপস্যা করা হয় তা অনিত্য ও অনিশ্চিত রাজসিক তপস্যা।

মুঢ় গ্রাহেন আত্মনঃ যত্ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।
পরস্য উৎসাদনার্থম্ বা তত্ তামসম্ উদাহৃতম্ ।।১৯
অর্থ-মুঢ় ব্যক্তির প্রভাবে নিজেকে কষ্টদিয়ে বা অপরের বিনাশের জন্য যে তপস্যা করা হয় তাকে তামসিক তপস্যা বলে।

দাতব্যম্ ইতি যত্ দানম্ দীয়তে অনুপকারিণে ।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তত্ দানম্ সাত্ত্বিকম্ স্মৃতম্ ।।২০
অর্থ-দানকরা কর্তব্য বলে মনে করে প্রত্যুপকারের আশা না করে উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত সময় উপযুক্ত পাত্রে যে দান করা হয় তাকে সাত্ত্বিক দান বলে।

যত্ তু প্রত্যুপকারার্থ ফলম্ উদ্দিশ্য বা পুন ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টম্ তত্ দানম্ রাজসম্ স্মৃতম্ ।।২১

অদেশ কালে যত্ দানম্ অপাত্রেভ্যঃ চ দীয়তে ।
অসৎকৃতম্ অবজ্ঞাতম্ তত্ তামসম্ উদাহৃতম্ ।।২২

অর্থ-যে দান প্রত্যুপকারের আশা করে বা সর্গাদির লাভের উদ্দেশে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বে করা হয়,তাকে রাজসিক দান বলে। অশুচি স্থানে অশুভ সময় অযোগ্য পাত্রে অবজ্ঞা সহকারে,এবং অনাদরে যে দান করা হয় তাকে তামসিক দান বলে।

ওঁং তত্ সত্ ইতি নির্দশঃ ব্রাক্ষণঃ ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।
ব্রাক্ষণাঃ তেন বেদাঃ চ যজ্ঞাঃ চ বিহিতাঃ পুরা ।।২৩
অর্থ-সৃষ্টির আদিতে ওঁ তত্ সত্ এই শব্দ দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের ত্রিবিধ নাম নিদৃষ্ট হয়েছে। যজ্ঞকর্তা ব্রাক্ষনেরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান সময় ভগবানের সন’ষ্টির জন্য তা উচ্চারন করতেন।

তস্মাত্ ওঁ ইতি উদাহৃত্য যজ্ঞ্য দান তপঃ ক্রিয়াঃ ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততম্ ব্রহ্মবাদিনাম্ ।।২৪
অর্থ-সেই হেতু পরমার্থিবাদিরা পরমেশ্বর ভগবানকে লাভ করার জন্য ওঁ শব্দ ব্যবহার পুর্বক যজ্ঞ দান তপস্যা এবং ক্রিয়া অনুষ্ঠান করেন।

অদিতি অনভিসন্ধায় ফলম্ যজ্ঞ তপঃ ক্রিয়াঃ ।
দান ক্রিয়া চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ।।২৫
অর্থ-তত্ এই শব্দ উচ্চারন করে মূমূক্ষু ব্যক্তিরা ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে নানা প্রকার যজ্ঞ, তপস্যা, দান আদি কর্মের অনুষ্ঠান করেন।

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সত্ ইতি এতত্ প্রজুয্যতে ।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ।।২৬
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সত্ ইতি চ উচ্যতে ।
কর্ম চ এব তত্ অর্থিয়ম্ সত্ ইতি এব অভিধিয়তে ।।২৭
অর্থ-হে পার্থ সৎভাবে ও সাধুভাবে সম্পাদন করার জন্য সত্ এই তৃতীয় ব্রহ্ম বাচক শব্দটি প্রযুক্ত হয়। যজ্ঞ ,তপস্যা, ও দানেও পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতি

সম্পাদনের জন্য যে তা অনুষ্ঠিত হয়েছে তা নির্দেশ করার জন্য সত্ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

অশ্রদ্ধয়া হুতম্ দত্তম্ তপঃ তপ্তম্ চ উচ্যতে ।
অসত্ ইতি উচ্যতে পার্থ ন চ তত্ প্রেত্য ন ইহ ।।২৮
অর্থ-হে পার্থ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ন না হয়ে যেদান বা তপস্যা অনুষ্ঠিত হয় তা অসত্।সেইসস্ত ক্রিয়া ইহকাল ও পরকাল কোন কালেই উপকারে আসেনা বা উপকার করে না।

ওং তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যাযাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
শ্রদ্ধাত্রযবিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যাযঃ ॥১৭॥

অষ্টাদশ অধ্যায়ঃ মোক্ষযোগ

অর্জুন উবাচ :-
সন্নাসস্য মহাবাহো তত্ত্বম্ ইচ্ছামি বেদিতুম্ ।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক কেশিনিসুদন ।।১
অর্থ-অর্জুন বললেন- হে মহাবাহো, হৃষিকেশ হে কেশিনিসুদন আমি সন্নাস ও ত্যাগ শব্দের তত্ত্ব পৃথক পৃথক ভাবে জানতে ইচ্ছা করি।

ভগবান উবাচ :-
কাম্যানাম্ কর্মনাম্ ন্যাসম্ সন্নাসম্ কবয়ঃ বিদুঃ ।
সর্ব কর্ম ফল ত্যাগম্ প্রাহুঃ ত্যাগম বিচক্ষনাঃ ।।২
অর্থ-ভগবান বললেন সম কর্মের ফল ত্যাগকে বিচক্ষন ব্যক্তিগন ত্যাগবলেন এবং কাম্য কর্মের পরিত্যাগকেই পন্ডিতগন সন্নাস বলে।

ত্যাজ্যম্ দোশবত্ ইতি একে কর্ম প্রাহুঃ মনিষিণঃ ।
যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যম্ ইতি চ অপরে ।।৩
অর্থ-ত্যাগ সম্বন্ধে একশ্রেনীর পন্ডিতেরা এরুপ স্থির করেছেন যে,কর্মকে দোষ বলে একেবারে ত্যাগ করবে, অপর এক শ্রেণীর পন্ডিত যজ্ঞ,দান,তপস্যা প্রভৃতি কর্মকে অত্যাজ্য বলে সিদ্ধান্ত করেছে।

নিশ্চয়ম্ শৃনু মে অত্র ত্যাগে ভরতম্ ।
ত্যাগ হি পুরুষব্যাগ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ ।।৪
অর্থ-হে ভরত সত্তম্ ত্যাগ সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত শ্রবন কর, হে পুরুষ ব্যাগ্র শাস্ত্রে ত্যাগও তিন প্রকার বলে কীর্তিত হয়েছে।

যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম ন ত্যাজম্ কার্যম্ এব তত্ ।
যজ্ঞ দানম্ তপঃ চ এব পাবনানি মনীষিণাম্ ।। ৫

অর্থ-যজ্ঞ, দান, তপস্যা কখনো ত্যাগ করা ইচিত নয় যজ্ঞ দান এবং তপস্যা মনীষীদের পর্য্যন্ত পবিত্র করে।

এতানি অপি তু কর্মানি সঙ্গম্ ত্যক্তা ফলানি চ ।
কর্তব্যানি ইতি মে পার্থ নিশ্চিতম্ মতম্ উত্তমম্ ।।৬
অর্থ-আশক্তি ও ফেের আশা ত্যাগ করে কর্তব্য বোধে এই সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠান করা উচিত্। ইহাই আমার সিদ্ধান্ত।

নিয়তস্য তু সন্নাসঃ কর্মনঃ ন উপপদ্যতে ।
মোহাত্ তস্য পরিত্যাগঃ তমসঃ পরিকীর্তিত ।।৭
অর্থ-নিত্ত কর্ম অবশ্য কর্তব্য, কখনোই ত্যাগ করা উচিত্ নয়, মোহ বশত কেউ যদি নিত্ত কর্ম ত্যাগ করে, তা হলে তাকে তামসিক ত্যাগ বলা হয়।

দঃখম্ ইতি এব যত্ কর্ম কায় ক্লেশ ভয়াত্ ত্যজেত্ ।
স কৃত্বা রাজসম্ ত্যাগম্ ন এব ত্যাগ ফলম্ লভেত্ ।। ৮
অর্থ-যিনি নিত্ত কর্মকে ক্লেশকর বলে মনে করেন, সেই ত্যাগ রাজস ত্যাগ, তার ফল কখনো ত্যাগের ফল লাভ হয় না।

কার্যম্ ইতি এব চ যত্ কর্ম নিয়তম্ ক্রিয়তে অর্জুন ।
সঙ্গম্ ত্যাক্তা ফল চ এব সঃ ত্যাগৈঃ সাত্ত্বিক মতঃ ।। ৯
অর্থ-হে অর্জুন যিনি কর্তব্য বোধে নিত্ত কর্ম অনুষ্ঠান করেন এবং সেই কর্মের আশক্তি ও ফল পরিত্যাগ করেন, তার ত্যাগ সাত্ত্বিক।

ন দ্বেষ্টি অকুশলম্ কর্ম কুশলেন অনুষজ্জতে ।
ত্যাগী সত্ত্ব সমাবিষ্টঃ মেধাবী ছিন্ন সংশয় ।।১০
অর্থ-যারা সত্ত্বগুনে অবস্থিত যারা অশুভ কর্মে বিদ্দেশ করেন না এবং শুভ কর্মে অনাশক্ত হয় না সেই প্রকার মেধাবী ব্যাক্তির কর্ম সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই।

ন হি দেহভূতা শক্যম্ ত্যক্তুম্ কর্মানি অশেষতঃ ।
যঃ তু কর্ম ফল ত্যাগী সঃ ত্যাগী ইতি অভিধিয়তে ।।১১
অর্থ-দেহধারী জীবের সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়, তাই যিনি সমস্ত কর্মের ফল পরিত্যাগ করেন তিনিই বাস্তবিক ত্যাগী।

অনিষ্টম ইষ্টম মিশ্রম্ চ ত্রিবিধম্ কর্মনঃ ফলম্ ।
ভবতী অত্যাগীনাম্ প্রেত্য ন তু সন্নাসি নাম্ কচিত্ ।১২
অর্থ-যারা কর্মফল ত্যাগ করেনি তাদের অনিষ্ট ইষ্ট ও মিশ্র এই তিন প্রকার কর্ম ফল ভোগ হয়। কিন্তু সন্নাসিদের উক্ত ত্রিবিধ ফল ভোগ করতে হয় না।

পঞ্চ এতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে ।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব কর্মনম্ ।।১৩
অর্থ-হে মহাবাহো বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে কর্ম সমুহের সিদ্ধির উদ্দেশ্যে পাচটি কারন নির্দিষ্ট হয়েছে তা আমি বলছি শ্রবন কর।

অধিষ্ঠানম্ তথা কর্তা করনম্ চ পৃথগবিধম্ ।
বিবিধঃ চ পৃথক চেষ্টাঃ দৈবম্ চ এব অত্র পঞ্চমম্ ।।১৪
অর্থ-অধিষ্ঠান, কর্তা, ইন্দ্রিয়সমুহ,প্রচেষ্টা এবং চরমে পরমাত্মা এই পাচটি হল কর্মের হেতু।

শরির বাক্ মনোভিঃ যত্ কর্ম প্রারাভতে নরঃ ।
ন্যয্যম্ বা বিপরীতম্ বা পঞ্চ এতে তস্য হেতবঃ ।।১৫
অর্থ-শরির বাক্য মন দ্বারা মানুষ কার্য করে,তা ন্যায্যই হোক আর অন্যায্যই হোক উক্ত পঞ্চবিধ কারণ দ্বারাই সাধিত হয়।

তত্র এবম্ সতি কর্তারম্ আত্মনম্ কেবলম্ তু যঃ ।

ঈশ্যতি অকৃতবুদ্ধিত্বাত্ ন সঃ পশ্যতি দুর্মতি ।।১৬
অর্থ-যে কর্মের পাচটি কারনের কথা বিবেচনা না করে নিজকে কর্তা বলে মনে করে সে অবশ্যই নির্বোধ এবং দুর্মতি, সে যথাযথভাবে দর্শন করতে পারে না।

যস্য ন অহংকৃত ভাবঃ বুদ্ধি যস্য ন লিপ্যতে ।
হত্বাপি সঃ ইমান লোকান ন হন্তি ন নিবধ্যতে ।।১৭
অর্থ-আমি কর্তা এই অভিমান যার নাই যার বুদ্ধি কর্মফলে লিপ্ত হয়না, তিনি জগতের সমসত প্রাণী হত্যা করলেও হত্যাকারি হয়না বা হত্যার ক্রিয়া ফলে আবদ্ধ হয়না।

জ্ঞানম্ জ্ঞেয়ম্ পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম চোদনা ।
কারনম্ কর্ম কর্তা ইতি ত্রিবিধা কর্ম সংগ্রহ ।।১৮
অর্থ-জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা এই তিনটি কর্মের প্রেরনা,তারণ কর্ম ও কর্তা তিনটিই কর্মের আশ্রয়।

জ্ঞানম্ কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধা এব গুনভেদতঃ ।
প্রোচ্যতে গুন সংখ্যানে যথাবত্ শৃনু তানি অপি ।।১৯
অর্থ-প্রকৃতির তিনটি গুন অনুসারে জ্ঞান কর্ম ও কর্তা তিন প্রকার। সেই ভেদসমুহ আমি বলছি, যথযথভাবে শ্রবন কর।

সর্বভুতেষু যেন একম্ ভাবম্ অব্যয়ম্ ঈক্ষ্যতে ।
অবিভক্তম বিভক্তেষু তত্ জ্ঞানম্ বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ।।২০
অর্থ-যে জ্ঞানের দ্বারা সমস- প্রণীতে এক অবিভক্ত চিন্ময় ভাব দর্শন হয়,অনেক জীব পরস্পর ভিন্ন হলেও চিন্ময় সত্তায় তারা এক, এই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে।

www.bengaliebook.com

পৃথক্তেন তু যজজ্ঞানম্ নানাভাবান পৃথগ বিধান ।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজজ্ঞানম্ বিদ্ধি রাজসম্ ।।২১
অর্থ-সেই জ্ঞানের দ্বারা বিভিন্ন প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আত্মা অবস্থিত বলে দর্শন হয়। সেই জ্ঞান রাজসিক বলে জানবে।

যত্ তু কৃৎস্নবত্ একস্মি কার্যে সক্তম্ অহৈতুকম্ ।
অতত্ত্বার্থবত্ অল্পম্ চ তত্ তামসম উদহৃতম্ ।।২২
অর্থ-এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হয়ে কোন একটি বিশেষ কাজে তীর্ব আশক্তির উদয় হয়, সেই তুচ্ছ জ্ঞানকে তামসিক জ্ঞান বলে।

নিয়তম্ সঙ্গরহিতম্ অরাগদ্বেষতঃ কৃতম্ ।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্ তত্ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে ।।২৩
অর্থ-ফলের আকাঙ্ক্ষা না কাে রাগ ও দ্বেষ বর্জন পুর্বক আশক্তি শুন্য হয়ে যে নিত্ত কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাকে সাত্তিক কর্ম বলে।

এতত্ তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেন বা পুনঃ ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসম্ তত্ রাজসম্ উদাহৃতম্ ।।২৪
অর্থ-কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা যুক্ত এবং অহংঙ্কার যুক্ত হয়ে বহু কষ্ট সাধ্যকরে যে কর্মের অনুষ্ঠান হয় সে কর্ম রাজসিক বলে অভিহিত হয়।

অনুবন্ধন ক্ষয়ম্ হিংসাম্ অনপেক্ষ চ পৌরুষম ।
মোহাত্ আরভ্যতে কর্ম যত্ তত্ তামসম্ উচ্যতে ।।২৫
অর্থ-ভাবি ক্লেশ ধর্ম জ্ঞানাদির অপচয় হিংসা এই সমস্ত পরিনতির কথা বিবেচনা না করে মোহ বসত যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাকে তমসিক কর্ম বলা হয়।

মুক্তসঙ্গঃ অনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিতাঃ ।

সিদ্ধি অসিদ্ধোঃ নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে ।২৬
অর্থ-মুক্তসঙ্গ, অহংঙ্কারশুন্য, ধৃতি উৎসাহসমন্বিত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার, এই রুপ কর্তাই সাত্ত্বিক।

রাগী কর্মফল প্রেপ্সু লুব্ধাঃ হিংসত্মকঃ অশুচি ।
হর্ষ শোকান্বিতাঃ কর্তা রাজসঃ পরিকির্তিতঃ ।।২৭
অর্থ-অত্যন্ত বিষয়াসক্ত কর্মফল লুব্ধ হিংসা প্রিয় অশুচি হর্ষ শোকাদির বশিভূত যে কর্তা সে রাজস কর্তা।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধাঃ শঠঃ নৈস্কৃতিকঃ অলসঃ ।
বিষাদী দীর্ঘসুত্রী চ কর্তা তামসঃ উচ্যতে ।।২৮
অর্থ-অনুচিত্ কার্যপ্রিয়, জড় চেষ্টাযুক্ত,অনম্র শঠ অপমান কার্যে রত,অলস,সর্বদা বিষাদযুক্ত, দীর্ঘসুত্রী যে কর্তা, সেই তামস কর্তা।

বুদ্ধেঃ ভেদম্ ধৃতে চ এব গুনতঃ ত্রিবিধম্ শৃনু ।
প্রোচ্যমানম্ অশেষেন পৃথক্তেন ধনঞ্জয় ।।২৯
অর্থ-হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধির ও ধৃতির সত্ত্ব,রজ ও তমোগুন দ্বারা যে ত্রিবিধ ভেদ আছে তা আমি তোমাকে বিস-ারিত বলছি তুমি শ্রবন কর।

প্রবির্ত্তিম চ নিবৃর্ত্তিম চ কার্য অকার্য ভয় অভয় ।
বন্ধম্ মোক্ষ্যম চ যা বেত্তি বুদ্ধি সা পার্থ সাত্ত্বিকী ।।৩০
অর্থ-যে বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি,নিবৃত্তি কার্য ও অকার্য ভয় ও অভয় বন্ধন ও মুক্তি এই সকলের পার্থক্য নিশ্চিত হয় সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী।

যয়া ধর্মম্ অধর্মম্ চ কার্যম্ অকার্যম্ এব চ ।
অযথাবত্ প্রজানাতি বুদ্ধি সা পার্থ রাজসী ।।৩১

অর্থ-যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম কার্য ও অকার্য প্রভৃতির পার্থক্য অসম্যক রুপে স্থিরীকৃত হয়, সে বুদ্ধি রাজস।

অধর্মম্ ধর্মম ইতি যা মন্যতে তমসা আবৃতা ।
সর্বার্থান বিপরিতান চ বুদ্ধি সা পার্থ তামসী ।।৩২
অর্থ-হে পার্থ যে বুদ্ধি অজ্ঞান এবং মোহাচ্ছন্ন হয় অধর্মকে ধর্ম বলে মনে করে এবং ধর্মকে অধর্ম বলে মনে করে এবং সব কিছুই বিপরিত ভাবে বোঝেন, তা তামসী বুদ্ধি বলে জানবে।

ধৃত্যা যয়া ধারয়েতে মনঃ প্রান ইন্দ্রিয় ক্রিয়া ।
যোগেন অব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ।।৩৩
অর্থ-হে পার্থ যে ধৃতি অব্যভিচারি যোগ দ্বারা মন, প্রান,ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়া সকলকে ধারন করে সেই ধৃতিই সাত্ত্বিকী।

যয়া তু ধর্ম-কামার্থান ধৃত্যা ধারয়তে অর্জুন ।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ।।৩৪
অর্থ-হে পার্থ যে ধৃতি ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ধর্ম অর্থ ও কামকে ধারন করে তাই রাজসি।

যয়া স্বপ্নম ভয়ম্ শোকম্ বিষাদম্ মদম্ এব চ ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ।।৩৫
অর্থ-হে পার্থ যে ধৃতি স্বপ্ন ভয় শোক বিষাদ মদ ইত্যাদিকে ত্যাগ করে না সেই বুদ্ধিহীনা ধৃতিই তামসী।

সুখম্ তু ইদানীম ত্রিবিধম্ শৃনু মে ভরতর্ষভ ।
অভ্যাসাত্ রমতে যত্র দুঃখ অন্তম্ চ নিগচ্ছতি ।।৩৬

অর্থ-হে ভরতর্ষভ, এখন তুমি ত্রিবিধ সুখের বিষয় শ্রবন কর বদ্ধজীব পুনঃ পুনঃ অনুশিলন দ্বারা সেই সুখে রমন করে, এবং কোন কোন স্থলে সমস্ত দুঃখ থেকে সম্যক রুপে মুক্ত হয়।

যত্ তত্ অগ্রে বিষমিব পরিণামে অমৃত উপমম্ ।
তত্ সুখম্ সাত্ত্বিকম্ প্রোক্তম্ আত্মা বুদ্ধি প্রসাদজম্ ।।৩৭
অর্থ-যে সুখ প্রথম বিষের মত কিন্তু পরি নামে অমৃততুল্য, আত্মনিষ্ট বুদ্ধির নির্মলতা থেকে উৎপন্ন, সেই সুখ সাত্ত্বিক সুখ বলে কথিত হয়।

বিষয় ইন্দ্রিয় সংযোগাত্ যত্ তত্ অগ্রে অমৃতপমম্ ।
পরিনামে বিষমিব তত্ সুখম্ রাজসম্ স্মৃতম্ ।।৩৮
অর্থ-বিষয় ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে যে সুখ প্রথমে অমৃতের মত এবং পরিনামে বিষের মত অনুভব হয় তাকে রাজস সুখ বলা হয়।

যত্ অগ্রে চ অনুবন্ধে চ সুখম্ মোহনম্ আত্মনঃ।
নিদ্রা আলস্য প্রমাদ উত্থম্ তত্ তমসম্ উদাহৃতম্ ।।৩৯
অর্থ-যে সুখ প্রথমে ও পরিনামে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানরহিত, এবং যা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ থেকে উৎপন্ন হয়, তা তামসিক সুখ বলে কথিত হয়।

ন তত্ অস্তি পৃথিব্যাম্ বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বম্ প্রকৃতিজৈঃ মুক্তম্ যত্ এভিঃ স্যাত্ ত্রিভিঃ গুনৈঃ।৪০
অর্থ-এই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে অথবা স্বর্গের দেবতাদের মধ্যে এমন কোন জীব নেই যে প্রকৃতির গুন থেকে মুক্ত।

বাহ্মান ক্ষত্রিয় বিষাম্ শুদ্রানাম্ চ পরন্তপ।
কর্মানি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভাব প্রভবেঃ গুনৈঃ।। ৪১

অর্থ-হে পরন-প স্বভাবজাত গুন অনুসারে ব্রাক্ষন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং শুদ্রেরও কর্ম সমুহ পৃথক ভাবে বিভক্ত আছে।

শমঃ,দমঃ,তপঃ শৌচম্ ক্ষান্তি আর্জবম্ এব চ ।
জ্ঞানম্ বিজ্ঞানম্ অস্তিকম্ ব্রক্ষ কর্ম সভাবজম্ ।।৪২
অর্থ- শম,   দম,   তপ, শৌচ, ক্ষান্তি সরলতা, জ্ঞান,বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই কয়টি ব্রাক্ষনদের স্বভাবজ কর্ম।

শৌর্যম্ তেজঃ ধৃতিঃ দাক্ষ্যম্ যুদ্ধে চ অপি অপলায়নম্ ।
আনম্ ঈশ্বরম্ ভাবঃ চ ক্ষাত্রম্ কর্ম স্বভবজম্ ।।৪৩
অর্থ-শৌর্য,তেজ,ধৃতি, দক্ষ্যতা,যুদ্ধে অপরাম্মুখতা দানশীলতা ও শাসন ক্ষমতা এইগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাব জাত কর্ম ।

কৃষি গোরক্ষা বানিজ্যম্ বৈশ্য কর্ম স্বভাবজম ।
পরিচর্যা আত্মকম্ কর্মঃ শুদ্রস্য অপি স্বভাবজম্ ।।৪৪
অর্থ-কৃষি, গোরক্ষা ও বানিজ্য এই কয়টি বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম। পরিচার্যা শুদ্রের স্বভাবজাত কর্ম।

স্বে স্বে কর্মানি অভিরত সংসিদ্ধিম্ লভতে নরঃ ।
স্বকর্ম নিরতঃ সিদ্ধিম্ যথা বিন্দতি তত্ শৃনু ।।৪৫
অর্থ-স্বকর্মে নিয়ত ব্যক্তি স্বকর্মে অভিরত হয়ে যেভাবে সংসিদ্ধি লাভ করে, তা শ্রবন কর।

যতঃ প্রবৃত্তিঃ ভূতানাম্ যেন সর্বম্ ইদম্ ততম্ ।
স্বকর্মনা তম্ অভ্যর্চ্য সিদ্ধিম্ বিন্দতি মানবঃ ।। ৪৬
অর্থ-যে পরমেশ্বর ভগবান থেকে সমস্ত জীবের উৎপত্তি, যিনি এই সমগ্র বিশ্ব ব্যপ্ত আছেন, তাকে মানুষ তার কর্মের দ্বারা অর্চনা করে সিদ্ধি লাভ করে।

শ্রেয়ান স্বধর্ম বিগুনঃ পরধর্মাত্ স্বনুষ্ঠিতাত্ ।
স্বভাব নিয়তম্ কর্ম কুর্বন ন আপ্নোতি কিল্বিষম্ ।।৪৭
অর্থ-উত্তম্ রুপে অনষ্ঠিত পরধর্ম থেকে অসম্যক রুপে অননিষ্ঠিত স্বধর্ম শ্রেয়। কারন স্বভাব অনুসারে কর্ম করলে মানুষ পাপের ভাগী হয়না।

সহজম্ কর্ম কৌন্তেয় স্বদোষম্ অপি ন ত্যজ্যম ।
সর্বরম্ভা হি দোষেন ধুমেন অগ্নি ইব আবৃতাঃ ।।৪৮
অর্থ-প্রতিটি কর্ম প্রচেষ্টাতেই-কিছুনা কিছু দোষ থাকে, ঠিক যেমন অগ্নি ধুমের দ্বারা আবৃত থাকে। তাই হে কৌন্তেয় দোষযুক্ত হলেও স্বধর্ম কখন ত্যাগ করা উচিত্ না।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ।
নৈস্কর্ম্য সিদ্ধিম্ পরমাম্ সন্নাসেন অধিগচ্ছতি ।।৪৯
অর্থ-জড় বিষয় অনাসক্ত সংযতচিত্ত এবং ভোগস্পৃহাশুন্য আত্মজ্ঞ ব্যক্তি স্বরুপত কর্ম ত্যগপুর্বক নৈস্কর্ম রুপ পরম সিদ্ধি লাভ করবে।

সিদ্ধিম্ প্রাপ্ত যথা ব্রহ্ম তথা আপ্নোতি নিবোধ মে ।
সমাসেন এব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ।।৫০
অর্থ-হে কৌন্তে নৈস্কর্ম সিদ্ধি লাভ করে জীব যেমন জ্ঞানের পরানিষ্ঠারুপ ব্রহ্মকে লাভ করেন তা আমি সংক্ষেপে বলছি, শ্রবন কর।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তঃ ধৃত্যা আত্মা নিয়ম্য চ ।
শব্দাদীন বিষয়ান ত্যাক্তা রাগ দ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ।।৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্যাশী যতবাক কায় মানসঃ ।
ধ্যানযোগপরঃ নিত্যম্ বৈরাগ্যম্ সমুপাশ্রিতঃ ।।৫২
অহংকারম্ বলম্ দর্পম্ কাম ক্রোধম্ পরিগ্রহম্ ।

www.bengaliebook.com

বিমুচ্য নির্মমঃ শান্ত ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ।।৫৩
অর্থ-বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হয়ে মনকে ধৃতির দ্বারা নিয়ত্রিত করে শব্দ আদি ইন্দ্রিয় বিষয় পরি ত্যাগ করে, রাগ, দ্বেষ বর্জন করে, নির্জন স্থানে বাস করে, অল্প আহার করে, দেহ, মন এবং বাক সংযত করে, ধ্যান যোগে যুক্ত হয়ে বৈরাগ্য আশ্রয় কওে, অহংঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ থেকে সম্পুর্নরুপে মুক্ত, মমত্ব বোধশুন্য শান্ত পুরুষ আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হন।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিম্ লভতে পরাম্ ।।৫৪
অর্থ-যিনি এই ভাবে চিন্ময় ভাব লাভ করেছেন, তিনি পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কখনো কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকঙ্খা করেন না, তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করে।

ভক্তা মাম অভিজানাতি যাবান যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততঃ মাম তত্ত্বত জ্ঞাত্বা বিশতে তত্ অন্তরম্ ।।৫৫
অর্থ-ভক্তির দ্বারা কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে পাওয়া যায়। এই প্রকার ভক্তিদ্বারা ভগবানকে যথাযথ ভাবে জানার ফলে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়।

সর্ব কর্মানি অপি সদা কুর্বাণঃ মত্ ব্যপাশ্রয়ঃ ।
মত্ প্রসাদাত্ অবাপ্নোতি শাশ্বতম্ পদম্ অব্যয়ম্ ।।৫৬
অর্থ-আমার ভক্ত সকল রকম কার্য কলাপে লিপ্ত হওয়া সত্তেও আমার প্রসাদে অব্যয় ও শাশ্বত আমার নিত্য ধাম লাভ করে।

চেতসা সর্বকর্মানি ময়ি সংনস্য মৎপর ।
বুদ্ধিযোগম উপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততম্ ভব ।।৫৭

www.bengaliebook.com

অর্থ-তোমার সমস্ত কর্মে তুমি কেবল আমার উপর নির্ভর কর এবং সর্বদা আমার আশ্রয় অবলম্বন কর। এইভাবে ভক্তি যোগে যুক্ত হয়ে মদ্গত চিত্ত হও।

মত্ চিত্তঃ সর্বদুর্গানি মত্ প্রসাদাত্ তরিষ্যসি ।
অথ চেত্ ত্বম্ অহঙ্কারান ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ।। ৫৮
অর্থ-এইভাবে মদ্গত চিত্ত হলে আমার কৃপায় জড়জীবনের সমস্ত প্রতিবন্ধক থেকে উত্তীর্ন হবে। কিন্তু তুমি যদি তা নাকরে আমার কথা না শুনে, অহংকারের বশীভূত হয়ে কর্ম কর, তাহলে তুমি বিনষ্ট হবে।

যত্ অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে ।
মিথ্যা এষঃ ব্যবসায়ঃ তে প্রকৃতি তাম্ নিযোক্ষতি ।।৫৯
অর্থ-তুমি যদি আমার নির্দ্দেশ অনুসারে যুদ্ধ না কর, তাহলে তুমি ভ্রান্ত ভাবে পরিচালিত হবে। কারন তোমার প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবে।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্বঃ স্বেন কর্মনা ।
কর্তুম ন ইচ্ছসি যত্ মোহাত্ করিষ্যসি অবশঃ অপি তত্ ।। ৬০
অর্থ-হে কৌন্তেয় তুমি মোহ বশত আমার নির্দ্দেশ অনুসারে আচরন করতে চাইছনা। তোমার নিজ স্বভাবে বশবর্ত্তি হয়ে তোমাকে সেই কর্মে প্রবৃত্তি হতে হবে।
ঈশ্বর সর্বভূতানাম্ হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন সর্বভূতানি যন্ত্র আরুঢ়ানি মায়য়া ।।৬১
অর্থ-হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরুপ যন্ত্রেআহরন করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমন করান।

তম এব শরনম্ গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।
তত্ প্রসাদাত্ পরাম্ শান্তিম্ স্থানম্ প্রপ্সসি শাশ্বতম্ ।। ৬২

অর্থ-হে ভারত সর্বত ভাবে তার শরনাগত হও। তার কৃপায় তুমি পরাশক্তি লাভ করবে এবং তার নিত্যধাম প্রাপ্ত হবে।

ইতি তে জ্ঞানম্ আখ্যাতম্ গুহ্যাত্ গুহ্যতরম্ ময়া ।
বিমৃশ্য এতত্ অশেষেন যথা ইচ্ছসি তথা কুরু ।।৬৩
অর্থ-এইভাবে আমি তোমাকে গুহ্য থেকে গুহ্যতর জ্ঞান দান করলাম। তুমি তা বিশেষ ভাবে বিচার করে যাহা ইচ্ছা তাই কর।

সর্ব গুহ্যতমম্ ভূয় শৃনু মে পরমম্ বচঃ ।
ইষ্টঃ অসি মে দৃঢ়ম্ ইতি ততঃ বক্ষ্যামি তে হিতম্ ।।৬৪
অর্থ-তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় তাই তোমার হিতের জন্য আমি সব চেয়ে গোপনিয় জ্ঞান উপদেশ করছি তুমি তা শ্রবন কর।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ মদযাজি মাম্ নমস্কুরু ।
মাম এষ্যসি সত্যম্ তে প্রতিজানে প্রিয় অসি মে ।।৬৫
অর্থ-তুমি আমাতে চিত্ত স্থির কর এবং আমার ভক্ত হও। আমার পুজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এই জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে এই ভাবে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে।

সর্বাধর্মান পরিত্যজ্য মাম একম্ শরনম্ ব্রজ ।
অহম্ ত্বাম সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ।।৬৬
অর্থ-সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শ্বরনাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সে বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না।

ইদম তে ন অতপস্কায় ন অভক্তায় কদাচন ।
ন চ অশুশ্রুষবে বাচ্যম ন চ মাম্ য়ঃ অভ্যসুয়তি ।।৬৭

অর্থ-যারা সংযম হীন, ভক্তি হীন, পরিচর্য্যা হীন এবং আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন তাদের কখন এই গোপনীয় জ্ঞান প্রদান করবে না।

যঃ ইদম্ পরমম্ গুহ্যম্ মত্ ভক্তেষু অভিধাস্যতি ।
ভক্তিম্ ময়ি পরাম্ কৃত্বা মাম্ এব এষ্যতি অসংশয়ঃ ।। ৬৮
অর্থ-যিনি আমার ভক্তদের পরম জ্ঞান দান করেন তিনি অবশ্যই পরা ভক্তি লাভ করেন এবং অবশেষে আমার কাছে ফিরে আসবেন।

ন চ তস্মাত্ মনুষ্যেসু কশ্চিত্ মে প্রিয় কৃত্তম্ ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাত্ অন্যঃ প্রিয়তর ভূবি ।৬৯
অর্থ-এই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে তার থেকে অধিক প্রিয়কারি এবং আমার প্রিয় আর কেউ নেই এবং কখনও হবে না।

অধ্যেষ্যতে চ য ইমম্ ধর্মম্ সংবাদম্ আবয়োঃ ।
জ্ঞান যজ্ঞেন তেন অহম্ ইষ্টঃ স্যাম ইতি মে মতিঃ ।। ৭০
অর্থ-এবং আমি ঘোষনা করছি যে, যে ব্যক্তি আমাদের এই পবিত্র কথপকথন অধ্যায়ন করবেন, তার সেই জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা আমি পুজিত হব।

শ্রদ্ধাবান অনসুয়শ্চ শৃনুয়াত্ অপি যঃ নরঃ ।
সোহপি মুক্তঃ শুভান লোকান পাপ্নুয়াত্ পুন্যকর্মনাম্ ।। ৭১
অর্থ-অসুয়া শুন্য যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে এই জ্ঞান শ্রবন করেন, তিনিও পাপ মূক্ত হয়ে পুন্য কর্মকারীদের লোক প্রাপ্ত হয়।

কচ্চিত্ এতত্ শ্রুতম্ পার্থ তয়া একাগ্রেন চেতসা ।
কচ্চিত্ অজ্ঞান সম্মোহঃ প্রনষ্টঃ তে ধনঞ্জয় ।। ৭২
অর্থ-হে ধনঞ্জয় অর্জুন তুমি কি একাগ্র চিত্তে এই উপদেশ শ্রবন করেছ,তোমার অজ্ঞান জনিত মোহ কি এখন বিদুরিত হয়েছে।

অর্জুন উবাচ :-
নষ্টঃ মোহ স্মৃতি লব্ধা তত্ প্রসাদাত্ ময়া অচ্যুত ।
স্মিতঃ অস্মি গত সন্দেহঃ করিষ্যে বচনম তব ।।৭৩
অর্থ-অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ, হে অচ্যুত তোমার কৃপায় এখন আমার মোহ দুর হয়েছে। আমার স্মৃতি ফিরে এসছে এবং আমার সমস্ত সন্দেহ দুর হয়েছে। আমি এখন তোমার নির্দেশ অনুসারে আচরন করব।

সঞ্জয় উবাচ :-
ইতি অহম্ বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ ।
সংবাদম্ ইমম্ অশ্রৌষম্ অদ্ভূতম্ রোমহর্ষণম ।।৭৪
অর্থ-সঞ্জয় বললেন, এইভাবে আমি কৃষ্ণ ও অর্জুন দুই মহাত্মার কথপকথন শ্রবন করে ছিলাম এবং সেই অদ্ভুদ বাণী শ্রবন করে রোমাঞ্চিত হয়ে ছিলাম।

ব্যাসপ্রসাদ্যাত্ শ্রুতবান এতত্ গুহ্যম্ অহম্ পরম্ ।
যোগম্ যোগেশ্বরাত্ কৃষ্ণাত্ সাক্ষাত্ কথয়তঃ সয়ম্ ।। ৭৫
অর্থ-ব্যাসদেবের কৃপায় এই পরম গোপণীয় যোগের উপদেশ আমি সয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণর কাছ থেকে শ্রবন করে ছিলাম।

রাজন সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদম্ ইমম্ অদ্ভুতম্ ।
কেশব অর্জুনয়ো পুন্যম্ হৃষ্যামি চ মূহু মূহু ।।৭৬
অর্থ-হে রাজন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের এই অমৃত সংবাদ স্বরন করতে করতে আমি বারংবার রোমাঞ্চিত হচ্ছি।

তত্ চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপম্ অতি অদ্ভুতম হরেঃ ।
বিস্ময়া মে মহান রাজন হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ।।৭৭

অর্থ-হে রাজন শ্রীকৃষ্ণের সে অদ্ভুত্ রুপ স্বরন করতে করতে বিস্ময়া বিভূত হচ্ছি এবং বারংবার হরষিত হচ্ছি।

যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণ যত্রপার্থ ধনুধর ।
তত্র শ্রীঃ বিজয়ঃ ভূতিঃ ধ্রুবা নীতিঃ মতির্মম্ ।। ৭৮
অর্থ-যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুধর পার্থ সেখানে শ্রী,বিজয়,ভূতি,ও ন্যায় বর্ত্তমান এই দুইটিই আমার অভিমত।

ওং তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যাযাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
মোক্ষসংন্যাসযোগো নামাষ্টাদশোঽধ্যাযঃ ॥১৮॥